দৈনিক স্টেটসম্যান

কলকাতা | শিলিগুড়ি | পৃষ্ঠা ১০ | মূল্য ৪ টাকা | বুধবার ২৪ জুন ২০২৬ | ৯ আষাঢ় ১৪৩৩

www.dainikstatesmannews.com @StatesmanDainik DainikStatesmanofficial

‘চুক্তি ভাঙলে কড়া জবাব’, ইরানকে সতর্কবার্তা ট্রাম্পের

পৃষ্ঠা ৯

হরমুজ পেরিয়ে ভারতে আসছে সারবাহী ৪ জাহাজ

পৃষ্ঠা ৭

চোটের জন্য ছিটকে গেলেন নীতীশ

পৃষ্ঠা ১০

জয় জগন্নাথ

নিউ সি হক (পুরী)

We have no connection with Hotel Sea Hawk Digha

Ph.(06752) 231500,231400

E-mail: hotelnewseahawk@yahoo.co.in

www.hotelnewseahawk.com

পুলিনপুরী (পুরী)

Ph.(06752) 222360,220700

E-mail: hotelpulinpuri@yahoo.com

www.hotelpulinpuri.com

Kolkata.Booking: (033) 2289 7578

460 22458, 9007857627, 9831289141

‘সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করব’

তৃণমূলের গুন্ডাদের জেলে ভরার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্য বিধানসভায় নিজের প্রথম জবাবি ভাষণে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা আবার স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার তিনি ঘোষণা করেন, চলতি অধিবেশনের শেষ দিনেই দুর্নীতি রোধে আরও কঠোর আইন আনা হবে। সেই আইনে শুধু কারাদণ্ড নয়, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলামের ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানান তিনি।

তাঁর বক্তব্যে মূলত ছিল দুর্নীতি, তোলাবাজি, সরকারি প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ এবং প্রশাসনিক অপব্যবহারের খতিয়ান। বাণিজ্য সম্মেলন থেকে শুরু করে সামাজিক প্রকল্প, বীরভূমের পাথর খাদান থেকে আরজি কর কাণ্ড — একাধিক ইস্যুতে সরাসরি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তিনি যে তথ্য সামনে আনছেন তা ‘হিমশৈলের চূড়া মাত্র’, তদন্ত এগোলে আরও বড় ছবি সামনে আসবে।

এদিন দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারির অভিযোগ, গত ১৫ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর ও প্রকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, সরকারি অর্থ সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যয় হওয়ার বদলে একটি চক্রের হাতে চলে গিয়েছে। নতুন সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়েছে বলেও তিনি ঘোষণা করেন। এমনকি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য কঠোর আইন আনার কথাও জানান শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, জনগণের টাকা লুট করে কেউ পার পাবে না এবং বেআইনি উপায়ে গড়ে তোলা সম্পদের হিসাব সবাইকে দিতে হবে।

শুভেন্দুর কথায়, ‘অনেকেই ভাবছেন দু’মাস জেলে থেকে আইনি লড়াই করে বেরিয়ে এলেই সব শেষ। কিন্তু এবার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, সেই সম্পত্তি নিলামও করা হবে।’ তাঁর এই মন্তব্যকে রাজনৈতিক মহলের একাংশ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের উদ্দেশে কটাক্ষ বলেই মনে করছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও আই-প্যাক নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন শুভেন্দু। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে প্রায় ৩০ লক্ষ ভুয়ো উপভোক্তার সন্ধান মিলেছে। তাঁর অভিযোগ, এই ভুয়ো নামের আড়ালে বছরে প্রায় ৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এক ঠিকাদারের অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি আই-প্যাকের অ্যাকাউন্টে ১০ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছিল। এই সমস্ত লেনদেনের তদন্ত হবে বলেও জানান তিনি।

বিজিবিএস শিল্প সম্মেলনের আড়ালে কোটি টাকার কারবার হয়েছে বলে দাবি শুভেন্দুর। বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বা বিজিবিএস নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় নথি দেখিয়ে তাঁর দাবি, বণিকসভা ফিকিকে ৩২৪.৭৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। শুভেন্দুর অভিযোগ, শিল্প আনার নামে সরকারি অর্থের অপব্যবহার হয়েছে এবং এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। তিনি আরও দাবি করেন, বিজিবিএস আয়োজনের জন্য একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল, যার হিসাবও খতিয়ে দেখা হবে।

বীরভূমের পাথর খাদান নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, আগের সরকারের আমলে পাথর খাদান থেকে বছরে মাত্র ৭ কোটি টাকা রাজস্ব আসত। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই আয় কয়েকগুণ বেড়ে ৮৩ কোটিতে পৌঁছেছে। তাঁর অভিযোগ, প্রতি বছর প্রায় ১,১০০ থেকে ১,২০০ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে একটি চক্র অর্থ পাচার করত। এই কোটি কোটি টাকা লুঠের পর ‘ক্যামাক স্ট্রিট হয়ে দুবাই’ চলে গিয়েছে। এদিন বিধানসভায় এ নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি ‘তৃণমূলের যুবরাজ’-এর কথাও উল্লেখ করেন, যদিও তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি।

মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করে বলেন, কলকাতার ফ্লাইওভারের নিচে থাকা গরিব মানুষদের জন্য প্রকৃত উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রয়োজনে তাঁদের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ‘প্রাসাদে’ তুলে এনে রাখা হবে। প্রসঙ্গ টেনে তিনি মন্তব্য করেন, ‘হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, হরিশ মুখার্জি রোড এবং আমতলার প্রাসাদগুলিতে কলকাতার উড়ালপুলের নিচে বসবাসকারী গরিব মানুষদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে।’ এই মন্তব্যেও তিনি নাম না করেই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন আশ্বাস দেন, আরজি কর কাণ্ডের ‘বিচার হবেই’। ২০২৪-এর আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাও উঠে আসে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি জানান, এই মামলার বিচার নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই কয়েকজন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আরজি কর, হাঁসখালি, কামদুনি, রামপুরহাট-সহ নারী নির্যাতনের সমস্ত ঘটনায় সরকার কঠোর অবস্থান নেবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ‘অভয়ার বিচার হবেই’।

এদিন অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে সোজা সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০ হাজার অনুপ্রবেশকারীকে সীমান্তের ওপারে পাঠানো হয়েছে। আরও ১৮০০ জন ১২টি হোল্ডিং সেন্টারে অপেক্ষায় রয়েছে। যাঁরা প্রকৃত ভারতীয় তাঁদের কোনো চিন্তার কারণ নেই। তাঁরা যে ধর্মেরই হোন না কেন, যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকুন। শুধুমাত্র ভারতীয়রাই সরকারি সুযোগসুবিধে পাবেন। সেখানে অনুপ্রবেশকারীদের কোনো স্থান নেই।

এদিন বক্তব্য রাখার সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সরাসরি নিশানা করেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

নবান্নে এডিবি-র কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকার ২২ জুন সোমবার তার পূর্ণাঙ্গ বাজেট বিধানসভায় পেশ করেছে। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত তাঁর প্রথম বাজেট রাজ্যে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো উন্নয়নের এক নীল নকশা তুলে ধরেছেন। বাজেট পেশের একদিন পরই নবান্নে আসলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা এডিবির শীর্ষ কর্তারা। মঙ্গলবারই নবান্নে এডিবির পদস্থ কর্তারা রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তর সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন।

সূত্রের খবর, বাংলায় শিল্প সহায়ক পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড়সড় আর্থিক সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়েই নবান্নে এসেছিলেন এডিবির কর্তারা। নীতি আয়োগের নীতি মেনে রাজ্যে একাধিক ‘সিটি ইকোনমিক রিজিয়ন’ গড়ে তোলা নিয়ে এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার দেশের ৪টি শহরকে কেন্দ্র করে সিটি ইকোনমিক রিজিয়ন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকা। ওই চার শহরের মধ্যে আছে সুরাত, বেনারস, ভুবনেশ্বর ও বিশাখাপত্তনম। এই প্রকল্পে ওই চার শহরের ভোল বদলে গিয়েছে। এবার একই রকমভাবে বাংলাতেও নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছে এডিবি। সেই সঙ্গে রয়েছে ৬ দফা মাস্টারপ্ল্যান। এডিবি শুধু সিটি ইকোনমিক রিজিয়নের প্রস্তাবই দেয়নি, শিল্প করিডোর গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও আর্থিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও আগ্রহ দেখিয়েছে।

সূত্রের খবর, এডিবির প্রস্তাব অনুযায়ী, পুরসভার সীমানার বাইরে পার্শ্ববর্তী জেলায় শিল্পাঞ্চল, লজিস্টিক নেটওয়ার্ক এবং শ্রমবাজারকে একত্রিত করে বৃহত্তর অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। এজন্য সম্ভাব্য চারটি অঞ্চলকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। গুজরাতের সুরাতের আদলে কলকাতা-হাওড়া-হুগলি-উলুবেড়িয়া-ডানকুনি বেল্টকে যুক্ত করে ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, ইলেকট্রনিক্স ও লজিস্টিকস ক্লাস্টার নিয়ে তৈরি হবে কলকাতা মেট্রোপলিটন সিইআর।

ভুবনেশ্বরের মডেলকে অনুসরণ করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারকে নিয়ে আইটি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা,পর্যটন হাব ও অ্যাগ্রোপ্রসেসিং ক্লাস্টার তৈরি হবে। যার নাম দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ি সিইআর।

তৃতীয় সিটি ইকোনমিক রিজিয়নটি গড়ে উঠবে হলদিয়া ও দিঘাকে কেন্দ্র করে। এখানে বিশাখাপত্তনমের মতো বন্দর-ভিত্তিক শিল্পাঞ্চল তৈরি হবে। যেখানে একসঙ্গে মিলবে কেমিক্যাল, রিফাইনারি শিল্প ও পর্যটন।

ভারী শিল্প, ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ক্লিন ম্যানুফ্যাকচারিং হাব নিয়ে তৈরি হবে দুর্গাপুর-আসানসোল সিটি ইকোনমিক রিজিয়ন।

সূত্রের খবর, রাজ্যে কয়েকটি শিল্প করিডর তৈরিতেও এডিবি আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কলকাতা-ডানকুনি-দুর্গাপুর- আসানসোল ম্যানুফ্যাকচারিং করিডোর। হলদিয়া-খড়্গপুর শিল্প করিডোর এবং শিলিগুড়ি- জলপাইগুড়ি এগ্রো-প্রসেসিং করিডোর।

জানা গিয়েছে, দেশ-বিদেশের বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে তিনটি বড় কেন্দ্র চিহ্নিত করার প্রস্তাবও দিয়েছেন এডিবির কর্তারা।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

রাজ্যজুড়ে শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে নতুনভাবে স্মরণ ও তাঁর অবদান তুলে ধরতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি সরকার। মঙ্গলবার ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস পালন হয়েছে রাজ্যজুড়ে। জনসংঘের এই

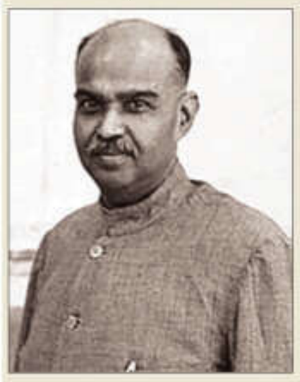

বিশিষ্ট নেতার ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ৬ জুলাই রাজ্যজুড়ে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

স্কুল-কলেজে ১৫ দিনের বিশেষ কর্মসূচির ঘোষণা

ইতিমধ্যেই সেই নির্দেশিকা সরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পৌঁছে গিয়েছে। তবে শুধু একদিনের ছুটিতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না আয়োজন। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২৩ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত ১৫ দিন রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ পালন করা হবে। প্রথমে বিকাশ ভবনের তরফে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই কর্মসূচির নির্দেশ দেওয়া হলেও এবার তা স্কুলগুলিতেও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই মর্মে রাজ্যের সমস্ত জেলা স্কুল পরিদর্শকদের কাছে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

আগামী ১৫ দিন সরকারি স্কুলগুলিতে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে আলোচনাসভা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, বিতর্কসভা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ও বক্তৃতা পাঠ, তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবদান নিয়ে বিশেষ আলোচনা। পাশাপাশি প্রতিটি অনুষ্ঠানের জিও-ট্যাগ করা ছবি সংরক্ষণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের মতে, ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের আত্মপ্রকাশ ও ভারতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর অবদান যথাযথভাবে আলোচিত হয়নি বলেই মনে করছে সরকার। সেই উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করতেই ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে স্মরণ করে আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বলা হয়েছে, হুগলির জিরাটে অবস্থিত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে অধিগ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। সেখানে একটি জাতীয় স্মারক, সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে। ঐতিহ্যবাহী বাড়িটিকেও সংস্কার করে পূর্বের রূপে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি জিরাটে তাঁর ১২৫ ফুট উচ্চতার একটি বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হবে।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

ভবানীপুরের নির্বাচনী ফল নিয়ে মামলা

ইভিএম-ভিভিপ্যাট সংরক্ষণের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলা গ্রহণ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। মামলার প্রাথমিক শুনানিতে আদালত সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে ৪ মে ভোটগণনার দিনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে আয়োজিত গণনাকেন্দ্রের ইভিএম, ভিভিপ্যাট এবং সিসিটিভি ফুটেজ। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, এই সমস্ত তথ্যপ্রমাণ কোনোভাবেই নষ্ট করা যাবে না।

বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের বেঞ্চে শুনানির সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, গণনার প্রথম ১২ দফা পর্যন্ত তৃণমূল এগিয়ে ছিল। কিন্তু ১৩তম দফা থেকে পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে এবং বিপুল সংখ্যক ভোট শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষে যেতে শুরু করে। তাঁর অভিযোগ, ওই সময় বিজেপির নির্বাচনী এজেন্টরা গণনাকেন্দ্রে প্রবেশ করার পর থেকেই ফলাফলে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যায়। এরপরেই তিনি কাউন্টিং সেন্টারের সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের আর্জি জানিয়েছেন।

এদিন শুনানির শুরুতেই বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত বলেন, ‘আমার দাদা বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র। তাই এই বিষয়ে আপনাদের কোনও আপত্তি থাকলে এই বেঞ্চে মামলা করবেন না।’ বিচারপতির এই স্বীকারোক্তির পর অবশ্য কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিচারপতির নিরপেক্ষতার উপর তাঁদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই এই মামলার বিচার করবেন।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও দাবি করেন, দুপুরের পর গণনাকেন্দ্রে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং তৃণমূলের কাউন্টিং এজেন্টদের উপর হামলার ঘটনাও ঘটে। তাঁর বক্তব্য, ১২ দফা পর্যন্ত প্রায় ৭ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকার পর হঠাৎ করে ১৩ তম দফা থেকে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষে যাওয়ার বিষয়টি সন্দেহজনক। তিনি জানান, ২০২১-এর নির্বাচনে নন্দীগ্রামে যে রিটার্নিং অফিসের ছিলেন তাঁকে নির্বাচনের ২ মাস আগে এই কেন্দ্রে আনা হয়। তাঁকেই আবার মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে এখানে পক্ষপাত হতে পারে কি না আদালতই বিচার করুক। সমস্ত বিষয়গুলি এদিন আদালতের নজরে আনা হয়েছে। এর পাশপাশি সিসিটিভি ফুটেজ ও ভিভিপ্যাটের তথ্য সংরক্ষণ করে পরবর্তী পর্যায়ে তা খতিয়ে দেখার আবেদন জানানো হয়েছে।

আদালত জানিয়েছে, নির্বাচনী মামলার ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী প্রথমে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের নোটিস পাঠানো হবে। পরবর্তী শুনানিতে সব পক্ষ উপস্থিত হলে হলফনামা জমা দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন এখনও নির্ধারিত হয়নি। তবে আপাতত ভবানীপুর কেন্দ্রের ভোটগণনা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের নির্দেশ বহাল থাকবে। হাইকোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী, দু’মাস পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

সব্যসাচী-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার বাড়িতে মিলল ৩০০ ভরি সোনা

নিজস্ব সংবাদদাতা— রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তৃণমূল নেত্রী তথা নদিয়া জেলা পরিষদের সদস্য টিনা ভৌমিক সাহার বাড়ি থেকে মিলল ৩০০ ভরি সোনা। বর্তমানে যার বাজারমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। জানা গিয়েছে, টিনার বাবা কাঞ্চন ভৌমিকের নদিয়ার বাড়ি থেকে এই বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার হয়েছে।

রাজনীতিতে টিনা সব্যসাচীর অত্যন্ত কাছের বলে পরিচিত। তোলাবাজি সংক্রান্ত মামলায় এর আগে টিনাকে তলব করেছিল পুলিশ। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এমনকী, তাঁর হদিশও মেলেনি। তবে পুলিশ তাঁর খোজ চালাচ্ছিল। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের উপর ভিত্তি করে সোমবার রাত পৌনে ১২টা নাগাদ নদিয়ার করিমপুরের কিশোরপুর এলাকায় তাঁর পৈতৃক বাড়িতে হানা দেয় বিধাননগর উত্তর এবং করিমপুর থানার পুলিশের একটি যৌথ দল। ওই দলে ছিলেন সাত জন পুলিশ আধিকারিক ও ২১ জন পুলিশকর্মী। তাঁরা গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলেন। রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ একটি লাল স্করপিও গাড়ি করে রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচীকেও নদিয়ার করিমপুরে নিয়ে যায় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতভর তল্লাশি অভিযান চালিয়ে টিনার বাড়ি থেকে ৩০০ ভরি বা তিন কেজিরও বেশি সোনার গয়না উদ্ধার হয়। বর্তমানে যার বাজারমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৩৯ লাখ টাকা।

এরপর পাঁচের পৃষ্ঠায়

গুরু তেগ বাহাদুরের শহিদ দিবসে

মোদীর প্রশংসায় রাজ্যপাল

মালদহ, ২৩ জুন— নবম শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের ৩৫০তম শহিদ দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার মালদায় কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস (আরএন রবি)। পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে পুরাতন মালদার কালাচাঁদ হাইস্কুলে এই অনুষ্ঠান হয়। দেশের মোট ৬০টি স্থানে একযোগে এই কর্মসূচি পালিত হয় বলে জানা গিয়েছে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভারতের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। 'আমাদের দেশে এমন একজন নেতৃত্ব রয়েছেন যিনি ভারতকে চেনেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারত যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে আমরা সৌভাগ্যবান। নরেন্দ্র মোদী ভারতের আত্মাকে চেনেন। সম্ভবত তিনি প্রথম কোনও প্রধানমন্ত্রী যিনি দেশের আটশো গ্রামের প্রতিটিতে অন্তত একটি রাত অতিবাহিত করেছেন। ভারত দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগোচ্ছে কারণ, তিনি ভারতের সংস্কৃতি ও চেতনাকে বোঝেন। রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, অতীতে ধর্মের নামে ভারতকে বিভাজনের চেষ্টা হয়েছে এবং আজও কিছু শক্তি দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে সকলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি ভারতের “বিশ্ববন্ধুত্ব” দর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই নীতিই দেশের পরিচয় ও শক্তির ভিত্তি।

তিনি আরও বলেন, ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থান ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেশ বৈশ্বিক তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে নেমে আসে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, ১৯৪৭ সালের পর স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ধীরগতি দেখা দেয়। ২০১৪ সালের আগে ভারতের অবস্থান ছিল বিশ্বের দশম অর্থনীতির আশেপাশে। তাঁর বক্তব্যে তিনি সীমান্ত পরিস্থিতি এবং প্রতিরক্ষা নীতির প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। রাজ্যপালের দাবি, অতীতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক অবস্থানের কারণে সীমিত ছিল এবং এর প্রভাব দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের উপর পড়েছিল।

এরপর তিনি বর্তমান সরকারের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, মোদীর নেতৃত্বে ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে এবং দ্রুততম বর্ধনশীল বড় অর্থনীতিগুলির মধ্যে অন্যতম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্যে সীমান্ত সন্ত্রাস ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অতীতে পাকিস্তান থেকে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং ভারত তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন আরও শক্তিশালী।

অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল স্থানীয় গুরুদ্বার পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, গুরু তেগ বাহাদুর একসময় এই স্থান পরিদর্শন করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। যদিও এই অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ সীমিত রাখা হয়েছিল। পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি জানান, গুরু তেগ বাহাদুরের শহিদ দিবসকে কেন্দ্র করে দেশের ৬০টি স্থানে একযোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। তাঁর মতে, গুরু তেগ বাহাদুর শুধু ধর্ম রক্ষার নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় সহাবস্থান ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।

আরামবাগে যাত্রীবোঝাই বাস উলটে মৃত ২, আহত ৩০

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৩ জুন— হুগলির আরামবাগে মঙ্গলবার সকালে একটি ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ৩০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। বর্ধমান-তারকেশ্বর রুটের একটি যাত্রিবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরামবাগের আদমবাঁধ এলাকায় রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে উল্টে পড়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে পুলিশ এসে উদ্ধারকাজে যোগ দেয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পূর্ব বর্ধমানের ধাড়ান এলাকার বাসিন্দা লক্ষ্মী মুর্মু (৬৫) ও শর্মিলা সরেনের (৩৫)। তাঁরা তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

বাসটিতে প্রায় ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কমবেশি আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার পর অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছতে দেরি হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঝড়-বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা, ভেঙে পড়ল গাছ, ব্যাহত জনজীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি— সকাল থেকেই অস্বস্তিকর গরমে হাঁসফাঁস করছিল কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের মানুষ। তবে দুপুর গড়াতেই আচমকা বদলে যায় আবহাওয়ার চিত্র। কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশের মুখ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে তীব্র দমকা হাওয়া ও ঘনঘন বজ্রপাত মিলিয়ে কার্যত রুদ্ররূপ ধারণ করে প্রকৃতি। ঝড়ের জেরে কলকাতার একাধিক এলাকায় উপড়ে পড়ে বড় বড় গাছ। যার ফলে ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয় যান চলাচল, দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই দিনের আলো ঢেকে নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা হাইকোর্ট চত্বর, ডাফরিন রোড-সহ একাধিক এলাকায় গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কোথাও কোথাও জল জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচলেও সমস্যা তৈরি হয়। স্কুল-কলেজ ছুটির সময় হওয়ায় পড়ুয়া ও অভিভাবকদের দুর্ভোগ আরও বাড়ে। প্রবল বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণে বহু মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে বাধ্য হন।

শুধু কলকাতা নয়, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া-সহ দক্ষিণবঙ্গের

একাধিক জেলাতেও ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে। আলিপুর আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আগামী সোমবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই দফায় দফায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা কম। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বুধবার দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। একই সঙ্গে সমুদ্রে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে বুধবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বর্ষার দাপট আরও বেড়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার-সহ আটটি জেলায় আগামী সোমবার পর্যন্ত টানা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সপ্তাহান্তে কোথাও কোথাও অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। নদীগুলির জলস্তর বাড়তে থাকায় প্রশাসন পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। ইতিমধ্যেই নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার বার্তা দিয়েছে প্রশাসন। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আগামী কয়েক দিন দুই বঙ্গেই বর্ষার প্রভাব আরও জোরদার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গ্রেপ্তার হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান, বেঙ্গালুরু থেকে ধৃত টাকি পুরসভার উপ পুরপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ জুন— দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শুভঙ্কর ঘোষ এবং তাঁর ভাই পাপন ঘোষ। সোমবার রাতে হালিশহর থানার পুলিশ এই দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। ২০২৪-এর একটি পুরনো মামলার ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃত দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধেই তোলাবাজি, ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ধৃত দুই ভাইকে জেরা করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

অন্যদিকে, সোমবারই পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন টাকি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ফারুক গাজি। তাঁর বিরুদ্ধে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ থানায় ভয় দেখিয়ে জমি দখল এবং আর্থিক দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ ছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনায় একের পর এক তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শুভঙ্কর ঘোষকে গ্রেপ্তারের আগে পুরসভায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুরসভার গুরুত্বপূর্ণ নথি সরানোর চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। সেই সময় শুভঙ্কর ঘোষের ভাই পাপন ঘোষকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এবং বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, পাপানকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়, এমনকী, জুতোপেটাও করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। পুলিশ কোনওরকমে পাপন ঘোষকে বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগে শুভঙ্কর ও তাঁর ভাই পাপনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরেই টাকি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক গাজির খোঁজ চলছিল। গোপন সূত্রে তাঁর অবস্থানের খবর মেলার পরই তদন্তকারীরা বেঙ্গালুরুতে অভিযান চালান। সোমবার রাতে কর্নাটকের একটি বাড়িতে হানা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবারই তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে রাজ্যে আনা হয়েছে বলে খবর। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দুই পুরসভার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার গ্রেপ্তারকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুই জায়গাতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওয়াকিবহাল মনে করছে, দুই তৃণমূল নেতাকে জেরা করে দুর্নীতি সংক্রান্ত আরও নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে।

তেহট্টে উদ্ধার ২০ ড্রাম নকল পেট্রল-ডিজেল, পলাতক অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া, ২৩ জুন— পেট্রল পাম্পের তুলনায় অনেক কম দামে বিক্রি হচ্ছিল জ্বালানি। রমরমিয়ে চলছিল কারবার। কম দামে জ্বালানি বিক্রির এই খবর পৌঁছেছিল পুলিশের কানেও। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের উপর ভিত্তি করে একটি ভেজাল পেট্রল ও ডিজেল তৈরির কারখানায় অভিযান চালাল তেহট্ট থানার পুলিশ। সেই অভিযানেই ধরা পড়ল নকল জ্বালানি বিক্রির একটি অবৈধ চক্র। নদিয়ার তেহট্টের মালিয়াপোতা এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে নদিয়ার তেহট্টের মালিয়াপোতা এলাকায় একটি ভেজাল পেট্রল ও ডিজেল তৈরির কারখানায় অভিযান চালায় তেহট্ট থানার পুলিশ। ওই কারখানা থেকে প্রায় ২০ ড্রাম নকল পেট্রল-ডিজেল এবং নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। তবে কারবারের মূল মাথার হদিশ পায়নি পুলিশ। পুলিশি অভিযানের আগাম খবর পেয়েই মূল অভিযুক্ত বাপন শেখ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আপাতত গোডাউনটি সিল করে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চাপড়া থানার বাঙালঝি এলাকার বাসিন্দা বাপন দীর্ঘদিন ধরে মালিয়াপোতায় একটি ভাড়া নেওয়া গুদামঘরে এই অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছিল। অভিযোগ, সেখানে কেরোসিন জাতীয় তরল পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক এবং রং মিশিয়ে পেট্রল ও ডিজেলের মতো দেখতে জ্বালানি তৈরি করা হতো। পরে সেই ভেজাল জ্বালানি ড্রামে ভরে রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হতো।

এলাকাবাসীর দাবি, বাজারদরের তুলনায় অনেক কম দামে এই জ্বালানি বিক্রি হওয়ায় বহু গাড়িচালক ও ব্যবসায়ী তা কিনতেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ভেজাল জ্বালানি ব্যবহারে গাড়ির ইঞ্জিন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পাশাপাশি দাহ্য রাসায়নিক মেশানো থাকায় অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কাও বহুগুণ বেড়ে যায়।

এই অবৈধ কারবারের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, এর পেছনে কোনও বৃহত্তর চক্র রয়েছে কি না এবং ভেজাল জ্বালানি কোথায় কোথায় সরবরাহ করা হতো, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পলাতক মূল অভিযুক্ত বাপন শেখের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। তদন্তকারীদের আশা, বাপনকে গ্রেপ্তার করা গেলে এই চক্র সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসবে।

বিদ্যুৎ দপ্তরে প্রতারক চক্র, সরব বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২৩ জুন— বাড়িতে বসানো বিদ্যুতের মিটারে কারচুপির অভিযোগ করে গ্রাহকদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়ের নামে চাপ দিয়ে টাকা আদায়ের মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসা একটি প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে সরব হল বিজেপি। বিজেপির পক্ষ থেকে প্রতারিত গ্রাহকদের সঙ্গে নিয়ে শক্তিভবনে ডিভিশনাল ম্যানেজার দেবাশিস চ্যাটার্জির কাছে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং প্রতারক চক্রের মাস্টারমাইন্ড স্টেশন ম্যানেজার রাজু ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ মন্ডলের বিরুদ্ধে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এফআইআর দায়ের করার দাবি জানানো হয়।

বিজেপি নেতা মনোজ দে-র অভিযোগ, শক্তিভবনে একটি প্রতারক চক্র দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এই চক্রের কাজ সম্ভ্রান্ত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত গ্রাহকদের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ মিটারে কারচুপির ভুয়ো অভিযোগ এনে লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করার জন্য চাপ দেওয়া এবং ঘুষ নিয়ে জরিমানা কম করে দেখানো। যাঁদের নামে অভিযোগ করা হয়, তাঁরা সাধারণত ভয়ে টাকা দিয়ে বাড়িতে ছিন্ন করে দেওয়া সংযোগ ফিরিয়ে নিতেন। এই বিষয়ে রাজু ঘোষ, সৌরভ মন্ডল, ঠিকা কর্মী পিন্টু ও বিল্টুর নামে অভিযোগ এনেছেন মনোজ দে।

তৃণমূল নেতার মদতে কোটি টাকার গম চুরির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ২৩ জুন— রেশনের গম চুরির ঘটনায় কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে খড়গপুরের নিমপুরা শিল্পতালুকের এফসিআই গুদামকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই চক্রের পিছনে তৎকালীন এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার মদত ছিল। যদিও অভিযুক্তদের তরফে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক খাদ্য দপ্তরের এক পদস্থ আধিকারিক জানান, খড়গপুর ট্রাফিক এলাকার রেলওয়ে সাইডিংয়ে রেশনের গম নামানো হতো। সেখান থেকে ট্রাকে করে গম নিয়ে যাওয়া হতো নিমপুরার এফসিআই গুদামে। গুদাম থেকে নির্দিষ্ট আটাকলে গম পাঠিয়ে, তা আটা হিসেবে প্যাকেটজাত করা হতো। সেই সময় উপভোক্তাদের গমের পরিবর্তে আটা সরবরাহ করা হতো।

অভিযোগ, এফসিআই গুদাম থেকে আটাকলে গম পরিবহনের সময় ব্যাপক পরিমাণে চুরি চলত। এই চক্রে কিছু শ্রমিক, গুদামের কর্মী এবং পরিবহন ব্যবসায়ীরা জড়িত ছিলেন বলে দাবি ওই আধিকারিকের। তাঁর অভিযোগ, গম সরবরাহকারী হ্যান্ডলিং কন্ট্রাক্টরকে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার ওপর নির্ভর করতে হতো। কোটি কোটি টাকার গম চুরির ঘটনায় সালাউদ্দিন মল্লিক নামে এক স্থানীয়

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই বন্ধ করা হয় গুদাম

তৃণমূল নেতার নামও উঠে এসেছে বলে সূত্রের দাবি।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা আইএনটিটিইউসির এক প্রভাবশালী নেতার নামও এই চক্রের সঙ্গে জড়িয়েছে। অভিযোগ, তাঁকে নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে হতো।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে গম চুরির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই নিমপুরার এফসিআই গুদাম বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে মেদিনীপুরের এফসিআই গুদাম থেকে রেশন ডিলাররা গম সংগ্রহ করেন।

হোটেলকর্মীর মৃত্যু ঘিরে দিঘায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৩ জুন— নিউ দিঘার এক হোটেল কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম মিলন মাইতি (৩১)। বাড়ি রামনগর থানার যোশথিকঘরি এলাকা। জানা গিয়েছে, যুবকটি নিউ দিঘার একটি হোটেলে কর্মচারী হিসাবে কাজ করতেন।

সোমবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে দিঘা বর্ডারের কাছে কয়েকজন তাঁকে দেখতে পেয়ে হোটেলের অন্যান্য কর্মচারীকে জানায়। এরপরে তাঁরা গিয়ে দেখে রাস্তার ধারে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওই যুবক। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। দিঘা থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হোটেলের দুই কর্মচারীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে কী কারণে যুবকের মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ধনধান্য অডিটোরিয়ামে জেআইএস এডুকেশন এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী, জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার তরণজিৎ সিং, জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর সর্দার হরনজিৎ সিং এবং ডিরেক্টর সর্দার সিমারপ্রীত সিং।

বাড়ির সামনে পাকিস্তানের পতাকা আটক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৩ জুন— দুর্গাপুরের রায়ডাঙা কলোনিতে মঙ্গলবার সকালে একটি পতাকাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর বাড়ির সামনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার মতো দেখতে একটি পতাকা টাঙানো ছিল। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মুহূর্তের মধ্যেই বহু মানুষ ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকওভেন থানার পুলিশ। পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়ডাঙা কলোনির বাসিন্দা আশরাফ আলি বিদ্যুৎ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। মঙ্গলবার সকালে তাঁর বাড়ির সামনে একটি পতাকা দেখতে পান প্রতিবেশীরা। স্থানীয়দের দাবি, সেটি পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানান। এক সময় এলাকায় পাকিস্তান মুর্দাবাদ স্লোগানও ওঠে।

স্থানীয় বাসিন্দা অর্পিতা হালদারের দাবি, সকালে পতাকাটি নজরে আসার পরই তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। তাঁর অভিযোগ, এর আগেও আশরাফ আলির সামাজিক মাধ্যমের কিছু পোস্ট নিয়ে এলাকায় প্রশ্ন উঠেছিল। তবে প্রশাসনের তদন্তের উপরই তাঁদের আস্থা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। নিরাপত্তার স্বার্থে আশরাফকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এলাকায় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আশরাফ। তাঁর দাবি, তিনি জানতেন না যে সেটি পাকিস্তানের পতাকা। চাঁদ-তারার প্রতীক দেখে সেটি ব্যবহার করেছিলেন বলে তাঁর বক্তব্য। পাশাপাশি, সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা পোস্টগুলিও মূলত ফরোয়ার্ড করা ছিল এবং এর পিছনে কোনও দেশবিরোধী উদ্দেশ্য ছিল না বলেই দাবি তাঁর।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া পতাকাটি আদৌ পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা কি না, কীভাবে সেটি ওই বাড়ির সামনে এল এবং এর পিছনে কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিকল্পনা ছিল কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এজন্য আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার জেরে এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। তদন্তের পরই প্রকৃত সত্য সামনে আসবে বলে মনে করছে পুলিশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম পদবি পরিবর্তন

IT IS notified that I, Souvik Satapathy, have lost my original 12th (ISC) Pass Certificate / Marksheet and Migration Certificate issued by the Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE), Index number: 2265125/016 for the exam year 2026 and Character Certificate issued by St. Xavier's Collegiate School, 30 Mother Teresa Sarani, Kolkata-700016. If found, please return to Flat No. B5, 99 Rashbehari Avenue, Park View Apartment, Kolkata-700029 or contact: 9088078910.

All Advertisements are carried Free of cost on our website https:// epaper. thestatesman. com

পাবলিক নোটিশ

বেঙ্গল ল্যাম্পস লিমিটেড
CIN U31501WB1932PLC007325
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩৭ প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোড, কলকাতা ৭০০০৩২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার, ১৪ই জুলাই ২০২৬ থেকে ২১শে জুলাই ২০২৬ (উভয় দিন সমেত) কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভার জন্য বন্ধ থাকবে, যেটি জুলাই ২১, ২০২৬ তারিখে নেহরু চিল্ড্রেন্স মিউজিয়াম, ৯৪/১, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০০২০-এ অনুষ্ঠিত হবে।

আদেশানুসারে
সতী চ্যাটার্জি
তারিখ : ২৮.০৫.২০২৬ ডিরেক্টর (DIN 00850219)

দৈনিক স্টেটসম্যান

দৈনিক স্টেটসম্যানে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে বিজ্ঞাপনদাতাদের দাবি অথবা প্রতিশ্রুতির বিষয়ে দ্য স্টেটসম্যান গ্রুপ প্রকাশনার মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীদের কোনও দায় নেই। পাঠকদের জানানো হচ্ছে, বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁদের আর্থিক বা অন্য কোনও ক্ষতির দায় সম্পূর্ণ তাঁদের এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের উপর বর্তাবে, প্রকাশনার উপর নয়।

কলকাতায় বিধান শিশু উদ্যানের সদস্যদের 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' পালন।

শিলিগুড়ি পুরনিগম ভাঙার পর প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন আর বিমলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুন— শিলিগুড়ি পুরনিগমের পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আর বিমলা। মঙ্গলবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পুরনিগমের কার্যালয়ে এসে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু করেন। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আর বিমলার উপরই আপাতত শিলিগুড়ি শহরের নাগরিক পরিষেবা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে রাজ্য সরকার।

দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি জানান, বর্ষার সময়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমা ও নিকাশি সমস্যার সমাধান করাই তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার। সম্প্রতি ভারী বৃষ্টিতে শহরের একাধিক ওয়ার্ডে জল জমে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করা

হয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, নাগরিক পরিষেবা যাতে কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

নতুন প্রশাসককে স্বাগত জানাতে এদিন পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনী রায়, বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক এবং বিজেপির সমন্বয়করা উপস্থিত ছিলেন। পরে বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের নেতৃত্বে বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল প্রশাসকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে শহরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।

অমিত জৈন বলেন, শহরের জল জমা, রাস্তাঘাটের অবস্থা এবং নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে প্রশাসকের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, অভিজ্ঞ প্রশাসক হিসেবে আর. বিমলা শিলিগুড়ির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

উল্লেখ্য, মেয়র গৌতম দেবের পদত্যাগের পর শিলিগুড়ি পুরনিগমের পুরবোর্ড ভেঙে যায়। প্রশাসনিক কাজকর্ম নির্বিঘ্ন রাখতে রাজ্য সরকার প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণের পর শহরবাসীর আশা, দীর্ঘদিনের জল জমা, নিকাশি ও পরিকাঠামোগত সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে এবং শিলিগুড়ির নাগরিক পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে।

মেসি কাণ্ডে হাইকোর্টে আপাতত স্বস্তিতে অরূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি— যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসির সফর ঘিরে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় আপাতত স্বস্তি পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ যে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছিল, তাতে এখনই হস্তক্ষেপ করল না ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে আপাতত সেই রক্ষাকবচ বহাল থাকছে।

এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত শতুদ্র দত্ত একেক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেছিলেন। তাঁর আইনজীবীর দাবি, অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কার্যকর পদক্ষেপ করছে না। তবে অরূপের পক্ষে আইনজীবী কিশোর দত্ত মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন এবং অভিযোগকারীর তদন্তে হস্তক্ষেপের অধিকার নেই বলে আদালতে জানান।

শুনানির সময় আদালত জানতে চায়, অরূপ বিশ্বাস তদন্তে সহযোগিতা করছেন কি না। রাজ্যের আইনজীবী জানান, তিনি নিয়মিত তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে হাজিরা দিচ্ছেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করছেন। এরপরই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয় আগামী ২ জুলাই।

উল্লেখ্য, গত বছর ফুটবল তারকা মেসির কলকাতা সফরের সময় যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, অতিরিক্ত ভিড় ও নিরাপত্তা সমস্যার কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন মেসি। সেই ঘটনায় প্রথমে গ্রেপ্তার হন আয়োজক শতুদ্র দত্ত। পরে অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের হয়। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ ইতিমধ্যেই অরূপকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছে। ফলে আপাতত গ্রেপ্তারের আশঙ্কা থেকে স্বস্তিতেই রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

পুরসভার ২১৭টি স্কুলেও এবার ইসকনের মিড-ডে মিল, শুরু প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি— স্কুলের পড়ুয়াদের আরও পুষ্টিকর খাবার দিতে ইসকনের সঙ্গে হাত মেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এই ঘোষণা করেন। কলকাতা পুর এলাকার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের গুণমান ও পুষ্টিগুণ বাড়াতে ইসকনের সহযোগিতা নেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিল খাতে মাথাপিছু বরাদ্দ ৬.৭৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ টাকা করা হয়েছে। তবে উচ্চ প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ অপরিবর্তিত রেখে ১০.৭১ টাকাই রাখা হয়েছে।

কলকাতা পুরসভার অধীনে প্রাথমিক (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) ও উচ্চ প্রাথমিক (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি) স্কুল চালু রয়েছে। এক সময়ে পুরসভার অধীনে ছিল ২৭২টি স্কুল। পরে তা কমে ২৬৩-তে দাঁড়ায়। বর্তমানে সক্রিয় স্কুলের সংখ্যা ২১৭। এই স্কুলগুলিতেও চালু হচ্ছে এই প্রকল্প। বাজেটে ঘোষণার পরেই এ নিয়ে পুরসভায় শুরু হয়ে গিয়েছে প্রাথমিক প্রস্তুতি। সূত্রের খবর, আগামী ১ থেকে ২ মাসের মধ্যে ইসকন কলকাতার স্কুলগুলিতে পরিদর্শনে যাবে। আর তার মধ্যেই নিজেদের পরিকাঠামো গড়ে তুলছে ইসকন। মিড-ডে মিল প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রাঁধুনি ও সহায়কদের জন্যও সুখবর দিয়েছে সরকার। তাঁদের মাসিক ভাতা ১ হাজার টাকা বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে।

শুধু খাবারের মানোন্নয়ন নয়, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ওয়াটার পিউরিফায়ার বসানো এবং তার ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি সব প্রাথমিক স্কুলে পাখা লাগানোর কাজকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে ২১৭ টি স্কুলের মধ্যে ৬৭টি ইংরেজি মাধ্যম, ৭০টি বাংলা মাধ্যম, ৩৮টি হিন্দি মাধ্যম, ৪১টি উর্দু মাধ্যম, একটি ওড়িয়া মাধ্যম স্কুল এবং ৬৫টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। মোট পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার। শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৬০০। হিন্দি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষক ৯৫ জন।

পদত্যাগের মিছিলে অচল পাহাড়ের প্রশাসনিক কাঠামো

একসঙ্গে ১৫ জন সদস্য পদ ছাড়ায় সঙ্কটে জিটিএ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দার্জিলিং, ২৩ জুন— গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো পাহাড়ের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। রাজ্যে পালাবদলের পর তার বিরাট প্রভাব পড়েছে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে। জিটিএ প্রধান অনীত থাপার পদত্যাগের পর থেকেই কার্যত ভিত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে জিটিএ-র। সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন ১৫ জন সদস্য। একসঙ্গে এই ১৫ জন সভা সদস্যের গণপদত্যাগ এবং দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ পাহাড়ের প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে কার্যত অচল করে দিয়েছে।

সম্প্রতি এই পদত্যাগের তালিকায় রয়েছে, উদয় দেওয়ান (সুখিয়া-মানেভঞ্জন), রাজেশ চৌহান (রাংবুল-ধোত্রিয়া), লাকপা নামগেল ভুটিয়া (রঙ্গো-তোড়ে-জলঢাকা), কমল সুব্বা (পেডং), মাইলশ রাই (মিরিক-থুরবো-ডুপটিন), সেনোরা নামচু (চিবো-তাশিডিং), মণি প্রসাদ রাই (তাকলিং-পেশক), নুরি শেরপা (টুং-সেন্ট মেরিস), বিকাশ রাই (হোমস-ভালুখপ), দাওয়া তেঞ্জি শেরপা (আলগাড়া-দালাপচাঁদ), কুমার শর্মা (লাভা-লিংসায়) এবং পরেশ তির্কি (সুকনা-পানিঘাটা)। রয়েছেন নর্ডেন শেরপা, হেমন্ত রাই এবং ৪ নম্বর সমষ্টির লাকপা নামগেল ভুটিয়াও।

এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনীত থাপা জানিয়েছেন যে, সমাজমাধ্যমে পদত্যাগের কথা

জানলেও নিয়ম মেনে তিনি এখনও কোনো পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি। তিনি দাবি করেছেন, একটি শৃঙ্খলাপরায়ণ রাজনৈতিক দলের প্রক্রিয়া মেনে ইস্তফা দিতে হয়, যা এখানে মানা হয়নি। এর পাশাপাশি অনীত থাপা জানিয়েছেন, বর্তমান সময়ে বিজেপির সংকল্প পূরণের সময় এসেছে এবং তিনি মনে করেন এই সময়ে নিজের আসন ত্যাগ করাই পাহাড়ের স্বার্থে সঠিক সিদ্ধান্ত। অনীত বলেন, 'আমরা একটি সুশৃঙ্খল দল, তাই নিয়োগের মতোই পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া রয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'পাহাড়ের স্বার্থে রাজু বিস্তার কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং জাতিগত দাবির স্বার্থে তাঁদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে।'

অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ডস এই পদত্যাগগুলোকে তীব্র কটাক্ষ করে জানিয়েছেন যে, এটি আসলে দুর্নীতির তদন্ত থেকে বাঁচার এক পরিকল্পিত নাটক মাত্র। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, যারা এতদিন জিটিএ-র তহবিল তছরুপ করেছেন, তাঁরা এখন নিজেদের গোর্খাল্যান্ড প্রেমী হিসেবে সাজানোর চেষ্টা করছেন। এডওয়ার্ডসের দাবি, জিটিএ-র দুর্নীতির তদন্ত হওয়ার ভয় থেকেই এই সদস্যরা তাড়াহুড়ো করে পদত্যাগ করছেন। এছাড়া, জিটিএ-তে যাঁরা দুর্নীতি করেননি তাঁদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন তিনি।

পাহাড়ের এই জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জিটিএ-র ভবিষ্যৎ এখন কার্যত অন্ধকারের মুখে। বিজেপির সংকল্প পূরণ এবং অন্যদিকে দুর্নীতি নিয়ে বিরোধী দলের তীব্র আক্রমণের মাঝে প্রশাসনিক কাজকর্ম স্তিমিত হয়ে পড়ায় পাহাড়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভবিষ্যৎ এখন বড় প্রশ্নের মুখে।

কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে নেচার ডিসকভারি পার্কের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, দিলীপ ঘোষ প্রমুখ।

বলিদান দিবসে কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর।

বিধানসভায় পিএসি-সহ চারটি কমিটির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজ্যের বিধানসভার ইতিহাসে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী শিবিরে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিভাজন, নেতৃত্ব নিয়ে টানাপোড়েন এবং আইনি জটিলতার আবহে এবার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-সহ চারটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন হবে ভোটাভুটির মাধ্যমে। আগামী ৫ জুলাই এই নির্বাচন হওয়ার কথা।

বিধানসভা সচিবালয়ের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৩০ জুন পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। ১ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই করা হবে এবং ২ জুলাই বিকেল ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহারের সুযোগ থাকবে। এরপর ৫ জুলাই ভোটগ্রহণ হবে।

সাধারণত বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটিসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটির চেয়ারম্যান পদ বিরোধী দলের জন্য বরাদ্দ থাকে। এতদিন বিরোধী দল নিজেদের মনোনয়নের ভিত্তিতেই চেয়ারম্যান নির্বাচন করত। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। বিধানসভা নির্বাচনের পর বিরোধী আসনে বসা তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে বড়সড় ভাঙন দেখা দেয়। দলের অধিকাংশ বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরে যোগ দেওয়ায় বিরোধী দলনেতার পদ নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি তুলে ঋতব্রত শিবির বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দাবি করে। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সেই দাবির বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে বিচারাধীন। এই পরিস্থিতিতে কোন শিবির প্রকৃত বিরোধী শক্তি, সেই প্রশ্নের প্রভাব পড়েছে বিধানসভার বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচনেও। তাই এবার মনোনয়ন নয়, সরাসরি ভোটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটে অংশ নেবেন বিরোধী শিবিরের মোট ৮৭ জন বিধায়ক, যার মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস, সিপিএম, আইএসএফ এবং তৃণমূলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যরা। প্রতিটি কমিটিতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ২০।

পিএসি চেয়ারম্যান পদে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির এগিয়ে রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা। ওই শিবিরের তরফে ফিরহাদ হাকিমের নাম বিবেচনায় রয়েছে বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কাকে প্রার্থী করবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সব মিলিয়ে, বিধানসভার ইতিহাসে এই প্রথম একসঙ্গে চারটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন ভোটাভুটির মাধ্যমে হতে চলেছে।

হলদিয়া বন্দরে হবে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি— পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া বন্দরে অভিবাসন পরীক্ষাকেন্দ্র বা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ২২ জুন জারি হওয়া গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্ট, ২০২৫-এর আওতায় হলদিয়াকে দেশের ৪১তম সমুদ্রবন্দর ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক জাহাজে কর্মরত বিদেশি নাবিক ও যাত্রীরা প্রয়োজনীয় পাসপোর্ট-ভিসা যাচাইয়ের মাধ্যমে বন্দরে প্রবেশের অনুমতি পাবেন। এতদিন এই সুবিধা ছিল না। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত হলদিয়া বন্দর পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করা এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক যোগাযোগ আরও সহজ করতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

দুধিয়ায় বালাসনের উপর বেইলি ব্রিজ বানাবে সেনা

পাহাড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার হাল ফেরাতে বৈঠকে পূর্তসচিব

নিজস্ব সংবাদদাতা,দার্জিলিং, ২৩ জুন— দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য প্রশাসন। মঙ্গলবার রাজ্যের পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্যের নেতৃত্বে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পাহাড়ের বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্পের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জিটিএ-র প্রধান সচিব তথা দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকের, সাংসদ রাজু বিস্তা, পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক এবং জাতীয় সড়ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা।

বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দুধিয়ার বালাসন নদীর উপর অবস্থিত সেতু। গত বছরের অক্টোবর মাসে ভয়াবহ ধসে সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ চললেও সম্প্রতি প্রবল বর্ষণের জেরে অস্থায়ী সেতুটিও ভেসে যায়। ফলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের যাতায়াতে চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারতীয় সেনার সহযোগিতায় আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি বেইলি ব্রিজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে আপাতত যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটাই স্বাভাবিক হবে বলে প্রশাসনের আশা।

পাহাড়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির মধ্যে রোহিনী-কার্শিয়াং সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও পরিবর্তন করা হয়েছে। এতদিন এই রাস্তার দায়িত্ব ছিল জিটিএ-র হাতে। এবার তা রাজ্য পূর্ত দপ্তরের অধীনে আনা হচ্ছে। প্রশাসনের মতে, এর ফলে প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা পাওয়া সহজ হবে এবং রাস্তার সংস্কার ও উন্নয়ন দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে।

যানজট কমাতে ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক করতে একাধিক নতুন প্রকল্পের কথাও বৈঠকে উঠে আসে। শিলিগুড়ি রিং রোড, কালিম্পংয়ের বিকল্প রাস্তা, সোনাদা এলাকায় রাস্তা প্রশস্তকরণ, চিমনি থেকে ঘুম পর্যন্ত পুরনো মিলিটারি রোড সংস্কার এবং আম্বোটিয়া ও গ্যামন ব্রিজ হয়ে কার্শিয়াং-শিলিগুড়ি নতুন সংযোগ পথ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে বিকল্প রাস্তার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে প্রযুক্তিগত সমীক্ষা চালানো হচ্ছে।

সাংসদ রাজু বিস্তা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় তহবিলের আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে যৌথ সমীক্ষা দল গঠন করা হবে। তাঁর মতে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, তা পাহাড়ের অর্থনীতি, পর্যটন এবং জনজীবনে দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পাহাড়বাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে এই উদ্যোগ নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

চোখের চিকিৎসা

বিদেশ যেতে চেয়ে আদালতে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি— চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানি হতে পারে বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, চিকিৎসার প্রয়োজনে সাত দিনের জন্য বিদেশ যেতে চান অভিষেক। যদিও তাঁর বিদেশযাত্রার উপর কোনও সরাসরি নিষেধাজ্ঞা নেই, তবে একাধিক বিচারাধীন মামলায় তাঁর নাম থাকায় তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করার নির্দেশ রয়েছে। সেই কারণেই আদালতের অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় ফেরার পথে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দুর্ঘটনায় তাঁর চোখের নীচে চোট লাগে। পরে বিদেশে চিকিৎসা করাতে হয়েছিল তাঁকে। বর্তমান আবেদন সেই চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনেই করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দিঘায় জোরদার করা হচ্ছে পর্যটক নিরাপত্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৩ জুন— রথযাত্রার আগে দিঘায় পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। সম্প্রতি দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমুদ্রসৈকতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বৈঠকে দিঘার পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের পাশাপাশি নুলিয়াদের সংখ্যা বাড়ানো এবং তাদের বেতন বৃদ্ধি কথা ঘোষনা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশের পরেই তৎপর হয়ে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ।

বর্তমানে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের অধীনে ৬৩ জন নুলিয়া কর্মরত রয়েছেন। প্রশাসনের মতে, দীর্ঘ সমুদ্র উপকূলে নজরদারির জন্য এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়। তাই নুলিয়ার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করার উদ্যোগ

বাড়নো হবে নুলিয়ার সংখ্যা

নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের জন্য আধুনিক ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে খুব শীঘ্রই নতুন নুলিয়া নিয়োগ করা হবে। পর্যটকদের নিরাপত্তা এবং সমুদ্রে দুর্ঘটনা রোধে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

দিঘায় প্রতিদিন বহু পর্যটক সমুদ্রস্নানে নামেন। অনেক সময় সতর্কতা উপেক্ষা করে গভীর জলে চলে যাওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। সেই পরিস্থিতিতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজ চালান নুলিয়ারা। দীর্ঘদিন ধরে কম পারিশ্রমিকে এই দায়িত্ব পালন করলেও এবার তাঁদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে।

নুলিয়াদের একাংশ মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, সরকারের এই সিদ্ধান্ত তাঁদের কাজের প্রতি উৎসাহ আরও বাড়াবে। কাঁথির মহকুমা শাসক ধুমাল প্রতীক অশোক জানিয়েছেন, বর্তমানে কর্মরত নুলিয়াদের প্রশিক্ষণ চলছে এবং খুব শীঘ্রই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু হবে। ফলে রথযাত্রা ও পর্যটনের মরসুমে দিঘার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে বলে প্রশাসনের আশা।

HDFC BANK

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

শাখা : ৪, ম্যাঙ্গো লেন, ৬ষ্ঠ তল, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণী, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : (০৩৩)-৬৬০৮-৬২৩৪ CIN L65920MH1994PLC080618 ওয়েবসাইট : www.hdfcbank.com

অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('উক্ত অ্যাক্ট')-এর অধীনে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২) তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড** (পূর্বতন এইচডিএফসি লিমিটেড যেটি ১৭ই মার্চ ২০২৩ তারিখে মহামান্য এনসিএলটি-মুম্বইয়ের জারি করা আদেশবলে অনুমোদিত স্কিম অফ অ্যামালগামেশন-এর কারণে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সঙ্গে অ্যামালগামেটেড হয়েছে) **(এইচডিএফসি)**-এর অনুমোদিত অফিসার, উক্ত বিজ্ঞপ্তির/বিজ্ঞপ্তিসমূহের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো প্রযোজ্য হারে উক্ত পরিমাণে ধার্য সুদ সমেত সংশ্লিষ্ট নামের বিপক্ষে, পেমেন্টের এবং/বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক ব্যয়, কস্ট, চার্জসমূহ ইত্যাদি সহ উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধের আহ্বান জানিয়ে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি(গণ)কে উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন।

ক্রঃ নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর নাম	বকেয়া পরিমাণ	ডিমান্ড নোটিসের তারিখ	অধিগ্রহণের তারিখ	স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)/সিকিওরড্ অ্যাসেট(সমূহ)-এর বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা :** মি. সঞ্জীব বণিক **সহ-ঋণগ্রহীতা :** মিসেস শর্মিষ্ঠা বণিক	৩১.১২.২০২৫ তারিখে ১৫,২৭,৪৪৬ টাকা	১৬.০১.২০২৬	১৮.০৬.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	সেল্ফ-কন্টেনড্ ২৭ বছরের পুরনো লিফ্ট ছাড়া আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি নামিত সম্পত্তি যার পরিমাপ কমবেশি ৫৯৭ বর্গফুট (৫৫.৪৬ বর্গমিটার) যার সমতুল কার্পেট এরিয়া কমবেশি ৪৪৮ বর্গফুট (৪১.৬২ বর্গমিটার), "মঞ্জুরি অ্যাপার্টমেন্ট" নামকবি বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলে, যে জমিতে নির্মিত তার পরিমাপ প্রায় ৪ কাঠা, ৭ ছটাক এবং ২৬ বর্গফুট (২.৪১ বর্গমিটার), যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মৌজা জ্যাংড়া, জে.এল. নং ১৬, আর.এস. নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, সি.এস. খতিয়ান নং ২৩৯/২৩৮, আর.এস. খতিয়ান নং ১০২৮, সি.এস. দাগ নং ১৭১, আর.এস. দাগ নং ২১০, ওয়ার্ড নং ১৪-এর সীমার অন্তর্গত, হোল্ডিং নং ২৩৪, নতুন হোল্ডিং নং ব্লক-১, ৪১১, ৫০, জ্যাংড়া, কৃষ্ণপুর, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার অন্তর্গত, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার বিধাননগর, থানা-রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, জ্যাংড়া, রবীন্দ্র পল্লী, কলকাতা-৭০০০৫৯ এবং এক্সাড়াও বিল্ডিংয়ের জমিতে আনুপাতিক অংশ এবং বা আগ্রহ যার অ্যাসেসি নম্বর ২০০৩৩১৬৭৯৭৯ তৎসহ সকল ইজমেন্ট এবং কোয়াসি-ইজমেন্ট রাইট (আলোচ্য সম্পত্তি)। পরিসরের চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ : উত্তরে : শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর জমি ও বিল্ডিং, দক্ষিণে : ক্যানাল সাইড রোড (২০ ফুট), পশ্চিমে : সি.এস. দাগ নং ১৭০ ও ১৭৪-এর জমি, পূর্বে : শ্রী এস.আর. সিংহ রায়ের জমি বিল্ডিং।
২.	**ঋণগ্রহীতা :** মি. মিঠু সিং **সহ-ঋণগ্রহীতা :** মিসেস রীতু সিং	৩১.১২.২০২৫ তারিখে ২৪,৬৩,১০৫ টাকা	১৬.০১.২০২৬	১৮.০৬.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪এ-র সমগ্র অংশ, ৫ম তলে, "যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট" নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের পূর্ব উত্তর দিকে, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি প্রায় ১১০৬ বর্গফুট (আনুমানিক ১০২.৭৮৯১০ বর্গমিটার) তৎসহ একত্রে সামান্য কমবেশি প্রায় ৪ কাঠা ২ ছটাক ০০ বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৭/০৬, ২৭/এ/এস/১১৪ এখন অ্যামালগামেটেড হোল্ডিং নং ২৭/৬, ব্লক-জেআর, প্রেমিসেস নং এফ/এন-৭/২, জ্যাংড়া দক্ষিণ মাঠ, যার অধীনে মৌজা-জ্যাংড়া, জে.এল. নং ১৬, রে.সা. নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, যার সন্নিহিত সি.এস. দাগ নং ১৫৫৭, ১৫৫৯, আর.এস. দাগ নং ১৬০৮, ১৬১০, এল.আর. দাগ নং ৪৪৫১ ও ৪৪৪৫, যা সম্বলিত সি.এস. খতিয়ান নং ১১৪ ও ৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ১১২, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৬৪৭, ৪৬৪৮, ৪৬৪৯, ৪৬৫০, ৪৬৫১, ৪৬৪০, দক্ষিণ রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার এখন যেটি বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নামে পরিচিত, স্থানীয় সীমার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ১৫ (পুরনো ২১), রাজারহাটে এ.ডি.এস.আর.ও.-র অধিক্ষেত্রে, বাগুইআটি থানার অধীনে, পূর্বে রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, কলকাতা-৭০০১৫৯, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ : উত্তরে : মৃণালকান্তি ঘোষ এবং তপা গুহ, দক্ষিণে : ননীবালা চক্রবর্তী, পূর্বে : গোপাল মণ্ডলের জমি এবং ১০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে : ননীবালা চক্রবর্তী এবং বলরাম কুতনিয়ার জমি।
৩.	**ঋণগ্রহীতা :** মি. প্রদীপ কুমার পাত্র **সহ-ঋণগ্রহীতা :** মিসেস সুমতি পাত্র	৩১.১২.২০২৫ তারিখে ১১,৩৮,৪৬৮ টাকা	১৬.০১.২০২৬	১৮.০৬.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩বি-এর সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশে নামিত সম্পত্তি যার পরিমাপ কমবেশি ৯০০ বর্গফুট (৮৩.৬১ বর্গমিটার) (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), চারতলা (জি+৩) বিল্ডিংয়ের পূর্ব-দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে ৪র্থ তলে, তৎসহ একত্রে জমির আনুপাতিক অংশ এবং সেখানে স্থিত নির্মাণ, "বাগান" জমিতে নির্মিত বিল্ডিং যার পরিমাপ কমবেশি ৩ কাঠা, ০ ছটাক ৫ বর্গফুট (০.৪৬ বর্গমিটার)। যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মৌজা জ্যাংড়া, জে.এল. নং ১৬, আর.এস. নং ১১৪, যা সম্বলিত আর.এস. দাগ নং ৩৯৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৩১৬, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার অন্তর্গত যার প্রেমিসেস নং আই/এইচ/১০/১২, অশ্বিনীনগর, পুবালি, জ্যাংড়া, থানা বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০১৫৯, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় (আলোচ্য সম্পত্তি)। আবাসিক ইউনিটের চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো : উত্তরে : শ্রী দুলাল সেনাপতির ফ্ল্যাট, দক্ষিণে : কৃষ্ণ কুঞ্জর বাড়ি। পশ্চিমে : আর.এস. দাগ নং ৩৯৫-এর অংশবিশেষ, পূর্বে : ৮'-০" চওড়া রোডওয়েজ।
৪.	**ঋণগ্রহীতা :** মিসেস শর্মিষ্ঠা দেবনাথ **সহ-ঋণগ্রহীতা :** মি. মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ	৩১.১০.২০২৫ তারিখে ৩৬,১১,৫৫৭.৬৫ টাকা	১৩.১১.২০২৫	১৮.০৬.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	আবাসিক সম্পত্তির সমগ্র অংশ যাতে রয়েছে ফ্ল্যাট নং 'এ', ২য় তলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ সামান্য কমবেশি প্রায় ৯০০ বর্গফুট (৮৩.৬৪ বর্গমিটার আনুমানিক) তৎসহ একত্রে একতলায় দক্ষিণ পূর্ব দিকে একটি আচ্ছাদিত কার পার্কিং স্পেস যার পরিমাপ ১৩০ বর্গফুট (১২.০৮ বর্গমিটার আনুমানিক), জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ে তৎসমেত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে প্রেমিসেস নং ২৭৯, পুটিয়ারি ব্যানার্জিপাড়া রোড, মৌজা-পশ্চিম পুটিয়ারি, জে.এল. নং ২৬, আর.এস. নং ২৭৫, তৌজি নং ১৮, যার সংলগ্ন দাগ নং ১১৯/১৪৪৬ যার সন্নিহিত খতিয়ান নং ৬০৩, কলকাতা পৌরসংস্থার স্থানীয় সীমার অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ১১৫, যার অ্যাসেসি নং ৪১-১১৫-১০-০২৭৮-৩, ঠাকুরপুকুর থানার এখন হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৪১, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ। জমির দ্বারা উক্ত সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো : উত্তরে- নীলিমা ব্যানার্জির বাড়ি, দক্ষিণে - ৮ ফুট ০৪ ইঞ্চি চওড়া কমন প্যাসেজ, পূর্বে - ১৮ ফুট চওড়া পুটিয়ারি ব্যানার্জিপাড়া রোড, পশ্চিমে - পার্থসারথি ব্যানার্জির বাড়ি।

* পেমেন্টের এবং/বা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্যমতো পুনরায় ধার্য সুদ, অর্জিত ইন্সিডেন্টাল এক্সপেন্সেস, কস্টস, চার্জেস ইত্যাদি সমেত।

অবশ্য, যেহেতু উপরিল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/গণ / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি(গণ) উপরোক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তার প্রেক্ষিতে বিশেষ করে উপরিল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/গণ / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি(গণ)কে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে, **এইচডিএফসি**-এর অনুমোদিত অফিসার/গণ উপরোক্ত তারিখে উক্ত রুলের রুল ৮ সহ পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর/তাঁদের ওপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে উপরিবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)/সিকিওরড্ অ্যাসেট(সমূহ)-এর প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে উপরিল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি(গণ)কে এবং জনসাধারণকে উপরিল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) / সিকিওরড্ অ্যাসেট(সমূহ) নিয়ে লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)/সিকিওরড্ অ্যাসেট(সমূহ) নিয়ে এরূপ কোনও লেনদেন করা হলে তা **এইচডিএফসি**-এর বন্ধকসাপেক্ষে গণ্য করা হবে।

সিকিওরড্ অ্যাসেট/সমূহ রিডিম করতে প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর সংস্থানের প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি(গণ)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

পঞ্চনামার এবং ইনভেন্ট্রির কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং যে কোনও কাজের দিন সাধারণ কাজের সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে সংশ্লিষ্ট কপি সংগ্রহ করতে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) / আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) / আইনি প্রতিনিধি(গণ)কে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৪.০৬.২০২৬

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর তরফে
স্বাঃ অভীক মুখার্জি / সন্দীপন ভট্টাচার্য
অনুমোদিত অফিসারগণ

রেজিস্টার্ড অফিস : এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল (ওয়েস্ট), মুম্বই-৪০০০১৩

দৈনিক স্টেটসম্যান

৯ আষাঢ় ১৪৩৩ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৩৫৪

উন্নয়নের বাজেট

পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ সালের বাজেটকে নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী অর্থনৈতিক নথি হিসেবে দেখা যেতে পারে। রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট হিসেবে এটি শুধু কিছু ঘোষণা নয়, বরং একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেছে। কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা, পরিকাঠামো এবং বিনিয়োগ— এই চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, তা রাজ্যের অর্থনীতিকে নতুন গতিপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম হল ডিএ বৃদ্ধি। ১৮ শতাংশ থেকে এক ধাক্কায় ৩৮ শতাংশে উন্নীত করা শুধুমাত্র একটি আর্থিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের প্রতিফলন। এই পদক্ষেপ লক্ষাধিক কর্মী ও পেনশনভোগীর হাতে অতিরিক্ত অর্থ পৌঁছে দেবে, যা সরাসরি বাজারে চাহিদা বাড়াবে এবং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। উৎসবের মরশুমের আগে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ায় তার ইতিবাচক প্রভাব আরও বেশি করে অনুভূত হবে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই বাজেট এক নতুন আশার সঞ্চার করেছে। ১ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ, ৫০ হাজার শিক্ষক-অধ্যাপক এবং ২০ হাজার পুলিশ নিয়োগ— সব মিলিয়ে প্রায় ১.৭ লক্ষ চাকরির সুযোগ তৈরি করার পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে সাহসী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বিশেষ করে ৩৩ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা শুধু কর্মসংস্থানই নয়, সামাজিক অন্তর্ভুক্তির দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্যোগ রাজ্যের যুবসমাজের মধ্যে নতুন আস্থা তৈরি করবে।

একই সঙ্গে 'ভরসা কর্মসূচি' চালুর ঘোষণা সরকারের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। শিক্ষিত বেকার যুবকদের মাসিক ভাতা দেওয়া তাদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। এটি শুধু একটি সহায়তা প্রকল্প নয়, বরং একটি সেতুবন্ধন— যেখানে কর্মসংস্থানের অপেক্ষায় থাকা যুবসমাজ সাময়িক স্বস্তি পাবে।

সামাজিক সুরক্ষা খাতে বিপুল বরাদ্দ এই বাজেটের অন্যতম শক্তি। নারী ও শিশু দপ্তরের জন্য ৫২,৩০৮ কোটি টাকা এবং 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র জন্য ৩৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ— এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে সরকার সরাসরি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে চায়। প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে সহায়তা পাওয়া বহু পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং বিশেষ করে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাড়াবে।

পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বাজেটটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছে। কল্যাণীর কাছে নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর, উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলে বিমান পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং একাধিক সড়ক ও সেতু প্রকল্প— এসবই রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলবে। এর ফলে শিল্প ও পর্যটনের সম্ভাবনা বাড়বে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আইআইটি, আইআইএম ও এআইআইএমএস স্থাপনের পরিকল্পনা রাজ্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার মানচিত্রে আরও শক্ত অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর্থিক সহায়তা ও মেধাবৃত্তি চালুর উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও বাজেটটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। পুলিশে ব্যাপক নিয়োগ, মহিলা থানা ও নারী সহায়তা ডেস্ক এবং মহিলা ব্যাটালিয়ন গঠনের পরিকল্পনা— সবই নিরাপদ সমাজ গঠনের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর সঙ্গে 'অ্যান্টি-সিন্ডিকেট' আইন আনার ঘোষণা ব্যবসায়িক পরিবেশকে আরও স্বচ্ছ ও বিনিয়োগবান্ধব করে তুলতে পারে।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন এই বাজেটের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। চাকরিতে সংরক্ষণ, অন্নপূর্ণা যোজনা, মাতৃত্বকালীন সহায়তা এবং ক্লাউড কিচেন পলিসি— সব মিলিয়ে মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার একটি সুসংহত পরিকল্পনা দেখা যায়। এই উদ্যোগগুলি বাস্তবায়িত হলে সমাজে মহিলাদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে।

সব মিলিয়ে, প্রায় ৪.৩৮ লক্ষ কোটি টাকার এই বাজেটটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও উন্নয়নমুখী নথি। এতে তাৎক্ষণিক স্বস্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন— দুই দিকই সমান গুরুত্ব পেয়েছে। ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া সরকারের আত্মবিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির প্রমাণ।

এই বাজেট শুধু বর্তমানের সমস্যার সমাধান নয়, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছে। কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা এবং পরিকাঠামোর উপর ভর করে 'বিকশিত বাংলা'র যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, তা বাস্তবে রূপ পেলে পশ্চিমবঙ্গ নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে।

অতএব, এই বাজেটকে নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক, সাহসী এবং দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রের রাজনীতি

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে আবারও বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা থেকে ছয়জন সাংসদের একযোগে একনাথ শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনায় যোগদান শুধু একটি দলবদল নয়, বরং রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। এই ঘটনাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠে আসছে— দলের আদর্শ, নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে।

২০২২ সালে শিবসেনার ভাঙনের পর থেকেই মহারাষ্ট্রের রাজনীতি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। সেই সময় একনাথ শিন্ডে যে বিদ্রোহ করেছিলেন, তা ছিল মূলত দলীয় আদর্শ ও হিন্দুত্বের প্রশ্নে— এমনটাই তাঁর দাবি। এখন আবার ছয়জন সাংসদের এই যোগদান সেই দাবিকেই যেন নতুন করে সামনে নিয়ে এল। শিন্ডে নিজে এই ঘটনাকে 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এটি ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং জনগণ ও কর্মীদের স্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্ত।

কিন্তু বাস্তবতা কি এতটাই সরল? রাজনীতিতে দলবদলের পেছনে নানা কারণ থাকে— ক্ষমতার সমীকরণ, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা কিংবা নেতৃত্বের প্রতি আস্থার অভাব। এই ছয়জন সাংসদের পদক্ষেপকে শুধু আদর্শগত বলে ব্যাখ্যা করলে হয়তো পুরো সত্য ধরা পড়বে না। বরং এটি একটি বড় রাজনৈতিক প্রবণতার অংশ, যেখানে শক্তিশালী নেতৃত্ব ও ক্ষমতার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ বাড়ছে।

উদ্ধব ঠাকরের জন্য এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি বড় ধাক্কা। একসময় যিনি বালাসাহেব ঠাকরের উত্তরসূরি হিসেবে পুরো দলের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন, আজ তাঁর নেতৃত্ব বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে। দলের ভিতরে ভাঙন, সাংসদদের সরে যাওয়া— এসবই ইঙ্গিত দেয় যে সংগঠনের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন প্রশ্ন হল, তিনি কি এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন, নাকি আরও ভাঙনের মুখে পড়বে তাঁর দল?

অন্যদিকে, একনাথ শিন্ডের অবস্থান ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। তিনি দাবি করছেন যে তাঁর নেতৃত্বাধীন শিবসেনাই 'আসল' শিবসেনা। বালাসাহেবের আদর্শ এবং হিন্দুত্বের পথ— এই দুই বিষয়কে সামনে রেখে তিনি নিজের অবস্থানকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ছয়জন সাংসদের যোগদান তাঁর সেই দাবিকে আরও জোরালো করে তুলেছে।

তবে গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের দলবদল সবসময়ই বিতর্কের জন্ম দেয়। ভোটাররা যখন একজন প্রার্থীকে একটি নির্দিষ্ট দল ও আদর্শের ভিত্তিতে নির্বাচিত করেন, তখন সেই প্রতিনিধি যদি মাঝপথে দল পরিবর্তন করেন, তখন নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক দেখা দেয়। এই ঘটনাও দলের অভ্যন্তরে কিছু প্রশ্নকে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল— রাজনীতির ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিনির্ভরতা। দলীয় নীতির চেয়ে অনেক সময় নেতৃত্বের শক্তি ও ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলি ধীরে ধীরে সংগঠনভিত্তিক কাঠামো হারিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে।

মহারাষ্ট্রের বর্তমান পরিস্থিতি তাই শুধুমাত্র একটি রাজ্যের রাজনীতি নয়, বরং গোটা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন। এখানে দেখা যাচ্ছে, কীভাবে ক্ষমতার সমীকরণ দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী রাজনৈতিক নেতারাও নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করছেন।

শেষ পর্যন্ত, এই ঘটনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি থেকেই যায়— রাজনৈতিক নেতারা দল বদল করছেন, নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তাতে যেন সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ও সমস্যাগুলির গুরুত্ব লঘু না হয়ে যায়।

একই সঙ্গে এটাও ঠিক, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং পুনর্গঠন নতুন কিছু নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দল ও নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটতেই পারে। গুরুত্বপূর্ণ হল, এই পরিবর্তনগুলি কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে হচ্ছে এবং তা মানুষের আস্থা বজায় রাখতে পারছে কি না।

এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হল মানুষের বিশ্বাস ধরে রাখা। আদর্শ, সংগঠন এবং নেতৃত্ব— এই তিনটির মধ্যে একটি সুষম সমন্বয় তৈরি করা জরুরি। তবেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী ও স্থিতিশীল হতে পারে। সুতরাং, এই ঘটনাকে একদিকে যেমন রাজনৈতিক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে দেখা যায়, অন্যদিকে এটিকে একটি সুযোগ হিসেবেও ধরা যেতে পারে— যেখানে দলগুলি নিজেদের পুনর্গঠন করে আরও সুসংহত ও জনমুখী হয়ে উঠতে পারে। শেষ পর্যন্ত, গণতন্ত্রের মূল শক্তি তো মানুষের আস্থা— সেই আস্থা অটুট রাখাই সকলের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত।

ইরান-মার্কিন চুক্তি আলোচনা : সংশয় ও অস্থির সমঝোতার রাজনীতি

সৈয়দ হাসমত জালাল

সুইজারল্যান্ডে সাম্প্রতিক আলোচনার পর ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নতুন করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রে উঠে এসেছে। দীর্ঘদিনের শত্রুতা, পারমাণবিক উত্তেজনা, নিষেধাজ্ঞা ও সামরিক সংঘাতের পটভূমিতে এই আলোচনাকে অনেকেই উজ্জ্বল সম্ভাবনা হিসেবে দেখছেন। কিন্তু একইসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠছে— দুই পক্ষের বক্তব্যে মৌলিক অমিল রয়েছে, বিশেষ করে পারমাণবিক সংস্থা পরিদর্শন ও আস্থার প্রশ্নে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এই সংলাপ কি সত্যিই কোনও স্থায়ী সমাধানের দিকে এগোচ্ছে, নাকি এটি কেবল একটি অস্থায়ী রাজনৈতিক সমঝোতা?

আলোচনার পর মার্কিন নেতৃত্বের বক্তব্যে সদর্থক মনোভাবের সুর স্পষ্ট। তাদের দাবি, ইরান নাকি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার পরিদর্শকদের আবার প্রবেশের অনুমতি দিতে সম্মত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটিকে বড় কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে তুলে ধরছে। কারণ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ রয়েছে এবং পরিদর্শনই সেই উদ্বেগ নিরসনের প্রধান উপায়। কিন্তু এই দাবির বিপরীতে ইরানের অবস্থান একেবারেই আলাদা। তেহরান পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে— পারমাণবিক বিষয়টি এখনও আলোচনার মূল পর্যায়ে প্রবেশই করেনি, নতুন কোনও প্রতিশ্রুতিও তারা দেয়নি।

এই দ্বৈত অবস্থান আন্তর্জাতিক কূটনীতির একটি পরিচিত চিত্র। আলোচনার টেবিলে এক কথা, আর দেশের অভ্যন্তরে অন্য বার্তা— এটি বহু সময়েই দেখা যায়। তবে এখানে বিষয়টি আরও জটিল, কারণ এটি কেবল রাজনৈতিক বক্তব্যের পার্থক্য নয়; বরং বাস্তব চুক্তির ভিত্তিই কতটা দৃঢ়, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িক নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবার ইরানকে ডলারে তেল বিক্রির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে ইরানের অর্থনীতির জন্য বড় স্বস্তি। দীর্ঘদিনের অবরোধে তাদের তেল রপ্তানি জটিল নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যা ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এখন সেই বাধা অনেকটাই কমছে। ব্যাঙ্কিং, বীমা ও পরিবহনের পথ খুলে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে ইরানের প্রত্যাবর্তন সহজ হবে।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক ছাড়ের বিনিময়ে কী পাওয়া যাচ্ছে? আমেরিকা বলছে, এর বিনিময়ে ইরানকে কিছু শর্ত মানতে হবে— বিশেষত হরমুজ প্রণালীর নিরাপত্তা ও পরমাণু পরিদর্শকদের প্রবেশাধিকার। অন্যদিকে ইরান এই শর্তগুলিকে সরাসরি স্বীকার করছে না। তারা বলছে, যে কোনও সিদ্ধান্ত তাদের নিজস্ব সাংবিধানিক ও নিরাপত্তা কাঠামোর মধ্য দিয়েই নেওয়া হবে।

এখানেই মূল দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় দ্রুত ফলাফল, যাতে তারা নিজেদের কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে তুলে ধরতে পারে। ইরান চায় ধীরে, নিজের শর্তে এগোতে। এই দুই ভিন্ন গতি ও দৃষ্টিভঙ্গিই আলোচনাকে অনিশ্চিত করে তুলছে।

হরমুজ প্রণালীর প্রসঙ্গটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের একটি বড় অংশের জ্বালানি এই জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। অতীতে একাধিকবার উত্তেজনার কারণে এই পথ বিপদের মুখে পড়েছে। আলোচনায় এই প্রণালি খোলা রাখার বিষয়ে সমঝোতার কথা বলা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ইতিবাচক সংকেত। পাশাপাশি ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির সিদ্ধান্তও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এছাড়া লেবানন প্রসঙ্গে একটি সংঘাত নিরসন কাঠামো তৈরির কথাও উঠে এসেছে। পশ্চিম এশিয়ায় ইরান ও তার মিত্র গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগ রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগকে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার দিকে একটি ছোট পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। তবে বাস্তবে এর কার্যকারিতা কতটা হবে, তা নির্ভর করবে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর।

এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো— আস্থা। ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি ছিল একটি বড় মাইলফলক। কিন্তু ২০১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোর পর ইরানের মধ্যে গভীর অবিশ্বাস তৈরি হয়। তারা মনে করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও চুক্তিই স্থায়ী নয়। ফলে বর্তমান আলোচনায় ইরান অত্যন্ত সতর্ক।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রও ইরানকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে রাজি নয়। তারা চায় কঠোর নজরদারি ও যাচাই প্রক্রিয়া। কারণ পরিদর্শন ছাড়া কোনো চুক্তিই কার্যকর হবে না। এই পারস্পরিক সন্দেহই আলোচনার সবচেয়ে বড় বাধা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনের পরিবর্তনের সঙ্গে নীতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। একইভাবে ইরানেও রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য আলোচনার গতিপথ নির্ধারণ করে। ফলে আন্তর্জাতিক চুক্তি হলেও তা সবসময় স্থায়ী হয় না।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান ৬০ দিনের সময়সীমা একটি পরীক্ষার সময়। এই সময়ের মধ্যে যদি কোনও দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়— বিশেষত পরিদর্শকদের প্রবেশ, পারমাণবিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা কমানোর ক্ষেত্রে— তাহলে একটি বৃহত্তর চুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। কিন্তু যদি এই সময়সীমা পারস্পরিক অভিযোগ ও ব্যাখ্যার দ্বন্দ্বেই কাটে, তাহলে আলোচনার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

সুতরাং মনে হচ্ছে, ইরান ও আমেরিকার সম্পর্ক এখন এক জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে অর্থনৈতিক স্বার্থ ও কূটনৈতিক প্রয়োজন, অন্যদিকে আস্থা সংকট ও রাজনৈতিক বাস্তবতা— এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পাওয়াই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বর্তমান পরিস্থিতি কোনও চূড়ান্ত সমাধানের ইঙ্গিত দিচ্ছে না, বরং একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সূচনা মাত্র। এই প্রক্রিয়া সফল হবে কিনা, তা নির্ভর করবে দুই পক্ষের বাস্তব পদক্ষেপ, পারস্পরিক বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকার ওপর।

শেষ পর্যন্ত এই আলোচনার প্রকৃত মূল্যায়ন হবে কথায় নয়, কাজে। ইরান কি সত্যিই পরিদর্শকদের প্রবেশাধিকার দেবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তরই নির্ধারণ করবে— এই সমঝোতা ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করবে, নাকি আরেকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা হিসেবে থেকে যাবে।

বাংলাদেশের ভারসাম্যের কৌশল: দিল্লি না বেইজিং?

জয়ন্ত রায়চৌধুরী

সোমবার রাতে চিনের বন্দর শহর দালিয়ানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে যে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তা শুধু কূটনৈতিক সৌজন্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়— এর মধ্যে আরও গভীর তাৎপর্য রয়েছে।

চিন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার এবং উন্নয়ন তহবিলেরও প্রধান উৎস। এই সফরে রহমান একাধিক প্রকল্পের চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে জে-১৭ যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়েও আলোচনা হতে পারে।

এই সফরের পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে রহমানের প্রথম গন্তব্য হয় কুয়ালালামপুর, তারপর দালিয়ানে একটি সম্মেলনে যোগ দিয়ে পরে বেইজিংয়ে গিয়ে মূল আলোচনা করেন। এর ফলে দিল্লিকে অস্বস্তিতে না ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, কারণ ভারতও তাকে সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রকের পূর্ব সচিব রিভা গাঙ্গুলি দাস ইউএনআইকে জানান, 'এই সফরে চিন কী ধরনের কূটনৈতিক বার্তা দেয় এবং প্রধানমন্ত্রী রহমান চিনের প্রধানমন্ত্রী লি ছিয়াং ও রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে কী আলোচনা করেন— সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হবে।' তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই বছরের শেষের দিকে দিল্লিও সফর করতে পারেন।

কূটনীতিকদের মতে, এই সফরের ক্রম শুধু দিল্লি ও বেইজিংয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নয়, বরং 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতিকে আরও জোরদার করার জন্য। এই নীতির মাধ্যমে ঢাকা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়, কোনও একক শক্তির সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়তে চায় না।

তবে শুধু প্রতীকী দিক নয়, এই সফরের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও কৌশলগত কারণও রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরাসরি চিনা বিনিয়োগ হিসেবে ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পেতে চায়। পাশাপাশি ৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি প্রকল্প এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে, যেগুলিতে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মতো চিন-সমর্থিত সংস্থাগুলি জড়িত।

চিনের সঙ্গে আলোচনাধীন প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা ও পুনর্গঠন প্রকল্প, মংলা বন্দর সম্প্রসারণ (যা আগে ভারত আধুনিকীকরণ করেছিল) এবং চট্টগ্রামের কাছে আনোয়ারায় একটি চিনা অর্থনৈতিক ও শিল্পাঞ্চল।

এই শিল্পাঞ্চলে রাস্তা, বন্দর, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবা তৈরি করা হবে, পাশাপাশি বহুতল কারখানা গড়ে তোলা হবে। সম্পূর্ণ হলে আনোয়ারা শিল্পাঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের একটি বড় উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

চিন ইতিমধ্যেই চট্টগ্রামের কাছে বাংলাদেশের জন্য একটি নৌঘাঁটি তৈরি করেছে। এখন তারা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর মংলাতেও প্রবেশ করতে চায়, কারণ চিনের তৈরি পায়রা বন্দর জলগত সমস্যার কারণে সফল হয়নি।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, বঙ্গোপসাগরের দুই গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে বিনিয়োগের মাধ্যমে চিন এই অঞ্চলে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

এই সফরে প্রায় এক ডজন চুক্তি হতে পারে, যার মধ্যে থাকবে বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, ব্যাঙ্কিং সহযোগিতা এবং সম্ভবত মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা। এই পদক্ষেপগুলি চিনের বৃহত্তর লক্ষ্য—রেনমিনবিকে আন্তর্জাতিক স্তরে শক্তিশালী করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীর করা— এর সঙ্গে মিল রয়েছে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অর্থনৈতিক নাও হতে পারে। জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশ প্রায় ২.২ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে ২০টি চিনা জে-১০সিই যুদ্ধবিমান কেনার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই চুক্তি হলে তা বহু দশকের মধ্যে বাংলাদেশের বিমানবাহিনীর সবচেয়ে বড় আধুনিকীকরণ হবে এবং পাকিস্তানের পর দক্ষিণ এশিয়ায় এই বিমান ব্যবহারকারী দ্বিতীয় দেশ হবে বাংলাদেশ।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ কর্মকর্তারা প্রশ্ন তুলেছেন, 'বাংলাদেশ কেন এত ব্যয়বহুল যুদ্ধবিমান কিনতে চায়, যখন তার কোনও দেশের কাছ থেকেই সামরিক হুমকি নেই— বিশেষ করে ভারতের কাছ থেকে নয়?'

তবে তাঁরা বলেন, আধুনিক রাডার ব্যবস্থার মাধ্যমে জে-১৭ বা একই ধরনের চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধবিমানের প্রতিটি চলাচল নজরে রাখা সম্ভব। 'তবুও এই ক্রয় চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়াবে,' কর্মকর্তারা জানান।

বাংলাদেশ ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিলিগুড়ি করিডরের পাশে অবস্থিত— এটি মূল ভারতের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংযোগকারী সরু ভূখণ্ড।

এই সংবেদনশীল অঞ্চলের কাছে চিনা প্রযুক্তির আধুনিক যুদ্ধবিমান মোতায়েন হওয়া এবং চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগিতা ভারতের নিরাপত্তা মহলে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

২০২৪ সালে শেখ হাসিনার ক্ষমতা ছাড়ার পর বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কিছুটা শীতল হয়েছে। বাণিজ্য, ভিসা, প্রত্যর্পণ এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে মতভেদ তৈরি হয়েছে, যা হাসিনা আমলে তেমন ছিল না।

তবে ভারত ও বাংলাদেশের কূটনীতিকরা আশা করছেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দুই দেশের সম্পর্ক আবার উন্নতির দিকে যাবে।

কিন্তু ইতিহাস বেগম খালেদা জিয়ার আমলের কথাও মনে করিয়ে দেয়, যখন দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে নেমে গিয়েছিল এবং ভারত অভিযোগ করেছিল যে, বাংলাদেশের মাটিতে জঙ্গি সংগঠন ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিদ্রোহীরা আশ্রয় পাচ্ছে।

তাই তারেক রহমানের সামনে চ্যালেঞ্জ শুধু বিনিয়োগ আনা নয়, বরং চিনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক যেন সরাসরি কৌশলগত জোটে পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের নেতৃত্ব খুব ভালো করেই জানে যে, দেশের উন্নতি নির্ভর করে চিন ও ভারতের সঙ্গে সমানভাবে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার ওপর। চিন উন্নয়নের অর্থ ও পরিকাঠামোর বড় উৎস, আর ভারত ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ, বাণিজ্য ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রথম বিদেশ সফরের সাফল্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে বেইজিংয়ে কতগুলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হল তার ওপর নয়, বরং ঢাকা কতটা সফলভাবে চিন ও ভারত— দুই পক্ষকেই বোঝাতে পারে যে, একটির সঙ্গে সম্পর্ক অন্যটির ক্ষতির বিনিময়ে নয়।

সবিনয় নিবেদন

কালো দিন ও তার সূত্রপাত

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আমবাগানে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতন কেবল বাংলার স্বাধীনতা হরণ করেনি, বরং সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্যে এঁকে দিয়েছিল দ্বিশতাব্দীর পরাধীনতার কৃষ্ণতিলক। পলাশীর যুদ্ধ কোনও সাধারণ সামরিক সংঘর্ষ ছিল না; এটি ছিল ঘসেটি বেগম, মীর জাফর, জগৎ শেঠ ও রায়দুর্লভদের মতো কায়েমি স্বার্থান্বেষী অভিজাত গোষ্ঠীর চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রের এক সফল মেলবন্ধন। ক্ষমতার অন্ধ লালসা কীভাবে একটি সার্বভৌম জাতিকে অন্ধকারের অতল গহ্বরে ঠেলে দিতে পারে, পলাশী তার নির্মম ঐতিহাসিক দলিল।

অথচ, এই যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলার সাধারণ মানুষ কিংবা সেনানীদের মনে ধর্মের কোনও প্রাচীর ছিল না। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মীর মদন ও মোহন লালের মতো হিন্দু-মুসলিম বীর সেনানীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রাণপণ লড়াই করেছিলেন। ফরাসি গোলন্দাজ সিনফ্রের সহায়তায় তাঁরা যখন ক্লাইভের বাহিনীকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেন, ঠিক তখনই কামানের গোলার আঘাতে মীর মদন শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পর মীরজাফরের কুটিল চক্রান্তে বিভ্রান্ত নবাব যুদ্ধ থামানোর আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেন, যা নিশ্চিত বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে। পরবর্তী সময়ে মীরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ অত্যন্ত নির্মমভাবে সিরাজকে হত্যা করে।

এই পতনের পর ইংরেজরা ভারতীয়দের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভাঙতে 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতি বলবৎ করে। এই কূটচালের আড়ালে চলে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম অর্থনৈতিক নিষ্কাশন। ১৭০০ সালেও বৈশ্বিক জিডিপিতে ভারতের অংশীদারিত্ব ছিল প্রায় ২৭ শতাংশ, যা ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানকালে নেমে দাঁড়ায় মাত্র ৩ শতাংশের নিচে!

ড. উৎসব পটনায়েকের সমীক্ষা অনুযায়ী, ব্রিটিশরা ভারত থেকে প্রায় ৪৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার লুণ্ঠন করেছে, যার সূচনা রবার্ট ক্লাইভের ব্যক্তিগত সম্পদ পাচারের মাধ্যমে। এর করাল গ্রাসে ১৭৭০ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অনাহারে মারা যায় এবং দেশীয় কুটির শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

২৩ জুনের এই বিশেষ দিনটি আজীবন মনে করিয়ে দেয় যে, অভ্যন্তরীণ ঐক্যহীনতা এবং ক্ষমতার মোহে বহিঃশত্রুর ওপর ভরসা করার পরিণতি একটি জাতির জন্য কতটা প্রলয়ংকরী হতে পারে।

শুভজিৎ বসাক
কলকাতা-৭০০০৫০

রেসিডেন্ট ডাক্তারদের জন্য

বাংলায় ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ২২ জুন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের এই বাজেট একাধারে জনমুখী এবং অন্যদিকে পরিকাঠামো উন্নয়নের মহাপ্যাকেজ। নজিরবিহীনভাবে এই বাজেটে সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি সচল থেকে আরও বেশি আর্থিক সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে কর্মরত মানুষজনদের আর্থিক সুবিধা বাড়ানো হয়েছে।

দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মী এবং শিক্ষকদের একলাফে ২০ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হয়েছে। আংশিক, চুক্তিভিত্তিক, কর্মহীন নারী-পুরুষ সকল শ্রেণির মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছে এই বাজেট। পার্শ্ব শিক্ষক, আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের একলাফে ৫০০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, হোমগার্ড, এনভিএফ কর্মীদের মাসিক বেতন ২০০০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বহু ধরনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ অর্থ পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বন্ড পোস্টিংয়ে থাকা শিক্ষানবিশ রেসিডেন্ট ডাক্তাররা ব্রাত্যই থেকে গেলেন এই রাজ্য বাজেটে। আরজি কর আন্দোলনের সময়ে ওই শ্রেণির ডাক্তারদের জরুরি বিভাগ বাদে অন্যত্র কয়েকদিন সাময়িক কর্মবিরতির ফলে রাজ্যজুড়ে বেনজির চিকিৎসা সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্যতম মেরুদণ্ড বন্ড পোস্টিংয়ে থাকা রেসিডেন্ট ডাক্তাররা নির্দিষ্ট স্টাইপেন্ডের বিনিময়ে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তা ওই সময়ে রাজ্যবাসী জানতে পেরেছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী এই বাজেটে বন্ড পোস্টিংয়ের রেসিডেন্ট ডাক্তারদের স্টাইপেন্ড যাতে সম্মানজনক ভাবে বাড়ান, সে ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

নিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই
পূর্ব মেদিনীপুর

শিক্ষার মান

আপনার সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাই।

তৃণমূল সরকারের আমলে এ রাজ্যের শিক্ষা তলানিতে পৌঁছেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস, পাঠ্যসূচির মানের অবনমন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে মৌলিক জ্ঞানের ঘাটতি আজ একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার যথাযথ সমন্বয় না থাকায় বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জনের পরও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে বিপুল সংখ্যক কর্মপ্রার্থীকে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

কিন্তু রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর তারা যেভাবে নানান ক্ষেত্রে হাল ধরেছেন তাতে আশা করা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে ফের তার পুরানো গৌরব ফিরে পাবে। আমার মতে, শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও বেশি কর্মসংস্থানমুখী করা অত্যন্ত জরুরি। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ যুক্ত করা প্রয়োজন। এর ফলে তারা উচ্চশিক্ষা শেষ করার পর স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও পেতে পারে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই ধরনের কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা সফলভাবে চালু রয়েছে, যা আমাদের দেশেও অনুসরণ করা যেতে পারে।

এছাড়াও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা প্রয়োজন। উচ্চশিক্ষার পরিবেশ

যদি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্রিক হয়, তবে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে এবং নানা অনভিপ্রেত ঘটনাও অনেকাংশে কমে আসবে।

অন্যদিকে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা, এমনকি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করলে শিক্ষার্থীরা অধিক সুবিধা লাভ করবে। পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার আরও ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে এবং একটি আধুনিক, কর্মসংস্থানমুখী ও মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

দীপক কুমার মৃধা
কলকাতা-৭০০১০৩

সম্পাদকীয় পাতায় নিবন্ধ ও 'সবিনয় নিবেদন'-এ চিঠি পাঠানোর ইমেল: dainikstatesman1890@gmail.com।
নিবন্ধ অবশ্যই ৮০০ থেকে ৯০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে।
নিবন্ধ ও পত্রলেখকের ঠিকানা ও ফোন নম্বর থাকা বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ ও চিঠির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

তৃণমূলে সাংগঠনিক বদলের দাবি বিদ্রোহীদের, কমিশনকে চিঠি অরূপের

নিজস্ব প্রতিনিধি— তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নতুন মাত্রা পেল। দলের বিদ্রোহী শিবির দাবি করেছে, তারা ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেছে এবং সেই সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, দলের চেয়ারপার্সন পদে অরূপ রায়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেন, 'এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। কোনও বিশেষ অধিবেশন বা সাংগঠনিক পরিবর্তন হলে নির্বাচন কমিশনকে তা জানানো বাধ্যতামূলক। সেই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই আমরা কমিশনকে অবহিত করেছি।'

দলের প্রতীক নিয়ে কোনও দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়ে ঋতব্রত বলেন, 'আমরাই তৃণমূল কংগ্রেস। আলাদা করে দলের প্রতীক দাবি করার কোনও প্রয়োজন নেই। নির্বাচন কমিশনকে যা জানানোর, তা জানানো হয়েছে।'

বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে। তাদের বক্তব্য, দলের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সদস্য তাদের পাশে রয়েছেন। সেই কারণেই ভবিষ্যতে আরও নেতানেত্রী ও পদাধিকারীরা বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন বলে দাবি করা হয়েছে।

ঋতব্রতের কথায়, 'গত কয়েক দিনে আমরা নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেছি। যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁদের অনেকেই এতদিন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। ইতিমধ্যেই একাধিক পদত্যাগপত্র জমা পড়েছে। আগামী দিনে আরও নতুন পদত্যাগ দেখতে পাওয়া যাবে বলে আমি নিশ্চিত।'

অন্যদিকে, বিদ্রোহী শিবিরের তরফে জানানো হয়েছে যে জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পর তার সমস্ত নথি দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠির অনুলিপি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কাছেও জমা দেওয়া হয়েছে।

তবে এই দাবির প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারি অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দলের অভ্যন্তরীণ এই টানাপোড়েন আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে, বিদ্রোহী শিবিরের দাবি অনুযায়ী যদি আরও নেতা বা পদাধিকারীরা পদত্যাগ করেন, তা হলে রাজ্যের শাসকদলের সাংগঠনিক সমীকরণে তার প্রভাব পড়তে পারে।

এখন নজর নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং তৃণমূলের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার দিকে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত দলের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ ও বৈধতা নিয়ে বৃহত্তর লড়াইয়ের রূপ নিতে পারে।

তৃণমূল নেতাকে কান ধরে ওঠবোস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া, ২৩ জুন— দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্কে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের ময়নাপুর এলাকায় এক তৃণমূল অঞ্চল সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, পঞ্চায়েত এলাকার গাছ বিক্রির টাকা দলীয় তহবিলে জমা করা হয়েছে। পাশাপাশি আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের কাছ থেকেও অর্থ আদায় করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

অভিযোগ, বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ওই নেতাকে কান ধরে ওঠবস করান। মারধরের অভিযোগও উঠেছে।

হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

একের পৃষ্ঠার পর

তাঁর দাবি, পরিবারতন্ত্র, তোষণনীতি, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণেই তৃণমূলের পতন ঘটেছে। এমনকি তিনি বলেন, 'তৃণমূল জমানার ওই অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে, আর ফিরে আসতে পারবেন না।' তৃণমূল আমলের দুর্নীতি নিয়ে এদিন আগাগোড়াই সরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যদিও তারই মাঝে তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও সমর মুখার্জীর সততার প্রশংসাও করেন।

বক্তৃতার শেষভাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত আসে যখন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ দাঁড়িয়ে বলেন, যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, নিজেদের বাঁচাতে যাঁরা এখন বিদ্রোহী সেজেছেন, তাঁদেরও রেয়াত করা উচিত নয়। কুণালের এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতিবিরোধী আক্রমণের মধ্যেই তৃণমূলের এক বিধায়কের এমন বক্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কারণ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই সময় নোভোটেল শিবিরে বসা তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশ্য করেই তিনি কুনাল একথা বলেন।

নবান্নে এডিবি-র কর্তাদের

একের পৃষ্ঠার পর

তাঁদের প্রস্তাবে হুগলি জেলার ডানকুনিকে পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মাল্টিমোডাল লজিস্টিকস হাব হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

পাশাপাশি শিলিগুড়িকে উত্তর-পূর্ব ভারত ও প্রতিবেশী দেশগুলির গেটওয়ে হিসেবে এবং হলদিয়াকে সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধের বিষয়টিতেও গুরুত্ব দিয়েছেন এডিবির শীর্ষ কর্তারা। এজন্য কলকাতার বায়ুদূষণ মোকাবিলায় শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় কিছু কৌশলগত পরিবর্তনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে আছে ইলেকট্রিক বাসের ব্যবহার বাড়ানো, গণপরিবহণ ও শেয়ার্ড ট্রান্সপোর্টের সম্প্রসারণ এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা চালুর পরামর্শ। মূলত দূষণহীন, গতিসম্পন্ন ও আধুনিক গণপরিবহন চালুর প্রস্তাব দিয়েছে এডিবি। দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতি আয়োগের তরফেও একই পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

শিল্পায়নের লক্ষ্যে শিল্প তালুকগুলির কাছাকাছি এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিক ও নিম্নআয়ের মানুষের থাকার জন্য স্বল্পমূল্যের ভাড়ার আবাসন তৈরির সুপারিশ করেছে এডিবি। তবে সস্তার আবাসন হলেও সেখানে হাসপাতাল থেকে শুরু করে স্কুল, হস্টেল, খেলার মাঠ ও যাতায়াতের সব রকম মৌলিক পরিকাঠামো একই সঙ্গে থাকবে।

অন্যদিকে পর্যটনের ক্ষেত্রে বারাণসী মডেলের কথা তুলে ধরে পরিকাঠামো ও হেরিটেজের মেলবন্ধনে ৪টি ক্লাস্টার তৈরি প্রস্তাব নিয়েও এডিবির কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। যার মধ্যে আছে দার্জিলিং-ডুয়ার্স-কালিম্পং-তিস্তা সার্কিট। উপকূলীয় এলাকায় দিঘা-মন্দারমণি-তাজপুর, কলকাতা-মুর্শিদাবাদ-বিষ্ণুপুর হেরিটেজ ক্লাস্টার এবং ইকো-ট্যুরিজম ক্লাস্টার সুন্দরবন।

এ ছাড়াও শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের মতো যে সব শহরে দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে সেখানে ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে তিস্তা ও অন্যান্য নদীর জলকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিশোধন করে ২৪ ঘণ্টার আধুনিক জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা নিয়েও এডিবির কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। সূত্রের খবর, আগামিদিনে এই কাজে এডিবির আর্থিক সহায়তাও মিলতে পারে।

শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ পালন

একের পৃষ্ঠার পর

এছাড়া রাজ্যজুড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে পার্ক, গ্রন্থাগার ও স্মারক নির্মাণের জন্য বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার তাঁর প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। বিজেপি সরকারের মতে, তাঁর আদর্শ ও অবদানকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমেই বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে পুনরায় জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

প্রতিমাশিল্পীদের কড়া নির্দেশ লালবাজারের তৈরি করা যাবে না নির্দিষ্ট উচ্চতার বেশি প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি— বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। কুমোরটুলি থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই মাঝে প্রতিমাশিল্পীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনোভাবেই ১০-১১ ফুটের বেশি উচ্চতার প্রতিমা নির্মাণ করা যাবে না। লালবাজরের তরফে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তির সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সার্কুলার রেল পরিষেবায় রেল লাইনের উপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎবাহী তার বসানো রয়েছে। এই তারের উচ্চতা মাত্র ১৭.৬ ফুট। একই সঙ্গে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বাগবাজার ও গোয়ালিয়র ঘাটের মধ্যে অবস্থিত রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে আড়াআড়িভাবে লোহার খুঁটি বসানো হয়েছে। এই লোহার খুঁটির উচ্চতা ১৭ ফুটেরও কম। সেক্ষেত্রে বিসর্জনের সময় রেল কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই লোহার খুঁটিগুলি সরাবে না এবং রেলের ওভারহেড তারও খুলবে না। তার ফলে বিসর্জনের সময় প্রতিমার উচ্চতা বেশি হলে তা রেলের তার ও খুঁটিতে লেগে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে।

লালবাজারের এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বাগবাজার ও গোয়ালিয়র ঘাটের মধ্যবর্তী যে কোনও ঘাটে যে সমস্ত বারোয়ারি পুজো উদ্যোক্তারা প্রতিমা বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য ১০-১১ ফুটের বেশি উঁচু প্রতিমা তৈরি করা যাবে না। আবার, লরি বা ট্রাকের উপর যখন প্রতিমা বসানো হবে, তখন গাড়ি সমেত প্রতিমার মোট উচ্চতা ১৭ ফুটের উপর না যায়। তবে শুধু দুর্গাপুজোই নয়, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোয়ও কোনও প্রতিমার উচ্চতা যেন ১০-১১ ফুটের বেশি না হয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি প্রতিমাশিল্পীর উদ্দেশে এই নির্দেশ কঠোরভাবে মানতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কোনও পুজো সংগঠক ও বারোয়ারি কমিটি জোর করলেও যাতে তাঁরা এই নির্দেশ অমান্য করে প্রতিমা তৈরি না করে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুজোর উদযাপনের মধ্যে কোনও বিষাদময় ঘটনা যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশেই লালবাজারের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাড়িতে মিলল ৩০০ ভরি সোনা

একের পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ৮ তারিখে তোলাবাজির অভিযোগে সব্যসাচীকে গ্রেফতার করেছিল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। তার পর সব্যসাচীকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেই তল্লিশিতে সব্যসাচীর রাজারহাটের ফ্ল্যাট এবং ব্যাঙ্কের লকার মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন কেজি সোনা পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, তোলাবাজির টাকা দিয়ে নিয়মিত সোনা কিনে রাখতেন সব্যসাচী। তোলাবাজি, হুমকি, দুর্নীতির একাধিক অভিযোগে সব্যসাচী এবং তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী দত্তের পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ওই পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মেয়াদি আমানত ও নগদ মিলিয়ে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই বিপুল টাকার উৎস কী, সব্যসাচীকে জেরা করে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে টিনার বাবা কাঞ্চনের করিমপুরের নাজিরপুর বাজারে একটি কাপড়ের দোকান আছে। এলাকার মানুষের দাবি, ওই বিপুল সোনার মালিক টিনা। যদিও এই বিষয়ে মুখ খোলেনি টিনা। তবে টিনার বাবা কাঞ্চন বলেছেন, 'ওই সোনা তাঁদের পরিবারের। তবে এর মধ্যে তাঁর মেয়ের কিছু গয়না থাকলেও থাকতে পারে। ওই সোনার মধ্যে টিনার কিছু সোনা আছে কিনা সেটা ওর মা বলতে পারবে।' যদিও স্থানীয় বিজেপি নেতা সৌমেন সরকার বলেছেন, 'সব্যসাচীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ টিনা। সেই সূত্রেই শুধুমাত্র সোনা নয়, নদিয়ার নাজিরপুর এলাকায় বিশাল সম্পত্তিও করেছে টিনা। কলকাতাতেও তাঁর চারটি ফ্ল্যাট আছে। টিনা কিভাবে এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হল তা খতিয়ে দেখা দরকার।'

অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— ডিজে বাজানো নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই মামলায় অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার অনুমতি দিল আদালত। তদন্তকারী সংস্থা সিআইডিকে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তদন্তের প্রয়োজনে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার জন্য মঙ্গলবার বিধাননগর আদালতে আবেদন জানায় সিআইডি। ম্যাজিস্ট্রেট সেই আবেদন মঞ্জুর করেন। ৩০ জুন কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের করার কথা বলা হয়েছে। কোর্টের নির্দেশ, ওই দিন বিধাননগর আদালতে গিয়ে অভিষেককে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা রেকর্ড করাতে হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। এই মামলায় ইতিমধ্যেই সিআইডি সদর দফতরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তৃণমূল সাংসদকে।

কোর্ট নোटिस

माननीय न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधिश, धनबाद
सिविल मिस केस नं0-24/2025

दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ... आवेदक
बनाम
सरबजीत सिंह ....विपक्षी

प्रेषित:
सरबजीत सिंह, पिता-निरंजन सिंह, साकिन-106, बी0टी0 रोड कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।

इस प्रकाशन के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि, वादी ने आपके विरूद्ध **सिविल मिस केस संख्या- 24/2025** दायर किए है, जिसमें आपके विरूद्ध नजारत एवं पंजीकृत डाक द्वारा सम्मन / नोटिस भेजा जा चुका है। परन्तु आप अभी तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है।

अतः समाचार-पत्र के माध्यम से आपको सम्मन /सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 08.07.2026 को प्रातः 10:30 बजे स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करें, अन्यथा वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय की जायेगी।

इसे ताकिद जानें।

आज दिनांक 16/06/2026 को न्यायालय के मुहर एवं हस्ताक्षर से निर्गत किया गया।

प्रधान जिला न्यायाधीश, धनबाद

গোয়েল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড
BIKA
৭৬/১/২, বেলেঘাটা রোড, (ভিআইপি রোড), কলকাতা- ৭০০ ০৪৮
CIN: L51909WB1996PLC076909
ফোন: +৯১ ৮৯৬১৬ ৩৩৩১২
ই-মেল: info@goelfood.com, bikabanquets@gmail.com ওয়েবসাইট: bika.co.in

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার ("এজিএম") বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

সদস্যরা অবগত হবেন যে, দূরবর্তী ই-ভোটিং পর্ব জুলাই ২১, ২০২৬ (সকাল ৯:০০ টায়) শুরু হবে এবং জুলাই ২৩, ২০২৬ (বিকেল ৫:০০ টায়) (ভারতীয় সময়) শেষ হবে। এছাড়াও, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং ব্যবস্থা প্রদান করবে।

গোয়েল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড- এর পক্ষে
স্বাক্ষর/-
রুচি মিটকারিওয়ালা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৪.০৬.২০২৬

ফর্ম নং ৩
[দেখুন রেগুলেশন-১৩(১)(এ)]

ঋণ পুনরুদ্ধার আদালত কলকাতা (ডিআরটি ১)
নাইন্থ ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭১

কেস নং: ওএ/৬৭২/২০২৫
অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) তৎসহ ডেবটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ)-এর নিরিখে সমন।
ইএক্সএইচ নং: ৭৩২৪

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মিঃ সুমন চ্যাটার্জি

প্রতি,
(১) মিঃ সুমন চ্যাটার্জি
মিঃ কমল চ্যাটার্জির কন্যা/স্ত্রী/পুত্র
বাসস্থান: ৫৬, মালির বাগান, উত্তরপাড়া কোতরং, পোস্ট মাখলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২২৪৫

সমন

যেহেতু, ওএ/৬৭২/২০২৫ সম্মানীয় অধিকর্তা আধিকারিক/রেজিস্ট্রারের উপস্থিতিতে ০৫/০৫/২০২৬ তারিখে নথিভুক্ত।

যেহেতু, এই সম্মানীয় বিচারসভা জানাচ্ছেন যে উক্ত আবেদনের সাপেক্ষে আপনাদের বিরুদ্ধে বাকি থাকা ২৩৮৬৪২১ টাকা আদায়ের জন্য অ্যাক্টের সেকশন ১৯(৪) (ওএ) অনুযায়ী সমন/বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। (সমস্ত নথি এবং নকল ইত্যাদির সাথে আবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে)।

অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) অনুযায়ী আপনি এবং অন্যান্য প্রতিবাদীদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

(১) কেন ত্রাণের প্রার্থনা অনুমোদন করা উচিত নয় সেই ব্যাপারে সমন পাওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে;

(২) সম্পত্তির বা বিশদ বিবরণ অথবা সম্পত্তি ছাড়া অন্য সম্পদের এবং আবেদনকারী দ্বারা আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে উল্লেখ করা সম্পদের তথ্য প্রকাশ করতে হবে;

(৩) সুরক্ষিত সম্পত্তি এবং এই জাতীয় অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি যা প্রকৃত আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে প্রকাশ হয়েছে সেগুলি নিয়ে কোনও রকমের লেনদেন বা নিষ্পত্তি থেকে আপনাদের সংযত থাকতে হবে, যেহেতু এই সংক্রান্ত শুনানি এবং নিষ্পত্তি বাকি আছে;

(৪) আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতীত যে কোনও সম্পদ, সাধারণ ব্যবসায়িক কাজ ছাড়া আপনারা বিক্রয়, লিজ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন কোনও সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবেন না যার উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে এবং/অথবা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তিসমূহ যা আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে উল্লেখ করা বা প্রকাশ করা হয়েছে;

(৫) সাধারণ ব্যবসা এবং জমা পড়ার জন্য সুরক্ষিত সম্পদের বা অন্যান্য সম্পদের বিক্রির ক্ষেত্রে আপনি দায়ী থাকবেন, যার হিসাব এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এই সমস্ত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা অর্থনৈতিক সংস্থার সাথে যুক্ত।

এছাড়াও আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আবেদনকারীর কাছে একটি লিখিত বিবৃতি তার নকল-সহ দাখিল করা এবং ২৯/০৭/২০২৬ **তারিখে সকাল ১০:৩০-এর সময় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়া। যাতে ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদন শোনানো হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

এই আদালতের সিল সমেত আমার দ্বারা প্রদত্ত হল ০৫/০৬/২০২৬ তারিখে।

স্বাক্ষর/-
রেজিস্ট্রারার ইন চার্জ
ঋণ পুনরুদ্ধার আদালত নং- ১, কলকাতা
অর্থ মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

যূকো বৈংক UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক
কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়
৫, এল.এল.আর সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০২০, দূরভাষ: ০৩৩-৪৮০৯০৮৭৮/৪৮০৯০৮৭৯, ই-মেল: zocalcutta.rec@ucobank.co.in

স্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ: ২৯.০৭.২০২৬
ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি (অগ্রিম মূল্য) দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির নিলামের ১ দিন আগে

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নম্বর) অনুসারে ইউকো ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়।
যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অনুসারে নীচে উল্লেখ করা স্থাবর সম্পত্তি/গুলির দখল নিয়েছেন, নীচে দেওয়া আমাদের নির্দিষ্ট কিছু শাখার ঋণ অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য 'যেখানে আছে সেখানে এবং যা কিছু আছে তাই এবং কোনও রকম অবলম্বন ছাড়া' শর্তে নীচের ছকে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে। এই বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হবে, প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইটটি হল: https://www.baanknet.com।
সম্পত্তিগুলির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য সংরক্ষিত মূল্য সারফায়েসি অ্যাক্ট অনুযায়ী ঠিক করা হয়েছে।
নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির সাম্প্রতিক ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট (১ বছরের আগেকার নয়) অনুসারে, আমাদের চার্জ এবং শাখার সঙ্গে আলোচনা করে সারফায়েসি পদক্ষেপ অনুসারে বিক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া গেছে, ২৯.০৭.২০২৬ তারিখে নিলামে বিক্রয় হওয়ার জন্য সিইসিপি-তে শাখাগুলির বলা অনুসারে সংরক্ষিত মূল্য ঠিক করে হয়েছে।

ক্র. নং	ক) আর্থিক শাখার নাম ও যোগাযোগের ফোন নম্বর খ) অনুমোদিত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নম্বর	নিম্নলিখিতদের নাম ও ঠিকানা ক) ঋণগ্রহীতা, খ) জামিনদাতা/ স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	ক) দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ, খ) দখলের তারিখ, গ) দাবির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থরাশির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বর্ণনা	ক) সংরক্ষিত অর্থ খ) অগ্রিম জমার মূল্য (ইএমডি) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ ও সময়	মন্তব্য
১.	হাজরা রোড শাখা অর্ণব মিত্র শাখা হেড: ৯০৩৮৭৫৩৯০৫	ক) আবেদনকারী: মৌসুমী শর্মা খ) জামিনদাতা: দীপিকা শর্মা	ক) ২৫.০৯.২০২৫ খ) ২৪.১২.২০২৫ গ) ৩৭,৫০,৭৪০.৯৬ টাকা	একটি আবাসিক ফ্ল্যাট/ইউনিটের সমস্ত অংশ (মার্বেল মেঝে) ডেভেলপার্স অ্যালোকেশন থেকে, ফ্ল্যাট নং আর৩০৭, পূর্ব দিকে, চতুর্থ তলে অবস্থিত, পরিমাপ কম বেশি ১০৫৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ফ্ল্যাটের মধ্যে রয়েছে তিনটি শোওয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি ড্রয়িং তথা ডাইনিং, দুটি বাথরুম এবং একটি প্রাইভি, এবং জি+৩ আবাসিক ভবনে রয়েছে একটি খোলা গ্যারেজের জায়গা যার পরিমাপ প্রায় কম বেশি ২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া যেখানে লিফট সুবিধা রয়েছে। জমির সমস্ত অংশের মোট পরিমাপ কম বেশি ৫ কাঠা ৫ ছটাক ২৯ বর্গফুট বাস্তু জমি কম বেশি সঙ্গে জি+৩ তলা আবাসিক ভবন লিফট সুবিধা সহ বাস্তু জমিতে দাগ নং ০৯- এ অবস্থিত, আরএস খতিয়ান নং ১৮০, মৌজা- দক্ষিণ বেহালা, পরগনা বালিয়া, জেএল নং ১১৬, আরএস নং ৮১, তৌজি নং ৩৫১, সাব-রেজিস্ট্রেশন আলিপুর এবং এ.ডি.এস.আর অফিস বেহালা, ডিএসআর-৩ আলিপুর, থানা- ঠাকুরপুকুর জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে (এস.এস ইউনিট), ওয়ার্ড নং ১২৭, প্রেমিসেস নং ৫২এ, রাম রোড, কলকাতা- ৭০০০৬১। **সীমানায় রয়েছে: জমি অনুসারে: উত্তরে:** পূর্তি কালার্স অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, **দক্ষিণে:** কেএমসি রোড এবং পরে রিক্রিয়েশন ক্লাব'স গ্রাউন্ড, **পূর্বে:** কেএমসি রোড, **পশ্চিমে:** পূর্তি কালার্স অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। **ফ্ল্যাট অনুসারে: উত্তরে:** মুক্ত আকাশ, **দক্ষিণে:** মুক্ত আকাশ, **পূর্বে:** মুক্ত আকাশ, **পশ্চিমে:** মুক্ত আকাশ।	ক) ৪৫,৪৫,০০০ টাকা খ) ৪,৫৫,০০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ২৯.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত	বাস্তবিক
২.	ভবানিপুর শাখা সৌভিক সাহা শাখা হেড: ৮৭৭৭০৮৫৭৭০	১. আবেদনকারী: মিঃ ইন্দ্রনীল সাহা	ক) ২২.০৮.২০২৫ খ) ১৫.১২.২০২৫ গ) ৫,৫৪,৫০৪.৯০ টাকা	গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি দোকান ঘর (পশ্চিম মুখী) যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কম বেশি ১৩০ বর্গফুট সঙ্গে উক্ত ভবনের নীচে থাকা জমির অবিভক্ত এবং/অথবা আনুপাতিক ভাগ এবং/অথবা স্বার্থ রয়েছে এবং আরএস দাগ নং ৬৩ এবং আরএস খতিয়ান নং ১৫২- এ অবস্থিত মৌজা- পশ্চিম পুটিয়ারি, জেএল নং ২৬, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১১৫, থানা- ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা যার মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৩৬২, পুটিয়ারি পাড়া রোড, পোস্ট- পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা- ৭০০০৪১। সম্পত্তিটি মিঃ ইন্দ্রনীল সাহার নামে রয়েছে, পিতা- মহাদেব সাহা। **সীমানায় রয়েছে: উত্তরে:** ২৪ ফুট চওড়া পুটিয়ারি ব্যানার্জি পাড়া রোড; **দক্ষিণে:** দোতলা ভবন; **পূর্বে:** অন্যদের জমি ও ভবন; **পশ্চিমে:** ২০ ফুট চওড়া পিটি রোড।	ক) ১৫,৪০,০০০ টাকা খ) ১,৫৪,০০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ২৯.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত	প্রতীকী
৩.	লেনিন সরণি শাখা কৌস্তভ রায় শাখা হেড: ৯৭৪৯১৭২২৭৯	ক) আবেদনকারী: রাজেশ কুমার খ) সহ-আবেদনকারী: রানি কুমারী	ক) ১৮.১২.২০২৫ খ) ২৫.০২.২০২৬ গ) ১৯,৫৪,৭০৯.২৬ টাকা	বাস্তু জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ ০১ কাঠা ০৪ ছটাক (কম বেশি) সঙ্গে বিদ্যমান দোতলা আর.সি.সি. ফ্রেমযুক্ত কাঠামো আবাসিক ভবন সিমেন্টের মেঝের এবং প্রতিটি তলের পরিমাপ প্রায় ৪৭২ বর্গফুট মোট ৯৪৪ বর্গফুট (প্রায়) মৌজা- পালপাকুরিয়ায় অবস্থিত, পরগনা- আনোয়ারপুর, জে.এল নং ৮২, আর.এস নং ২২৮, তৌজি নং ১২, আর.এস এবং এল.আর দাগ নং ৪৭১, এল.আর খতিয়ান নং ১৫০৫, থানা- বারাসত, বারাসত মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং- ০২, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্টার কদম্বগাছির এক্তিয়ারের মধ্যে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, এবং সম্পত্তির মালিক হলেন (দলিল অনুযায়ী) শ্রী রাজেশ কুমার, সীমানা নিম্নলিখিতভাবে রয়েছে: পালপাকুরিয়া রোড, পোস্ট- কাজিপাড়া, থানা- বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২৫। **সীমানায় রয়েছে: উত্তরে:** ৪ ফুট + ৪ ফুট= ৮ ফুট চওড়া রাস্তা; **দক্ষিণে:** সুমানা সরকার; **পূর্বে:** সুদর্শন সরকার, **পশ্চিমে:** অনিল সিনহা।	ক) ২৭,৬৬,০০০ টাকা খ) ২,৭৭,০০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ২৯.০৭.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত	প্রতীকী

নিয়ম ও শর্তাবলী:

১. নিলামের বিক্রয় 'অনলাইন ই-নিলামের পোর্টাল'-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, পোর্টাল- https://www.baanknet.com।
২. উৎসাহী দরদাতা/ক্রেতাদের তাঁদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি দিয়ে পোর্টালে (https://www.baanknet.com) রেজিস্টার করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাথে তাদের কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। একবার ই-নিলামের পরিষেবা দাতা দ্বারা কেওয়াইসি নথি যাচাই হয়ে গেলে (২টি কার্য দিবস লাগতে পারে) দরদাতা/ক্রেতারা অগ্রিম মূল্য (ইএমডি) অনলাইন মাধ্যমে তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে পোর্টালে উল্লেখ করা ওই নির্দিষ্ট সম্পত্তির নিলামের দিনের আগে পাঠিয়ে দিতে পারবেন। কেওয়াইসি নথির নথিভুক্তিকরণ এবং যাচাইয়ের এবং অগ্রিম মূল্যের পাঠানোর প্রক্রিয়া নিলামের আগে সম্পূর্ণ হতে হবে।
৩. দরদাতাদের গ্লোবাল ওয়ালেটের উপরে উল্লেখ করা অগ্রিম জমা দেওয়ার মূল্য (ইএমডি) এনইএফটির মাধ্যমে পাঠাতে হবে (https://www.baanknet.com ওয়েবসাইট থেকে চালান তৈরি হওয়ার পর)। যে কোনও নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি করা যেতে পারে। চেক বা অন্য কোনও উপায়ে ইএমডি জমা গ্রাহ্য হবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা না করা দরদাতারা ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। জমা করা অগ্রিম মূল্যের উপর কোনও সুদ লাগু হবে না।
৪. ই-নিলামের প্ল্যাটফর্মে (https://www.baanknet.com) ই-নিলামের পরিষেবাটি দেবে নিলামের পরিষেবাদাতা। আগ্রহী দরদাতাগণ/ ক্রেতাগণকে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট https://www.baanknet.com-এ যান। এই পরিষেবাদাতাই পোর্টালে ই-নিলামের অনলাইন প্রদর্শন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করবেন।
৫. বিক্রির শর্তাবলী-সহ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে/ ওয়েব পেজ পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে/ পাওয়া যাচ্ছে- ক) https://www.baanknet.com।

[illegible]

তারিখ: ২২.০৬.২০২৬, স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতা

SBI
এসবিআই এইচএলসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ইমেল আইডি: sbi.10263@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [বিধি-৮(১)]
দখলের বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এইচএলসি হাওড়ার অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ নিয়ম ৩ থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তারিখে একটি দাবির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)কে আহ্বান জানিয়েছিলেন যেহেতু তিনি অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী পুরুষ/ মহিলা উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) এবং তৎসহ পঠিত উক্ত রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ মেনে তার থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদাতা(গণ)-র সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সাথে কোনও কিছু কারবার না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি হাওড়ার পাওনা উক্ত পরিমাণ এবং সুদের সাপেক্ষে হবে। উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিটি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে পুনরায় ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদাতা(গণ)-র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম এবং ঠিকানা/ অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	১) দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়ার পরিমাণ
১.	অলোক কুমার ব্যানার্জি ঠিকানা- গ্রাম- খালিয়া পশ্চিম পাড়া, কোনা হাই রোড, ফ্রেন্ডস এ্যাসোসিয়েশনের (খালিয়া) কাছে, হাওড়া- ৭১১ ১১৪ ঋণ অ্যাকাউন্ট- ৩৮৩১৬৭৯৩০৫৭ (এইচবিএল) ও ৩৮৩১৬৭৯৬৯৬৬ (সুরক্ষা)	বাস্তু জমির সমস্ত অংশের জায়গার পরিমাপ ৩ কাঠা ১০ ছটাক ৩৮ বর্গফুট কমবেশি। একই সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠামো এবং কমন প্যাসেজগুলিতে এবং সুযোগ সুবিধায় অধিকার, যা রয়েছে আরএস দাগ নং- ১২৯, এলআর দাগ নং- ১৩৪, আরএস খতিয়ান নং- ৫৭২, এলআর খতিয়ান নং- ৬১৮, মৌজা- খালিয়া, থানা- লিলুয়া, জেএল নং- ৬, চামরাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায়, ডিএসআর- হাওড়া, এডিএসআর- হাওড়া, যা নিম্নরূপে সীমাবদ্ধ: উত্তরে: দাগ নং-১৩১-এর সম্পত্তি, দক্ষিণে: মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জির সম্পত্তি, যার দাগ নং-১২৯, পূর্বে: দাগ নং-১২৬ ও ১৩০-এর সম্পত্তি, পশ্চিমে: পঞ্চায়েতের রাস্তা। সম্পত্তিটি শ্রী অলোক কুমার ব্যানার্জির নামে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দলিল নং- ০৪৩৬২, ২০০৯ সালের, বই-১, সিডি ভলিউম নং-১৮, পাতা নং ১১১৩ থেকে ১১৩৮ পর্যন্ত, নিবন্ধনের এডিএসআর দপ্তর- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১) ০৪.০৩.২০২৬ ২) ২০.০৬.২০২৬ ৩) ১১,৬২,৪৮৮.০০ টাকা (এগারো লক্ষ বাষট্টি হাজার চারশো অষ্টআশি টাকা মাত্র) ০৪.০৩.২০২৬ তারিখের হিসেবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাকি সুদ, খরচ, ঘটনাক্রমিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।
২.	দুর্গেশ কেওয়াত এবং বিন্দা দেবী, ঠিকানা- গ্রাম+ পোস্ট- রঘুনাথপুর, রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ডানকুনি, হুগলি- ৭১২ ২৪৭ ঋণ অ্যাকাউন্ট- ৪২৭৯৫৫৩৫৩৬৯ (এইচবিএল) ও ৪২৭৯৫৫৪৩৫৮৫ (সুরক্ষা)	ফাঁকা জমির সমস্ত অংশের জায়গার পরিমাপ ০১ কাঠা ০৪ ছটাক ২২ বর্গফুট, ২.১১ শতকের সমতুল্য কমবেশি। যা রয়েছে মৌজা- রঘুনাথপুর, জেএল নং- ১০, আরএস ও এলআর দাগ নং- ৫৫৬, আরএস খতিয়ান নং- ৪৯৪ ও ১০৬৪, নতুন এলআর খতিয়ান নং- ৪৭৮৭, থানা- ডানকুনি, রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, জেলা- হুগলি, যা নিম্নরূপে সীমাবদ্ধ: উত্তরে: ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে: সুরজ নাথ সিং-এর সম্পত্তি, পূর্বে: ৯ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে: গোপাল চন্দ্র বেরার জমি, তারপরে আরএস প্লট নং- ৫৫৬(পি)। সম্পত্তিটি শ্রীমতি বিন্দা দেবীর নামে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দলিল নং- ০৬০৮০৬৯৩৮, ২০১৮ সালের, বই-১, খণ্ড নং-০৬০৮-২০১৮, পাতা নং ১৬৯১০২ থেকে ১৬৯১১৭ পর্যন্ত, নিবন্ধনের এডিএসআর দপ্তর- জনাই, পশ্চিমবঙ্গ।	১) ২৪.০২.২০২৬ ২) ২০.০৬.২০২৬ ৩) ১২,৬৭,০৫৫.০০ টাকা (বারো লক্ষ সাতষট্টি পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) ২৪.০২.২০২৬ তারিখের হিসেবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাকি সুদ, খরচ, ঘটনাক্রমিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।

তারিখ: ২০.০৬.২০২৬
স্থান: কোনা এবং ডানকুনি

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আপাতত মুক্তি নয় রশিদ খানের

দিল্লি, ২৩ জুন— ১৯৯৩ সালের বহুল আলোচিত বৌবাজার বিস্ফোরণ মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত রশিদ খানের কারামুক্তিতে স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্ট দীর্ঘ ৩৩ বছর কারাবাসের পর রশিদকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিল। দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

১৯৯৩ সালের ১৫ মার্চ কলকাতার বৌবাজারে রশিদ খানের মালিকানাধীন একটি বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। ওই ঘটনায় অন্তত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং বহু মানুষ আহত হয়েছিলেন। বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে রশিদ-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে আসে। এরপর সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ আইন বা টাডা-র আওতায় মামলা দায়ের হয়। ২০০১-এ বিশেষ টাডা আদালত রশিদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্ট এবং শীর্ষ আদালতও সেই রায় বহাল রাখে।

সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্ট রশিদকে মুক্তির নির্দেশ দিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। বিচারপতি পি কে মিশ্র ও বিচারপতি সঞ্জীব সচদেবের বেঞ্চ মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। একই সঙ্গে রশিদ খানকে নোটিস পাঠানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু আদালতে বলেন, যে ঘটনায় ৭০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে, সেখানে শুধুমাত্র সংশোধনের নীতিকে সামনে রেখে মুক্তির নির্দেশ দেওয়া সমীচীন নয়। অন্যদিকে রশিদের আইনজীবী এম আর সামশাদ পাল্টা জানান, তাঁর মক্কেল ইতিমধ্যেই ৩৩ বছরেরও বেশি সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। এই মামলার আর এক দণ্ডিত পান্নালাল জয়সওয়ারা ২০১৪ সালেই মুক্তি পেয়েছেন বলেও তিনি আদালতকে জানান।

পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর যুদ্ধের হুমকিতে তোপ ভারতের

দিল্লি, ২৩ জুন— সিন্ধু জলচুক্তি ঘিরে ফের উত্তপ্ত ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফের যুদ্ধের হুমকিমূলক মন্তব্যের পর কড়া প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত। দিল্লির বক্তব্য, এ ধরনের মন্তব্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি থেকে দৃষ্টি সরানোর মরিয়া চেষ্টা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ দাবি করেন, সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে ভারতের কোনও পদক্ষেপ যদি পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থে আঘাত করে, তবে ইসলামাবাদ 'কঠোর জবাব' দেবে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধের পথেও যেতে পারে। তাঁর বক্তব্যে তিনি জলকে পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ভারতকে সতর্ক করেন।

এই মন্তব্য ঘিরে কূটনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। মঙ্গলবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানের বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান বারবার নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় থেকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি সরাতে উসকানিমূলক মন্তব্য করে থাকে।

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও ওষুধ সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে এবং সাধারণ নাগরিকদের উপর সহিংসতার অভিযোগ উঠছে। এসব বিষয় থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে বলে ভারতের দাবি।

ভারতের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য এবং তা কূটনৈতিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়। নয়াদিল্লি এ বক্তব্যের কঠোর নিন্দা জানায়। উল্লেখ্য, সিন্ধু জলচুক্তি দীর্ঘদিন ধরেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়। জলবণ্টন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে অতীতেও বহুবার উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়েছে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

সব মিলিয়ে, পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকি এবং ভারতের কড়া জবাব— দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক চাপ নতুন করে বাড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে রাহুল গান্ধীকে তোপ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

দিল্লি, ২৩ জুন— পরপর দু'বছর ফাঁস হয়েছে নিটের প্রশ্নপত্র। হাজারো সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি তুলেছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। নিটের প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে প্রথম থেকেই সরব কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এবার রাহুলের বিরুদ্ধে পাল্টা তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। ধর্মেন্দ্রর অভিযোগ, কংগ্রেস নেতা তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে ছাত্রছাত্রীদের বিপথে চালিত করছেন। পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ ও অস্থিরতা তৈরি করছেন।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে রাজস্থানের কোটায় পড়ুয়াদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাহুল। সেখানে নিট প্রশ্নফাঁস নিয়ে তিনি কেন্দ্রের মোদী সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছিলেন। রাহুল অভিযোগ করেন, এই পরীক্ষা ব্যবস্থা কারচুপিতে ভরা। দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে লাখ লাখ পড়ুয়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এমনকী, এই ঘটনায় দায় মেনে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিও তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা। তার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার মুখ খুলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র। তিনি বলেন, 'বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতেই পারে। বিরোধীদের প্রশ্ন করার সব ধরনের অধিকার রয়েছে। কিন্তু রাহুল গান্ধী এবং তাঁর দল নিম্ন রুচির রাজনীতি করছেন। সে কারণেই পরীক্ষার মাত্র তিন দিন আগে ছাত্রছাত্রীদের ভয় দেখাতে, তাঁদের প্রস্তুতি ব্যাহত করতেই রাহুল কোটায় ওই কর্মসূচি করেন। আসলে রাহুল চেয়েছিলেন দ্বিতীয়বারের পরীক্ষাটিও বানচাল হোক।'

শিক্ষামন্ত্রীর অভিযোগ, পড়ুয়াদের আত্মহত্যার ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনার দায়ভার মেনে নিয়ে ধর্মেন্দ্র বলেন, 'কংগ্রেস শিক্ষার্থীদের মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' মন্ত্রীর অভিযোগ, দায়িত্বশীল বিরোধী দল কোনও সমাধান সূত্র দিতেই পারে। কিন্তু রাহুল গান্ধী বা কংগ্রেসের কাছ থেকে সরকার কখনও কোনও বিষয়ে একটিও গঠনমূলক পরামর্শ পায়নি। বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে কেবল কটূক্তি ও অভিযোগের রাজনীতি করে চলছে।

স্ট্যালিনের ভঙ্গি নকল করে কটাক্ষ বিজয়ের

চেন্নাই, ২৩ জুন— তামিলনাড়ু বিধানসভায় মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের এক বিশেষ হাতের ভঙ্গিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিধানসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি ডিএমকে এবং তার নেতা এমকে স্ট্যালিনকে আক্রমণ করতে গিয়ে স্ট্যালিনেরই একটি বহুল আলোচিত পুরনো ভঙ্গির অনুকরণ করেন। সেই দৃশ্য দেখেই হাসির রোল ওঠে বিধানসভায়।

রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় টিভিকে এবং ডিএমকে বিধায়কদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হয়। অভিযোগ, বিজয়ের বক্তৃতার সময় বারবার বাধা দেন ডিএমকে বিধায়করা। পাল্টা স্লোগান তোলেন টিভিকে সদস্যরাও। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্পিকার জেসিডি প্রভাকর সকলকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ জানান। শেষ পর্যন্ত ডিএমকে বিধায়করা ওয়াকআউট করেন।

ভাষণে বিজয় তামিলনাড়ুর আইনশৃঙ্খলা, নারী সুরক্ষা এবং মাদক সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে পূর্ববর্তী ডিএমকে সরকারকে নিশানা করেন। তাঁর দাবি, এই সমস্যাগুলি দীর্ঘদিনের এবং বর্তমান সরকার সেগুলির স্থায়ী সমাধানে বদ্ধপরিকর।

বক্তৃতার মধ্যেই বিজয় গলার এক পাশ থেকে অন্য পাশে হাত চালিয়ে একটি বিশেষ ভঙ্গি করেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি স্ট্যালিনের গত মার্চ মাসের ভাইরাল হওয়া সেই ভঙ্গিরই অনুকরণ। কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্ট্যালিন ওই ভঙ্গি করেছিলেন, যা পরে সমাজমাধ্যমে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

বিজয়ের এই পদক্ষেপ নিছক রসিকতা, নাকি ডিএমকের উদ্দেশে রাজনৈতিক বার্তা— তা নিয়েই এখন জোর জল্পনা তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক মহলে।

জইশ-যোগ ও পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি, মহিলা গ্রেপ্তার

জয়পুর, ২৩ জুন— জইশ-ই-মোহাম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগ এবং পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে রাজস্থানের জয়পুর থেকে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে রাজস্থান পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। ধৃতের নাম ববিতা ধাকড়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়পুরের গঙ্গাপুর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই নজরদারি চালাচ্ছিল এটিএস। সন্দেহজনক দেশবিরোধী কার্যকলাপের ইঙ্গিত মেলার পর মহিলার গতিবিধি এবং ফোন যোগাযোগ ট্র্যাক করা শুরু হয়। তদন্তে উঠে আসে, তিনি নিয়মিতভাবে পাকিস্তানের একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন।

এরপরই বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁর গোপন আস্তানা থেকে ববিতা ধাকড়কে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে জইশ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের একাধিক প্রমাণ মিলেছে। পাশাপাশি পাকিস্তানি 'হ্যান্ডলার'-দের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ ও অন্যান্য মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত কথোপকথনের তথ্যও হাতে এসেছে।

রাজস্থান এটিএসের পুলিশ সুপার মণীশ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, অভিযুক্তের মোবাইল ফোন থেকে পাকিস্তানের একাধিক নম্বর উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারীদের ধারণা, তিনি দুটি সিম কার্ড ব্যবহার করতেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করতেন। বিদেশি নাম ব্যবহার করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চালানোরও প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি পুলিশের।

এটিএস সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের ফেসবুক প্রোফাইলে জইশ-ই-মোহাম্মদের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক ছবি ও পোস্ট পাওয়া গেছে। শুধু পাকিস্তান নয়, অন্যান্য দেশেও তাঁর যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্তকারীদের সন্দেহ, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বা সংবেদনশীল নথি বিদেশে পাচার হয়ে থাকতে পারে। বর্তমানে মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তাঁর নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগের পরিধি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে।

রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ, ইস্তফা মন্ত্রী কুরিয়ান ও সাংসদ নকভির

মীনাক্ষী ভট্টাচার্য, দিল্লি, ১৯ জুন— রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হওয়ায় ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কেরলের প্রবীণ বিজেপি নেতা জর্জ কুরিয়ান। কুরিয়ান সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পদে ছিলেন। ২১ জুন তাঁর রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ হয়েছে। কুরিয়ান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে তাঁর ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণও করেছেন।

বিজেপি এবার কুরিয়ানকে আর রাজ্যসভায় মনোনীত করেনি। সে কারণে তাঁর কাছে পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। ২০২৪-এর আগস্টে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া তাঁর রাজ্যসভার সাংসদ পদটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন কুরিয়ান। ইস্তফা গৃহীত হওয়ার পর কুরিয়ান বলেছেন,'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্যই আমি মন্ত্রী হয়েছিলাম। আমি কখনও ভাবিনি যে মন্ত্রী হতে পারব।' কুরিয়ানের মতোই প্রাক্তন সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভিও পদত্যাগ করেছেন। ২০২২-এর জুলাইয়ে নকভি সংসদের উচ্চকক্ষে অর্থাৎ রাজ্যসভায় মনোনীত হয়েছিলেন।

অক্ষত রয়েছে রাফাল

দিল্লি, ২৩ জুন— সাত মাস আগেই মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্টে যা বলা হয়েছিল এবার তার প্রমাণ দিল দিল্লি। ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমানই কার্যক্ষম আছে। ২০২৫-এর মে মাসে অপারেশন সিঁদুর পর্বে কোনও রাফালই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তান এবং চিনের তরফে দাবি করা হয়েছিল, ভারতের অধিকাংশ রাফাল গুঁড়িয়ে গিয়েছে। বায়ুসেনার দাবি, চিন ও পাকিস্তানের ওই দাবি পুরোপুরি মিথ্যা।

উল্লেখ্য, ভারতীয় বায়ুসেনাকে ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান সরবরাহ করেছিল ফ্রান্সের যুদ্ধবিমান নির্মাণকারী সংস্থা দাসো অ্যাভিয়েশন। ২০২০ সালে জুলাই মাস থেকে পর্যায়ক্রমে সেগুলি ভারতে এসে পৌঁছেছিল।

তামিলনাড়ুতে অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকে নিহত ৯ মহিলা শ্রমিক

চেন্নাই, ২৩ জুন— তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুর জেলায় একটি বেসরকারি সামুদ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানি কারখানায় অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। মৃতদের সকলেই মহিলা এবং অধিকাংশই ভিনরাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক।

গত ২১ জুন পেরিয়াপালয়ামের কাছে কন্নিগাইপেয়ার-মঞ্জুঙ্গারানাই এলাকার ওই কারখানায় কাজ চলাকালীন আচমকাই বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। এর জেরে বহু শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, মৃত ৯ জনের মধ্যে ৭ জন ওড়িশার এবং ২ জন অসমের বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই আটজনের পরিচয় জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন শিবানী, জুমানি জুয়াং, গীতা জুয়াং, পূর্ণিমা জুয়াং, চম্পাবতী জুয়াং, পার্বতী জুয়াং, সীতা হাঁসদা এবং অঞ্জিতা সোরেন। বাকি এক মহিলার পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বিষাক্ত গ্যাস ফুসফুসে প্রবেশ করায় বহু শ্রমিকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। বর্তমানে ৬৯ জন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আক্রান্তদের অধিকাংশেরই তীব্র শ্বাসকষ্ট, অনবরত কাশি, বুকে অস্বস্তি এবং চোখ ও শ্বাসনালীতে জ্বালাভাবের উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৭ জন ভেলস হাসপাতালে, ১৮ জন ভেঙ্কটেশ্বরা হাসপাতালে, ১১ জন রাজীব গান্ধী সরকারি জেনারেল হাসপাতালে এবং ১৩ জন স্ট্যানলি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। দু'জনকে সুস্থ হওয়ার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার কারণ জানতে ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। কীভাবে কারখানায় অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক হল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনাস্থল এবং আশপাশের এলাকায় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি চিকিৎসাধীনদের যথাযথ পরিষেবা নিশ্চিত করতে হাসপাতালগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তিন দিন পর দখলমুক্ত গুরুদ্বার, মুক্তি পেলেন পণবন্দি পুণ্যার্থী

দেরাদুন, ২৩ জুন— উত্তরাখণ্ডের একটি গুরুদ্বারকে কেন্দ্র করে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল তার অবসান হল। তিন দিন পর কাটল সমস্যা। দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে গুরুদ্বার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন অস্ত্রধারী নিহাঙ্গ শিখরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের হেফাজতে থাকা পণবন্দি পুণ্যার্থীও নিরাপদে মুক্তি পেয়েছেন। ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার সন্ধ্যায়। সাতজন নিহাঙ্গ শিখ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গুরুদ্বারে প্রবেশ করেন এবং পরে এক পুণ্যার্থীকে গুরুদ্বারের ছাদে আটকে রাখেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার আত্মসমর্পণ করে নিচে নেমে আসার আবেদন জানানো হলেও প্রথমদিকে তাতে সাড়া দেননি তাঁরা।

তদন্তে জানা যায়, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে গত ১৬ জুন কর্ণপ্রয়াগে ঘটে যাওয়া একটি সংঘর্ষ। হেমকুণ্ড সাহিব থেকে ফেরার পথে মোহালির কয়েকজন নিহাঙ্গ শিখের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের বচসা বাধে। যা পরে বড় আকারের সংঘর্ষে পরিণত হয়। অভিযোগ, সেই সময় তলোয়ার নিয়ে হামলা চালানো হয়। ঘটনায় এক নিহাঙ্গ শিখ-সহ মোট চারজন আহত হন এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মুক্তির দাবিতেই গুরুদ্বার দখল করে এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল বলে অভিযোগ। রুদ্রপ্রয়াগের জেলা শাসক বিশাল মিশ্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাওন্টা সাহিবের কয়েকজন নিহাঙ্গ শিখ নেতার মধ্যস্থতায় আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়। এরপর ছাদ থেকে নেমে এসে গুরুদ্বার ছেড়ে দেন নিহাঙ্গ শিখরা এবং পণবন্দি ব্যক্তিকেও মুক্তি দেওয়া হয়। প্রশাসনের দাবি, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অচলাবস্থার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য বিষয়টি নিয়ে আগামী দিনেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে আলোচনা চলবে।

যুবককে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে খুন যুবতীর

মুম্বাই, ২৩ জুন— বিয়ের মাত্র এক মাস আগে প্রি-ওয়েডিং শুট ও জন্মদিন উদযাপনের নামে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের পুনের লোহাগড় কেল্লায় ঘুরতে গিয়ে ২৪ বছরের এক যুবকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিহত যুবকের নাম কেতন বিশাল অগরওয়াল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উঁচু দুর্গ থেকে প্রায় ৩৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে পরে তদন্তে জানা যায়, তাঁর বাগদত্তা সিয়া গোয়েল এবং তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরী পরিকল্পনা করেই তাঁকে হত্যা করেছেন। পুলিশের দাবি, কেতন নিজের হবু স্ত্রীর প্রেমের সম্পর্কের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। এর আগেও তাঁরা হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। ১৪ জুন একই কেল্লায় কেতনকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সাপের ভয় দেখিয়ে তাঁকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। তবে সেবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এরপর ১৯ জুন ফের লোহাগড় কেল্লায় ট্রেকিংয়ের পরিকল্পনা করা হয়। সেই দিনই নির্জন জায়গায় পিছন থেকে ধাক্কা মেরে কেতনকে খাদে ফেলে দেওয়া হয় বলে পুলিশের অনুমান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

গোটা পারিবারকে হত্যা করে প্রেমিকের সঙ্গে নিখোঁজ যুবতী

বেঙ্গালুরু, ২৩ জুন— প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বিরোধ, আর্থিক ঋণের চাপ এবং পারিবারিক অশান্তির জেরে নিজের বাবা-মা ও বোনকে খুন করে পালাল যুবতী। এই ঘটনায় তাঁর প্রেমিকও তাঁকে সাহায্য করেছে বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর সিগেহাল্লি এলাকার ধামানিক লেআউটের সাই গ্রিন অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন সোমাসুন্দর (৫৫), তাঁর স্ত্রী মুথুলক্ষ্মী (৪৮) এবং দুই মেয়ে শ্বেতা ও সুপ্রিয়া (২০)। সম্প্রতি ওই বাড়ি থেকেই মা-মেয়ে তিনজনের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনজনের শরীরেই ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

তদন্তে প্রথমে সন্দেহের তালিকায় উঠে আসে বড় মেয়ে শ্বেতার নাম। পরে তাঁর প্রেমিক কেনেথের নামও সামনে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, দু'জনই বর্তমানে পলাতক এবং তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশের অনুমান, ঘটনার দিন প্রথমে বাড়িতে ছিলেন মা মুথুলক্ষ্মী। সেই সময় শ্বেতা ও তাঁর প্রেমিক সেখানে পৌঁছে কোনও বিষয় নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। সেই তর্কের জেরেই মুথুলক্ষ্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

বিদেশি তহবিল গ্রহণের নিয়ম বদল কেন্দ্রের, এনজিওদের জন্য নির্দেশিকা

মীনাক্ষী ভট্টাচার্য, দিল্লি, ২৩ জুন— স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির বিদেশি অনুদান গ্রহণের নিয়ম পরিবর্তন করল কেন্দ্রের মোদী সরকার। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি অর্থাৎ এনজিওগুলিকে তাদের কাজের উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্র একটি পূর্ব-নির্ধারিত তালিকা থেকে বেছে নিতে হবে। তার বাইরের কোনও কারণে কোনও রকম বিদেশি অনুদান নেওয়া যাবে না। সংশোধিত নিয়মের আওতায় বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া থাকলেও ধর্মান্তরকরণ বা ধর্ম প্রচারের মতো কর্মকাণ্ড স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এনজিও পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তনের উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, যেসব সংস্থার প্রধান পদে বা পরিচালকের ভূমিকায় বিদেশি নাগরিকরা রয়েছেন, যাঁরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত নন, তাঁদের ক্ষেত্রে ফরেন কান্ট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট বা এফসিআরএ-র অধীনে বিদেশি অনুদান গ্রহণের রেজিস্ট্রেশন বা পূর্ব-অনুমতি দেওয়া হবে না।

ভারতে এনজিও এবং তার মতো বিভিন্ন সংস্থা কীভাবে বিদেশি অনুদান গ্রহণ ও ব্যবহার করে, তা আরও স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১১-য় ফরেন কান্ট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্টে একাধিক সংশোধনী এনেছে। এই

পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি-বহির্ভূত কোনও সত্তার ক্ষেত্রে মূল পদাধিকারীর সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। নতুন নিয়মে সংস্থার ডিরেক্টর, ফার্মের অংশীদার, ট্রাস্টি, হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের প্রধান এবং সংস্থা পরিচালনায় যাদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, এমন যে কোনও ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। পাশাপাশি সরকার আরও একটি নতুন শর্ত বা ধারাও যুক্ত করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, বিদেশি তহবিল গ্রহণের জন্য এনজিওগুলিকে তাদের কাজের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং কর্মক্ষেত্র হিসেবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম উল্লেখ করতে হবে ।

সরকারের জারি করা সেই বিজ্ঞপ্তিতে সংশোধিত নিয়মে একটি বিশেষ ব্যতিক্রমও রাখা হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পরিস্থিতিকে 'বিশেষ' বলে ঘোষণা করতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনও সংস্থার রেজিস্ট্রেশনের জন্য বা বিদেশি অনুদান গ্রহণের অনুমতির ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকদের মূল পদাধিকারী হিসেবে থাকার অনুমতি দেওয়া সম্ভব হবে।

ধর্মীয় কাজকর্মের আওতায় বেশ কিছু কাজকর্মের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ধর্মীয় স্থান নির্মাণ, সংস্কার ও সংরক্ষণ, ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান এবং ভক্তি বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীত প্রচার ইত্যাদি। বিধি অনুযায়ী, ধর্মীয় শিক্ষা, সংস্কারমূলক ঐতিহ্যের নথিভুক্তিকরণ এবং আদিবাসী বিশ্বাসের সংরক্ষণ, এই তিন ক্ষেত্র অবশ্যই এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে যাতে এর সঙ্গে ধর্ম পরিবর্তনের কোনও প্রচেষ্টা বা ধর্মান্তরকরণ জড়িত না হয়।

টেন্ডার

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 150/PWD/ROAD/BMC, Dated-23/06/2026. (ii) NIT No. 151/PWD/ROAD/BMC, Dated- 23/06/2026. e-Tender has been invited for (i) Upgradation of bituminous road at different locations within ward no.33 (ii) Construction of underground drainage line FF block, Salt Lake sec-III under BMC. For details, please follow [Tender Id (i) 2026_MAD_1029348_1 (ii) 2026_MAD_1029353_1] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission- (i) 08/07/2026 up to 3.00 p.m. (ii) 04/07/2026 up to 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

MAHESHTALA MUNICIPALITY
P.O. - Maheshtala, Dist.- South 24 Parganas, PIN - 700141
Phone : (033) 2490 1651, 2490 3389
Email : maheshtalamunicipality@gmail.com

Abridged Tender Notice

Sl. No.	NIT	Work description	Last date of download and submission of tender
1	MAD/MM/NIT-02/26-27/Sl-1 to 12	Maintenance and repairing of existing water distribution system of pipeline under Municipal area Zone A to L	07/07/2026 at 3:00 p.m.

Details may be had from the http://wbtenders.gov.in

Chairman

Food Corporation of India
Regional Office, West Bengal

Ref. No. : F/1(1340)/Cont/2026 টেন্ডার আহ্বান বিজ্ঞপ্তি Dated : 23.06.2026

(gem.gov.in/GeM দ্বারা অনলাইনের মাধ্যমে জমা করতে হবে)

ভারতীয় খাদ্য নিগম, পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল–এর ডিও নদিয়ার অধীনে টেন্ডার নং F/1(1340)/Cont/2026 এর মাধ্যমে এইচসি নিয়োগের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। সম্পূর্ণ টেন্ডার ডকুমেন্ট ও বিশদের জন্য অনুগ্রহ করে gem.gov.in এবং fci.gov.in–তে লগ অন করুন।

G.B. Block, Salt Lake City, Sector III, Kolkata-700097

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ই-- টেন্ডার

টেন্ডার নোটিশ নম্বর: পিসিএমএম/ডিইএনএল/টিপি/২০২৬/২৫ তারিখ: ২২/০৬/২০২৬

"ই" প্রকিউরমেন্ট সিস্টেমের জন্য টেন্ডার

প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর (৫ম তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো। সমস্ত টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪:০০ টায়।

ক্রম. নং.	টেন্ডার নং.	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৬০২৬০০০৫৪	১৫/০৭/২৬	পিএসসি স্লিপারে স্টিল প্লেটের জয়েন্ট/ইনসুলেটেড গ্লুড জয়েন্টের জন্য উচ্চতর টো লোড সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ (ইআরসি) কে ক্লিপ ইত্যাদি	৬০০০০০টি	১৪১৬০০০/-
২	৮১২৫১১০৫৪	০৮/০৭/২৬	শিল্প প্রয়োগের জন্য তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস	৩৬১১৩৬ কেজি	৭০২৩৪০/-
৩	৭৫২৬৩৫৫২৮	১৬/০৭/২৬	এসি কোচের জন্য ভিনাইল কোটেড আপহোলস্টারি ফ্যাব্রিক (কৃত্রিম চামড়া) ইত্যাদি	৪৪০৫৫ মিটার	২৭৮৪১০/-
৪	৭৫২৬৩০৪৯	০৯/০৭/২৬	রোলে ফ্লেক্সিবল পলি ভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং শিট ইত্যাদি	৯১০টি	৮৫৪৪১০/-
৫	৪৫২৬৩০১২০	১৩/০৭/২৬	১২০ এএইচ ক্যাপাসিটির ভালভ রেগুলেটেড লিড অ্যাসিড ব্যাটারি সরবরাহ ইত্যাদি	৭৪২ সেট	২০০০০০০/-
৬	আইজি ২৬৫৭৩৬	১৫/০৭/২৬	লো মেইনটেন্যান্স লিড অ্যাসিড স্টেশনারি সেকেন্ডারি সেল ২ভি ৩০০ এএইচ ইত্যাদি	৬৫০টি	১১৫০৭০/-
৭	[illegible]	২০/০৭/২৬	রিলে কিউটি-৫২ সরবরাহের জন্য রানিং কন্ট্রাক্ট/প্রাইস অ্যাগ্রিমেন্ট ইত্যাদি	৬০০০টি	৫২৪১০০/-
৮	৮০২৬৩০৪২	২০/০৭/২৬	অয়েল হাইড্রোলিক। আইএস: ১০৩২২/১৯৮৩, গ্রেড ভিজি-৬৮	১০৬৬৮০ লিটার	১৮১৪৫০/-
৯	ডিইএম/২০২৬ বি/৭৬৬১২৫৫	১৩/০৭/২৬	দৈনিক ইনডোর কার্যক্রম হাউসকিপিং সার্ভিস আউটসোর্সিং ইত্যাদি	০২ বছর	৪৬১৯১৯/-
১০	৫০২৬৩০১৮	১৭/০৭/২৬	সমস্ত আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ সম্পূর্ণ ২ এমবি প্রোগ্রামেবল প্রাইমারি ডিজিটাল ড্রপ ইনসার্ট মাল্টিপ্লেক্সার সরবরাহ	৩২ সেট	১২৩৯১০/-
১১	৮০২৬১৮৬১	৩১/০৮/২৬	মেইন ট্রান্সফর্মারের জন্য ইনহিবিটেড মিনারেল ইনসুলেটিং অয়েল ইত্যাদি	৩০৪৭১০ লিটার	৫৪৫৮০০/-
১২	আইজি ২৬৫২৭৯৫	২০/০৭/২৬	এডিএসএস-এর অধীনে সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনের জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহ	টেন্ডার অনুযায়ী	৪৩১১১০/-
১৩	৮০২৬৩০৩৪	০১/০৯/২৬	১৮ কেজি প্যাকে শেল গ্যাডাস এসও ভি ৪১ পি ২.৫ গ্রিজ ইত্যাদি	১৪৫৩৬ কেজি	৬৫৩৯১০/-
১৪	৩৮২৬৩৯৯৪	১১/০৭/২৬	এক্সটিস ডিজাইন বিএমবিএস-এর জন্য রেপ অ্যারেঞ্জমেন্ট সেট ইত্যাদি	১৩৩০টি	২১১১১০/-
১৫	৩৮২৬৩০০৭	১৬/০৭/২৬	অ্যাপ্রেক্সের এইচটিসিসিসি-র জন্য নাকেল ইত্যাদি	৩৬০০০টি	২০০০০০০/-
১৬	৩৮২৬৪০১০৪	২৩/০৭/২৬	এক্সটিস ডিজাইন বিএমবিএস-এর ক্যাসনার বল্টির পিএইচ কিট ইত্যাদি	৩১৮০ সেট	২৫০১০০/-
১৭	৩৩২৬৩০৫৩৬	১২/০৮/২৬	এয়ার স্প্রিংয়ের জন্য বগি ফ্রেম অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি	২৪টি	১৬১৪৩০/-
১৮	৩৩২৬৩০১৩	০৫/০৮/২৬	বল জয়েন্ট রোল লিংক ইত্যাদি	৯১০০টি	৩০৩৩৪০/-
১৯	৩০২৬৩৬১৩	০৩/০৮/২৬	ফিড পাইপের জন্য হোজ কাপলিং ইত্যাদি	২০৩০০টি	৭৪৬৪৫০/-
২০	জিএসডি-কেজিপি-আনলোড-লোড২৬-২৮বি	২০/০৭/২৬	ডেপুটি সিএমএম/জিএসডি/কেজিপি-এর অধীনে জেনারেল স্টোরস ডিপো/কেজিপি-এর ০১টি ডিপোতে ০২ বছর মেয়াদে রেলওয়ে উপকরণ লোডিং-আনলোডিং ও স্তূপ করা	২৪০০০ মেট্রিক টন	১১৪১০০/-
২১	৪৩২৬৩০২৬	২৪/০৭/২৬	স্কুল কম্প্রেসার মডেল নম্বর জেডআর ৬১ কেসিই, টিএফডি ৫২২-এর অনুরূপ ইত্যাদি	৭২৮টি	৭২৫৫৭০/-
২২	২৫২৫১১৪২বি	০৭/০৭/২৬	এয়ার ব্রেকের ওভারহল রাবার কিটের সেট	১০০৩ সেট	১১২৩১০/-
২৩	২৯২৬০০২৬	০৮/০৭/২৬	এফএস অল স্টিল লক নাট	৩৫১১১টি	১৪৬৫১০/-
২৪	২৫২৬১২৫১	১৩/০৭/২৬	লোকো মেইন ট্রান্সফর্মারের জন্য অয়েল কুলার রেডিয়েটর	৩৩টি	৪৫৩৮১০/-
২৫	১৬২৬৩০০১	২৭/০৭/২৬	সিসিবি-II আইআর-এর সমস্ত এলআরইউ-র ওভারহল কিট ইত্যাদি	১০ সেট	১৭৫৩৫০/-
২৬	২৯২৬৩১৫১	২৯/০৭/২৬	অ্যাক্সেল বক্স বিয়ারিংয়ের সেট	১৭৮ সেট	৩৪৪৭৭০/-
২৭	২৯২৬৫১৩৩	০৩/০৮/২৬	লাবিরিন্থ ও বিয়ারিং ক্যাপের সেট ইত্যাদি	২০০ সেট	১৭১৭২০/-
২৮	২৯২৬৩২৪৩	০৩/০৮/২৬	জিরকোনিয়াম কপার ব্যবহার করে সম্পূর্ণ রোটর	১৬টি	২১৩৩৫০/-
২৯	২৫২৬১৩০৮	০৮/০৮/২৬	কন্টাক্টর সেট (সিলভার টিপ)	৫৩২ সেট	২৩৪১৭০/-
৩০	২৫২৬৩৫৫৫	১৭/০৮/২৬	১৫০০ এম্পিয়ারের জন্য কন্টাক্ট সেগমেন্ট ইত্যাদি	৩৮৫টি	২০৮৭৭০/-
৩১	২৯২৬৩১৯১৫	২০/০৮/২৬	অয়েল কুলিং ইউনিটের ইম্পেলার	৪৪৩টি	৪৭১৮৪০/-
৩২	১১২৬৩৪৩৬	২৪/০৮/২৬	মডিফাইড ট্রানজিশন স্ক্রু কাপলিংয়ের জন্য ব্র্যাকেট	৩১৮টি	১১৪৩৪০/-
৩৩	২৯২৬৩০৮৬	২৬/০৮/২৬	৬৩-২৫০ভি সুইচের সেট	৬৫০ সেট	৩৩৮৭৭০/-
৩৪	২৯২৬৩১২৪	২৭/০৮/২৬	প্যান্টোগ্রাফের জন্য স্প্রিংলোডেড সুইচের সেট	১০৩৩ সেট	৩৯৪০১০/-
৩৫	২৯২৬৩২৯৭	০১/০৯/২৬	এমবিবি ভিত্তিক প্রাথমিক ব্রেকার ডিসপ্লে ইউনিট	১০৪টি	৩৯৭৬১০/-
৩৬	২৯২৬৩৩০০	০৭/০৯/২৬	মেটালিক পাইপের সেট ইত্যাদি	৪০টি	১০৭৬১০/-

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বিস্তারিত তথ্য/বিশেষত্বের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে হবে এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। বিঃদ্রঃ: সম্ভাব্য বিডারদের অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীতে প্রকাশিত যেকোনো করিজেন্ডামের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(PR- 370)

হরমুজ পেরিয়ে ভারতে আসছে সারবাহী ৪ জাহাজ, আপাতত স্বস্তি

দিল্লি, ২৩ জুন— ইরান-আমেরিকা শান্তি সমঝোতার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালী। কয়েক মাসের সংঘাতের জেরে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়া এই জলপথ দিয়ে আবারও পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন সার ও কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল নিয়ে ভারতগামী চারটি জাহাজ নিরাপদে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করেছে। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও পুরোপুরি স্বস্তিতে নেই সংশ্লিষ্ট মহল। কারণ, স্বাভাবিকতার ইঙ্গিত মিললেও অনিশ্চয়তার মেঘ এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতে আসা চারটি জাহাজে রয়েছে প্রায় ৯২ হাজার টনের বেশি ইউরিয়া, ৫৫ হাজার টন ডিএপি এবং ৩২ হাজার টনেরও বেশি সালফার। জাহাজগুলি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কৃষ্ণপত্তনম, কাকিনাদা, পারাদ্বীপ এবং মুন্দ্রা বন্দরে পৌঁছবে। বিশেষ পর সেগুলি সরাসরি দেশের সার মজুতের ভাণ্ডারে যুক্ত হবে। এই সার চলতি খরিফ মরসুমে কৃষকদের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

কিন্তু এই ইতিবাচক খবরের পাশাপাশি উদ্বেগের কারণও রয়েছে। এখনও হরমুজ প্রণালীর ভেতরে ও আশপাশে প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টন ইউরিয়া এবং আড়াই লক্ষ টনের কাছাকাছি ডিএপি সার আটকে রয়েছে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল শুরু হলেও সারবাহী ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি ছন্দে ফেরেনি।

রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের তথ্য বলছে, দেশের সারের মজুত বর্তমানে আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক বাজার থেকেও অতিরিক্ত ইউরিয়া সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে আপাতত খরিফ মরসুমে সারের ঘাটতির আশঙ্কা নেই বলেই মনে করছে সরকার। তবে বিপুল পরিমাণ পণ্য এখনও আটকে রয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এখনো অনেকটাই অনিশ্চিত।

তবু বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতির উপর এখনও সতর্ক নজর রাখা প্রয়োজন। কারণ যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ এখনও অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ইরান স্পষ্ট জানিয়েছে, হরমুজ আর আগের অবস্থায় ফিরবে না এবং এই জলপথে তাদের নজরদারি আরও বাড়বে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের কোনও ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে আমেরিকার সঙ্গে একটি বিশেষ হটলাইন চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ অচলাবস্থার পর হরমুজ ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতার পথে চলা শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আলোচনার জেরে হরমুজ দিয়ে জাহাজ চলাচল বাড়ছে। মেরিনট্রাফিকের তথ্যানুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ২ ডজন বাণিজ্যিক জাহাজ এই করিডোর দিয়ে যাতায়াত করেছে।

বৌংক ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
এক পরিবার এক বৈংক

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলিয়ড হাউস, ৩, এন এস রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১, টেলি ঃ ৯০৮৮১০৭৩৬২
ই-মেল ঃ dzmkolkata@mahabank.co.in

অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (১২) তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২-এর রুল ৮-এর অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, আলোচ্য বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাদের আহ্বান জানিয়ে ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তার প্রেক্ষিতে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত তারিখে উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) তৎসহ পঠিত উক্ত রুলের রুল ৮-এর অধীনে তাঁর ওপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহের অধিগ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে/বন্ধকদাতাকে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তিসমূহ নিয়ে লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিসমূহের কোনও লেনদেন করা হলে, নিম্নলিখিত পরিমাণের জন্য ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র-এর চার্জসাপেক্ষ গণ্য করা হবে।

ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার/আইনি উত্তরাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিসের তারিখ খ) অধিগ্রহণের তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিস অনুযায়ী দাবির পরিমাণ
১. মি. সোমনাথ ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা) এবং মিসেস শ্যামলী ব্যানার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা) শাখা ঃ বর্ধমান	জমির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যাতে রয়েছে এলআর প্লট নং ৫৮১৮, এল.আর কেএইচ নং ৩১৬৪, জেএল নং ১০৬, ফ্ল্যাট/হাউস নং বিল্ডিং/উইং - ফ্লোর - ০১, আয়তনের পরিমাপ ১৩০৭ বর্গফুট, কুরমুন, থানা বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, মৌজা কুরমুন, এরিয়া/ভিলেজ কুরমুন, তালুকা/তহসিল/সাব ডিস্ট্রিক্ট - কুরমিন লি, শহর - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩১০২ এবং সেখানে স্থিত নির্মাণ, **চারদিকের পরিসীমা ঃ উত্তরে ঃ** রাস্তা; **দক্ষিণে ঃ** মি. কৃষ্ণধন গোস্বামীর সম্পত্তি, **পূর্বে ঃ** অসিত গোস্বামীর সম্পত্তি, **পশ্চিমে ঃ** নাড়ু ঘোষের প্লট।	ক) ২৫.০২.২০২৬ যা প্রকাশের তাং ৩১.০৩.২০২৬ খ) ২২.০৬.২০২৬ গ) বকেয়া পরিমাণ ঃ **৩৭,৪২,৭১৬ টাকা** (সাঁইত্রিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশো ষোল টাকা মাত্র) এবং ২৫.০২.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর প্রযোজ্য হারে অপ্রযোজ্য সুদ ভবিষ্যত ধার্য সুদ, অন্যান্য চার্জসমূহ, যা ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে
২. মি. মিলন খোরাট (ঋণগ্রহীতা) ও মি. অরুণ খোরাট (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং গ্যারান্টারগণ ঃ মি. সৌরভ খোরাট ও মিসেস সায়নী খোরাট শাখা ঃ বর্ধমান	আবাসিক (এলআইজি)-এর ইক্যুইটেবল মর্টগেজ সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যাতে রয়েছে প্লট নং/এস. নং/সিটিএস নং/প্যাট নং/মিলকট নং এলআর প্লট নং ১৩৭৪, ফ্ল্যাট/হাউস নং বিল্ডিং/উইং - ফ্লোর - ০০, জঙ্গীপুর, রাজারামপুর, থানা - জামালপুর, জঙ্গীপুর রাজারামপুর জোতশ্রীরাম জিপি, এরিয়া/ভিলেজ - জোতশ্রীরাম, আয়তনের পরিমাপ ৮৭১.২ বর্গফুট, তৎসহ একত্রে বিল্ডিং এবং কাঠামো/আবাসিক ব্লক যা নির্মিত হয়েছে/নির্মাণ করা হবে তার পরিমাপ ১৬০৮ বর্গফুট যাতে রয়েছে ৫টি ঘর তৎসহ ফিক্সচারস, তালুকা/তহসিল/সাব ডিস্ট্রিক্ট - থানা - জামালপুর, শহর - জামালপুর, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩৪০৮। **চারদিকের পরিসীমা ঃ উত্তরে ঃ** পুকুর; **দক্ষিণে ঃ** মি. নিশির খোরাটের সম্পত্তি, **পূর্বে ঃ** অভিজিত খোরাটের সম্পত্তি, **পশ্চিমে ঃ** প্যাসেজ।	ক) ২১.০২.২০২৬ খ) ২২.০৬.২০২৬ গ) বকেয়া পরিমাণ ঃ **২০,৭৮,২৫৭.৪৩ টাকা** (কুড়ি লাখ আটাত্তর হাজার দুইশো সাতান্ন টাকা ও তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং ২১.০২.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর প্রযোজ্য হারে অপ্রযোজ্য সুদ ভবিষ্যত ধার্য সুদ, অন্যান্য চার্জসমূহ
৩. মি. শ্রীকান্ত অধিকারী (ঋণগ্রহীতা) এবং মিসেস ইলা অধিকারী (সহ-ঋণগ্রহীতা) শাখা ঃ বর্ধমান	সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশের ইকুইটেবল মর্টগেজ যাতে রয়েছে এলআর প্লট নং ৫৪৮৩/৮৪৫৫, ফ্লোর-০১, কুরমুন পশ্চিমপাড়া কুরমুন হাই স্কুলের কাছে, পোঃ কুরমুন থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, কুরমুন হাই স্কুলের কাছে, এরিয়া/ভিলেজ - কুরমুন, সাব ডিস্ট্রিক্ট - কুরমুন ১ জিপি, শহর - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩১০২। **চারদিকের পরিসীমা ঃ উত্তরে ঃ** ১২ ফুট মোরাম রাস্তা; **দক্ষিণে ঃ** খালি জমি, **পূর্বে ঃ** মালিকের বাসস্থান, **পশ্চিমে ঃ** খালি জমি।	ক) ২৩.০৩.২০২৬ খ) ২২.০৬.২০২৬ গ) বকেয়া পরিমাণ ঃ **১৬,৭২,১০১ টাকা** (ষোল লাখ বাহাত্তর হাজার একশো এক টাকা মাত্র) এবং ডিমান্ড নোটিসের তারিখ অর্থাৎ ২৩.০৩.২০২৬ থেকে কার্যকর প্রযোজ্য হারে ভবিষ্যত ধার্য সুদ

তারিখ ঃ ২৩.০৬.২০২৬, স্থান ঃ কলকাতা
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র-এর তরফে, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার

কাতারে ১২ ভারতীয়র মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ জয়শঙ্করের

দিল্লি, ২৩ জুন— কাতারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল রাস লাফানে ভায়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১৩ জন। তাঁদের মধ্যে ১২ জনই ভারতীয় নাগরিক। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। নিহতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ভারত সরকার।

মঙ্গলবার এক বার্তায় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানান, এই দুর্ঘটনার খবর তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। দোহায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস কাতার প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। নিহতদের মরদেহ দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

রবিবার গভীর রাতে রাস লাফান শিল্পনগরীর বারজান গ্যাস সরবরাহ কেন্দ্রে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এরপরই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তরল প্রাকৃতিক গ্যাস বা

এলএনজি উৎপাদন ও রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই শিল্পাঞ্চলে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কাতার সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ঘটনায় মোট ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১২ জন ভারতীয় এবং একজন পাকিস্তানি নাগরিক। আহত হয়েছেন আরও ৬৬ জন। তবে স্বস্তির খবর, আহতদের সকলেই আপাতত স্থিতিশীল এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রাথমিক তদন্তে কাতার প্রশাসনের অনুমান, এটি কোনও নাশকতার ঘটনা নয়। ইরানের হামলার জেরে আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া প্ল্যান্ট পুনরায় চালু করার সময় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। কাতারের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় পেট্রোলিয়ম ও প্রাকৃতিক গ্যাস সংস্থা কাতার এনার্জি এবং সেই দেশের জ্বালানি মন্ত্রক জানিয়েছে, বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোনও গ্যাস ছড়িয়ে পড়েনি এবং দেশের এলএনজি উৎপাদন বা রপ্তানি কার্যক্রমেও আপাতত কোনও প্রভাব পড়েনি।

লখনউ অগ্নিকাণ্ডে মৃত ১৮, গ্রেপ্তার ভবনের মালিক

লখনউ, ২৩ জুন— উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের আলিগঞ্জ এলাকায় একটি বাণিজ্যিক ভবনে ভয়াবহ আগুনে ১৮ জনের মৃত্য ঘটেছে। এই ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, ভবনটিতে অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত গাফিলতি রয়েছে। আলিগঞ্জ থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরে ছয় জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ওই ভবনের তিন মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন রামকৃষ্ণ উপাধ্যায়, বীরেন্দ্র প্রসাদ শুক্লা এবং তুষাঙ্ক কৃষ্ণ জয়সওয়াল।

ফর্ম নং ৩
[দেখুন রেগুলেশন-১৩(১)(এ)]
ঋণ পুনরুদ্ধার আদালত কলকাতা
(ডিআরটি ২)
অষ্টম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি জহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১
কেস নং: ওএ/৪২৫/২০২৫
অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) তৎসহ ডেবটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ)-এর নির্দেশে সমন।

ইএক্সএইচ নং: ৯৯০৩
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
বনাম
মেসার্স রয়্যাল ট্রেডিং

প্রতি,
(১) মেসার্স রয়্যাল ট্রেডিং, শেখ রমজানের স্বত্বাধিকারী, পীরবাবা টাওয়ার, ফোর্থ ফ্লোর, (ভোডাফোন টাওয়ারের কাছে), ইন্দা, খড়্গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০৫
(২) শেখ রমজান, শেখ জালিলের পুত্র, মেসার্স রয়্যাল ট্রেডিং- এর স্বত্বাধিকারী, পীরবাবা টাওয়ার, ফোর্থ ফ্লোর, (ভোডাফোন টাওয়ারের কাছে), ইন্দা, খড়্গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০৫
এছাড়াও: ধরিষা, পোস্ট অফিস- শোনাপাটনা, বেনাপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, পুলিশ স্টেশন- খড়্গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৩০৪

সমন

যেহেতু, ওএ/৪২৫/২০২৫ সম্মানীয় অধিকর্তা আধিকারিক/রেজিস্ট্রারের উপস্থিতিতে ২৫/০২/২০২৬ তারিখে নথিভুক্ত।
যেহেতু, এই সম্মানীয় বিচারসভা জানাচ্ছেন যে উক্ত আবেদনের সাপেক্ষে আপনাদের বিরুদ্ধে বাকি থাকা ৫৪০০৯১৬ টাকা আদায়ের জন্য অ্যাক্টের সেকশন ১৯(৪) (৩এ) অনুযায়ী সমন/ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। (সমস্ত নথি এবং নকল ইত্যাদির সাথে আবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে)।
অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) অনুযায়ী আপনি এবং অন্যান্য প্রতিবাদীদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:
(১) কেন ত্রাণের প্রার্থনা অনুমোদন করা উচিত নয় সেই ব্যাপারে সমন পাওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে;
(২) সম্পত্তির বা বিশদ বিবরণ অথবা সম্পত্তি ছাড়া অন্য সম্পদের এবং আবেদনকারী দ্বারা আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে উল্লেখ করা সম্পদের তথ্য প্রকাশ করতে হবে;
(৩) সুরক্ষিত সম্পত্তি এবং এই জাতীয় অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি যা প্রকৃত আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে প্রকাশ হয়েছে সেগুলি নিয়ে কোনও রকমের লেনদেন বা নিষ্পত্তি থেকে আপনাদের সংযত থাকতে হবে, যেহেতু এই সংক্রান্ত শুনানি এবং নিষ্পত্তি বাকি আছে;
(৪) আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতীত যে কোনও সম্পদ, সাধারণ ব্যবসায়িক কাজ ছাড়া আপনারা বিক্রয়, লিজ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন কোনও সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবেন না যার উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে এবং/অথবা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তিসমূহ যা আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে উল্লেখ করা বা প্রকাশ করা হয়েছে;
(৫) সাধারণ ব্যবসা এবং জমা পড়ার জন্য সুরক্ষিত সম্পদের বা অন্যান্য সম্পদের বিক্রির ক্ষেত্রে আপনি দায়ী থাকবেন, যার হিসাব এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এই সমস্ত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা অর্থনৈতিক সংস্থার সাথে যুক্ত।
এছাড়াও আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আবেদনকারীর কাছে একটি লিখিত বিবৃতি তার নকল-সহ দাখিল করা এবং ১২/০৮/২০২৬ তারিখে সকাল ১০:৩০-এর সময় রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হওয়া। যাতে ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদন শোনানো হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এই আদালতের সিল সমেত আমার দ্বারা প্রদত্ত হল ০৭/০৩/২০২৬ তারিখে।

স্বাক্ষর/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডিআরটি-২

যূকো বৈংক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা
৫, এল.এল.আর. সরণী, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০২০
ফিনান্সিং ব্রাঞ্চ ধর্মতলা
অ্যাপেনডিক্স-IV [রুল-৮(১)]
অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, **সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)**-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে, **ইউকো ব্যাঙ্ক, ধর্মতলা স্ট্রিট শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, আলোচ্য বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ হিসেবে **২৩.০২.২০২৬ তারিখে ৭৮,৬১,৭৫৪ টাকা (আটাত্তর লাখ একষট্টি হাজার সাতশো চুয়ান্ন টাকা মাত্র) (৩১.০১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ সমেত)** তৎসহ সুদ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স চিত্তরঞ্জন ব্লু প্রিন্ট (ঋণগ্রহীতা ইউনিট)** ঠিকানা ঃ ২১/২এ গোরাচাঁদ রোড, এন্টালি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৪, **স্বত্বাধিকারী ঃ শ্রী প্রদীপ কুমার গুপ্তা,** যেখানকার বাসিন্দা ঃ ২১/১/৩, গোরাচাঁদ রোড, এন্টালি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৪, **গ্যারান্টারগণ ঃ (১) মিসেস শীলা গুপ্তা ওরফে শ্রীমতী শীলা গুপ্তা ওরফে মিসেস শীলা গুপ্তা (জয়সওয়াল) স্বামী মি. রতন কুমার গুপ্তা (২) মিস রিদ্ধি গুপ্তা, (৩) মিসেস রূপা গুপ্তা, (৪) মিসেস কবিতা বিশ্বাস, স্বামী মি. গৌরাঙ্গ বিশ্বাস (৫) সোনু গুপ্তা, (মি. রতন কুমার গুপ্তার আইনি উত্তরাধিকারী, গ্যারান্টার ঃ মৃত), (৬) সানি গুপ্তা, (মি. রতন কুমার গুপ্তার আইনি উত্তরাধিকারী, গ্যারান্টার ঃ মৃত), (৭) অমরনাথ গুপ্তা (মি. রতন কুমার গুপ্তার আইনি উত্তরাধিকারী, গ্যারান্টার ঃ মৃত)**কে আহ্বান জানিয়ে ২৩.০৩.২০২৬ তারিখে ডিমান্ড নোটিস জারি করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন, ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী অদ্য ২০.০৬.২০২৬ তারিখে আইনের ধারা **১৩(৪)** তৎসহ পঠিত উক্ত রুলের রুল ৯-এর অধীনে তাঁর ওপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির অধিগ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা আলোচ্য সম্পত্তিসমূহ নিয়ে লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির কোনও লেনদেন করা হলে ২৩.০২.২০২৬ তারিখে ৭৮,৬১,৭৫৪ টাকা (আটাত্তর লাখ একষট্টি হাজার সাতশো চুয়ান্ন টাকা মাত্র) (৩১.০১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ধার্য সুদ সমেত) এবং পুনরায় ধার্য সুদ তৎসহ উক্ত পরিমাণে ইন্সিডেন্টাল এক্সপেন্সেস, কস্টস, চার্জেস ইত্যাদি পরিমাণের জন্য **ইউকো ব্যাঙ্ক, ধর্মতলা স্ট্রিট শাখা**-এর চার্জসাপেক্ষ গণ্য করা হবে।
সিকিওরড অ্যাসেটসমূহ রিডিম করতে, প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে, আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮)-এ প্রদত্ত সংস্থানের প্রতি ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ডিড নং ০৩০২৭ ইয়ার ২০০৮ ঃ রতনকুমার গুপ্তা এবং শীলা গুপ্তার নামে ডিড।
সম্পত্তির শিডিউল ঃ সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ৪ ছটাক ১৩ বর্গফুট পরিমাপের জমি নামিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশে তৎসমেত একতলা বিল্ডিং যাতে রয়েছে দুই বেডরুম এক কিচেন এক ডাইনিং রুম এক বারান্দা বাথরুম যার আয়তন কমবেশি ৯৬০ বর্গফুট যার প্রেমিসেস নং ১০ দক্ষিণ মধ্য ফর্তাবাদ, ২৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনে, থানা - সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগনা, যার সন্নিহিত মৌজা-বারহান্সফর্তাবাদ, আর.এস. নং ৭, তৌজি নং ১০৯, জে.এল. নং ৪৭, খতিয়ান নং ১৬০৪ এবং ১৫১৭ যথাক্রমে, দাগ নং ৩০০৯/৪৩৬০ এবং ৩০০৯ যথাক্রমে তৎসমেত শিডিউল সম্পত্তির উত্তর দিকে ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ ব্যবহারের অধিকার যেটি পূর্বদিকে কমন প্যাসেজের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তৎসহ ইজমেন্ট রাইট এবং জলের লাইন, বিদ্যুতের লাইন বিছানো এবং নিকাশীনালার সংযোগ করার অধিকার এবং শিডিউল সম্পত্তি সংলগ্ন সাইট প্ল্যানে **লাল** সীমানা দিয়ে চিহ্নিত যার **চারদিকের পরিসীমা ঃ উত্তরে ঃ** ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, **দক্ষিণে ঃ** দাগ নং ৩০০৮-এর খালি জমি, **পূর্বে ঃ** অজিত গায়েনের বাড়ি এবং দাগ নং ৩০০৯/৪৩৫৯, **পশ্চিমে ঃ** মি. বাসুদেব বিশ্বাসের বাড়ি, দাগ নং ৩০০৯। জমির আয়তন ০২ কাঠা ৪ ছটাক ১৩ বর্গফুট, যেটি ইটের তৈরি সীমানা প্রাচীর এবং বর্তমান একতলা আবাসিক বিল্ডিং দ্বারা চিহ্নিত।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. ডিড নং ১০৩০ ইয়ার ২০০২ ঃ শীলা গুপ্তার নামে ডিড।
সম্পত্তির শিডিউল (১) ঃ চারতলা ইটের তৈরি বিল্ডিং পরিসরের সমগ্র অংশ তৎসহ অন্যান্য সকল আউটহাউস, ওপেন স্পেস এবং অন্যান্য ইলেকশনস, ফিটিংস এবং ফিক্সচারস তৎসহ একত্রে জমির বা মাটির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যার ওপর বিল্ডিং নির্মিত হয়েছে এবং/বা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ২১/২-এ, গোরাচাঁদ রোড, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০১৭ এবং সংলগ্ন ম্যাপে/প্ল্যানে **লাল** সীমানা দিয়ে চিহ্নিত এবং **চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো ঃ উত্তরে ঃ** গোরাচাঁদ রোড, **দক্ষিণে ঃ** পি-৮, দরগা রোড, **পূর্বে ঃ** দরগা রোড, **পশ্চিমে ঃ** সৌমিন নিয়োগীর আওতাধীন জমি।
উপরোক্ত এর প্রেক্ষিতে শিডিউল (২) ঃ একটি দোকানঘরের সমস্ত অংশে যার পরিমাণ কমবেশি ১২৪ বর্গফুট, শিডিউল পরিসরের একতলায় মাঝের অংশে অবস্থিত, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মিউনিসিপ্যাল প্রমিসেস নং ২১/২এ, গোরাচাঁদ রোড, থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা মেট্রোপলিটন নগরে, পোস্টাল পিন কোড নং - ৭০০০১৭, ওয়ার্ড নং ৬৪, বিশদে এবং নির্দিষ্টভাবে সংলগ্ন ম্যাপে/প্ল্যানে **লাল** সীমানা দিয়ে চিহ্নিত তৎসহ জমির আনুপাতিক অংশে এবং কমন রাইট, ইজমেন্ট এবং অ্যাপার্টিন্যান্সেস যার **চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো ঃ উত্তরে ঃ** কর্পোরেশন রোড অর্থাৎ গোরাচাঁদ রোড, **দক্ষিণে ঃ** প্রেমিসেস নং ২১-৩এ, গোরাচাঁদ রোড নামিত বিল্ডিংয়ের অংশ, **পূর্বে ঃ** বিল্ডিংয়ের শপ রুম যা প্রেমিসেস নং ২১-২এ, গোরাচাঁদ রোডের প্রোমোশন, **পশ্চিমে ঃ** বিল্ডিংয়ের শপ রুম যা প্রেমিসেস নং ২১-২এ, গোরাচাঁদ রোডের অংশবিশেষ।
প্রেমিসেস নং ২১/২এ, গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা-৭০০০১৭-এর একতলা একটি বাণিজ্যিক জায়গা। শপের নাম ন্যাশনাল ব্লু প্রিন্ট।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ডিড নং ১৫০২০৩৬৮০ ইয়ার ২০০৩ ঃ কবিতা বিশ্বাসের নামে ডিড।
সম্পত্তির শিডিউল ঃ ইটের তৈরি সীমানা প্রাচীর এবং জমিতে দাঁড় করানো দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং দ্বারা চিহ্নিত স্যালি ল্যান্ডের সমস্ত অংশ। উক্ত জমির আয়তন ১ কাঠা ৫ ছটাক, যার মধ্যে ০.২৫ শতক যা সম্বলিত আরএস দাগ নং ৩৩৯, এলআর দাগ নং ৩৫৫, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৩৪, জে.এল. নং ৪, তৌজি নং ২৯৯৮, মৌজা - দশদ্রোন, থানা - রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা তৎসহ একত্রে প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য উত্তর দিকে ১২ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ ব্যবহারের অধিকার। **উত্তরে ঃ** ১২ ফুট কমন প্যাসেজ, **দক্ষিণে ঃ** আর.এস. দাগ নং ৩৫৬, **পূর্বে ঃ** আর.এস. দাগ নং ৩৫৫, **পশ্চিমে ঃ** আর.এস. দাগ নং ৩৫৫।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ডিড নং ১৯০১০৬৯৩৭ ইয়ার ২০০৪ ঃ রতনকুমার গুপ্তা এবং প্রদীপকুমার গুপ্তার নামে লিজড সম্পত্তি।
সম্পত্তির শিডিউল ঃ প্রেমিসেস নং ২১/৩ গোরাচাঁদ রোড, থানা বেনিয়াপুকুর, কলকাতা- ৭০০০১৪-এর একতলায় সামনের রাস্তার দিকে প্রায় ৯ ফুট . ৪.৫ ফুট এবং ১৩.৫ ফুট . ৬ ফুট পরিমাপের ১ (এক)টি ঘরের সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার **চারদিকের পরিসীমা নিম্নলিখিতমতো, অর্থাৎ ঃ উত্তরে ঃ** গোরাচাঁদ রোড, **দক্ষিণে ঃ** ২১/৩ গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা-৭০০০১৪-এর গ্যারাজ, **পূর্বে ঃ** ২১/৩, গোরাচাঁদ রোডের দারোয়ানের ঘর, **পশ্চিমে ঃ** ২১/৩, গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা-৭০০০১৪-এর সীমানা প্রাচীর।
এটি একটি বাণিজ্যিক জায়গা। শপের নাম চিত্তরঞ্জন ব্লু প্রিন্ট। ডিড-এর ধরন ঃ এটি ০১.১১.২০০৩ তারিখ থেকে শুরু হওয়া ৯৯ বছরের লিজ।

তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
স্বাঃ
অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

যূকো বৈংক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক
কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়
৫, এল.এল.আর সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০২০, দূরভাষ: ০৩৩-৪৮০৯০৮৭৮/ ৪৮০৯০৮৭৯, ই-মেল: zocalcutta.rec@ucobank.co.in
স্থাবর সম্পত্তিগুলি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ: ১৮.০৭.২০২৬
ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি (অগ্রিম মূল্য) দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির নিলামের ১ দিন আগে

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪ নম্বর) অনুসারে ইউকো ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক থাকা স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়।
যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অনুসারে নীচে উল্লেখ করা স্থাবর সম্পত্তি/গুলির দখল নিয়েছেন, নীচে দেওয়া আমাদের নির্দিষ্ট কিছু শাখার ঋণ অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য **'যেখানে আছে সেখানে এবং যা কিছু আছে তাই এবং কোনও রকম অবলম্বন ছাড়া'** শর্তে নীচের ছকে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে। এই বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হবে, প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইটটি হল: **https://www.baanknet.com**।
সম্পত্তিগুলির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য সংরক্ষিত মূল্য সারফায়েসি অ্যাক্ট অনুযায়ী ঠিক করা হয়েছে।
নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির সাম্প্রতিক ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট (১ বছরের আগেকার নয়) অনুসারে, আমাদের চার্জ এবং শাখার সঙ্গে আলোচনা করে সারফায়েসি পদক্ষেপ অনুসারে বিক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া গেছে, ১৮.০৭.২০২৬ তারিখে নিলামে বিক্রয় হওয়ার জন্য সিইসিপি-তে শাখাগুলির বলা অনুসারে সংরক্ষিত মূল্য ঠিক করে হয়েছে।

ক্র. নং	ক) আর্থিক শাখার নাম ও যোগাযোগের ফোন নম্বর খ) অনুমোদিত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নম্বর	নিম্নলিখিতদের নাম ও ঠিকানা ক) ঋণগ্রহীতা, খ) জামিনদাতা/ স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	ক) দাবির বিজ্ঞপ্তির তারিখ, খ) দখলের তারিখ, গ) দাবির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া অর্থরাশির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বর্ণনা	ক) সংরক্ষিত অর্থ খ) অগ্রিম জমার মূল্য (ইএমডি) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ ও সময়	মন্তব্য
১.	অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা অরুণ কুমার পাত্র ৭৮৯৪৯৪২০২৪	ক. আবেদনকারী-মেসার্স বুশ টি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড প্রোমোটার: ১. সঞ্জয় প্রকাশ বনসাল ২. মিসেস রীনা বনসাল জামিনদাতা: ১. সঞ্জয় প্রকাশ বনসাল ২. মিসেস রীনা বনসাল কর্পোরেট জামিনদাতা: ১. সেবক টাওয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড	ক) ০১.০৮.২০২৪ খ) ২৯.১১.২০২৪ গ) ৪০,৩৯,৯০,৮৫৫.৬৫ টাকা	সম্পত্তিটি মেসার্স সেবক টাওয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর নামে রয়েছে, যেটি শিলিগুড়ির সেবক রোডে অবস্থিত মৌজা- ডাবগ্রামের অধীনে, তৌজি নং- ৩, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- জলপাইগুড়ি, খতিয়ান নং- ২০৭৪ (পূর্বতন), নতুন খতিয়ান নং- ১৭৬/৫ ক) সি.এস প্লট নং ৪২১/৯৩১, থানা- ভক্তিনগর (পূর্বতন- রাজগঞ্জ), এস.আর.ও জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড- ৭৩৪০০১-এর অন্তর্ভুক্ত, পরিমাণ কমবেশি ২০.৫ কাঠা। **সীমানায় রয়েছে: উত্তরে:** অন্যান্যের খালি জমি; **দক্ষিণে:** বড় নালা এবং তারপরে মিঃ সঞ্জয় প্রকাশ বনসালের জমি ও ফিজিক হেলথ ক্লাব; **পূর্বে:** প্রতাপ মার্কেট এবং লক্ষ্মী ভবন এবং আনন্দলোক নার্সিং হোম এবং তারপরে সেবক রোড; **পশ্চিমে:** অঞ্চল রোড।	ক) ৯,৫৩,০০,০০০/- টাকা খ) ৯৫,৩০,০০০/- টাকা গ) ৫,০০,০০০/- টাকা ঘ) ১৮.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত	বাস্তবিক
২.	পার্ক সার্কাস শাখা কিশোর কুমার প্রধান শাখা প্রধান: ৯০৪১১২৭৯০৩	ক) আবেদনকারী: ১) অঞ্জন কুমার সাঁতরা ২) বর্ণালি সাঁতরা জামিনদাতা: খ) সন্দীপ কুমার সাঁতরা	ক) ০৫.০৭.২০১৬ খ) ১৫.০২.২০১৯ গ) ১৩,১৩,৫৪৩ টাকা	ফ্ল্যাট নং এফ-১, এফ-২, এফ-৩- এর সমস্ত অংশ, পরিমাণ ১৫৩২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দুটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সি-১, সি-২, গ্রাউন্ড ফ্লোরে পরিমাপ ২৫৯ বর্গফুট যা ০৩ তল ভবনের মধ্যে রয়েছে তৌজি নং ৩৪০/৩৪২, জে.এল. নং - ৪৩, আর.এস. নং - ২৫৩, খতিয়ান নং - ২৯৫, সি.এস. দাগ নং- ৩৮১ এবং আর.এস. দাগ নং- ২৩৩, মৌজা- চালুয়া, থানা- সোনারপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), হোল্ডিং নং ৯৪৩- হিসেবে নথিভুক্ত, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ২, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি। ফ্ল্যাটটি শ্রী অঞ্জন কুমার সাঁতরার নামে রয়েছে। **সীমানায় রয়েছে: উত্তরে:** আর.এস. দাগ নং ২৩৩; **দক্ষিণে:** ১০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; **পূর্বে:** অন্যান্যের জমি; **পশ্চিমে:** ১২ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ।	ক) ৩৮,২২,০০০ টাকা খ) ৩,৮২,২০০ টাকা গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) ১৮.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত	বাস্তবিক
৩.	অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা কলকাতা অরুণ কুমার পাত্র ৭৮৯৪৯৪২০২৪	ক) ঋণগ্রহীতা: দক্ষিণ বুধাখালি ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটি খ) জামিনদাতা: ১) মিঃ প্রশান্ত কুমার পাড়া ২) মিসেস স্বপ্না দাস	ক) ২০.০১.২০২০ খ) ২১.০৩.২০২০ গ) ৪,২৫,৪৯,৭৯৯.৬৪ টাকা	সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড ফ্লোরের সমস্ত অংশের পরিমাপ ১২৫২ বর্গফুট আচ্ছাদিত এরিয়া অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য একই সঙ্গে ভবনের নীচের জমি এবং কমন এরিয়ার অবিভক্ত নিরপেক্ষ ১/৬ ভাগ যার প্রেমিসেস নং- ৪৩বি, সদানন্দ রোড, পুলিশ স্টেশন- কালীঘাট, কলকাতা- ৭০০০২৬, ওয়ার্ড নং ৮৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এ.ডি. এস.আর. আলিপুরে রেজিস্ট্রিকৃত সংশ্লিষ্ট দলিল নং আই-৪৭৬৯/২০১১, ভলিউম নং- ২১, পৃষ্ঠা ৫৯৩-৬১০ যেটি শ্রী প্রশান্ত কুমার পাড়ার নামে রয়েছে। **সীমানায় রয়েছে: উত্তরে:** প্রেমিসেস নং- ৪১বি, সদানন্দ রোড; **দক্ষিণে:** প্রেমিসেস নং- ৪৭এ ও ৪৭বি, সদানন্দ রোড, কলকাতা- ২৬; **পূর্বে:** প্লট নং ১৪০ ও ১৪১; **পশ্চিমে:** প্রেমিসেস নং- ৪৩বি এবং সত্যেন্দ্র নাথ সরকারের নিজস্ব ৬ ফুট চওড়া প্যাসেজ।	ক) ৭৭,৬৪,৩০০ টাকা খ) ৭,৭৭,০০০ টাকা গ) ৫০,০০০ টাকা ঘ) ১৮.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত	বাস্তবিক
৪.	শকুন্তলা পার্ক শাখা সৌরভ ভট্টাচার্য শাখা প্রধান: ৮৬২০০২৭৩৩৯	ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মণ্ডল রাইস এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী: সন্দীপ মণ্ডল জামিনদাতা: সামিরা খাতুন	ক) ২৫.০৮.২০২৫ খ) ১৫.১১.২০২৫ গ) ৫০,১২,৫৯৫.৫৬ টাকা	বাস্তু জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ ০২ কাঠা ১০ ছটাক (কম বেশি) একই সঙ্গে সেখানে থাকা দুই তলা আবাসিক ভবন কাঠামো পরিমাপ প্রায় ২১৭৪ বর্গফুট (যার গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ ১২৮০ বর্গফুট এবং দ্বিতীয় তলের পরিমাপ ৮৯৪ বর্গফুট কম বেশি) মৌজা- নারিদানায় অবস্থিত, জে.এল. নং ২৭, সি.এস. দাগ নং ১৯৮৯ (পি), আর.এস. দাগ নং ২০০০ (পি), সি.এস. খতিয়ান নং ১১৬২, এল.আর. খতিয়ান নং ২২০৯ সাউথ গড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম- নারিদানা, পোস্ট- নারিদানা, থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৩০, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার ৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সম্পত্তিটি শ্রী সন্দীপ মণ্ডলের নামে রয়েছে, পিতা- শ্রী রমাপদ মণ্ডল। দলিল নং. ০৩৮৬৫, বই নং- ১, ভলিউম নং. ১৬০৪-২০২৪, পৃষ্ঠা নং. ১২০৩২৬ থেকে ১২০৩৪৯, ২০২৪ সাল। **সীমানায় রয়েছে: উত্তরে:** জগদীশ নস্করের জমি; **দক্ষিণে:** গোপীনাথ মণ্ডলের জমি; **পূর্বে:** ২০ ফুট পি.ডব্লু.ডি. রাস্তা; **পশ্চিম:** খালি জমি।	ক) ৭২,৭৮,০০০ টাকা খ) ৭,২৭,৮০০ টাকা গ) ৫০,০০০ টাকা ঘ) ১৮.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত	প্রতীকী
৫.	ইকেটিপি সার্ভে পার্ক শাখা অনুরাগ কুমার শাখা প্রধান: ৯৮০১০৩৭৭২৩	১. ঋণগ্রহীতা: সান্নিধ্য মার্কেটিং স্বত্বাধিকারী: শর্মিষ্ঠা দে ২. জামিনদাতা: মিঃ দেবব্রত দে মিসেস শর্মিষ্ঠা দে	ক) ২৮.০৪.২০২৩ খ) ১২.০৭.২০২৩ গ) ১৫,৯৭,২০৬.১৭ টাকা	একটি ৭৫৫ বর্গফুট পরিমাপের একতলার ফ্ল্যাট, যা রয়েছে রাই অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৩৩ বিধান পল্লী, থানা- রিজেন্ট পার্ক, বর্তমানে বাঁশদ্রোণী, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ০৮৪ সম্পত্তিটি রয়েছে মৌজা- কামডহরি, জেএল নং- ৪৯, ই/পি নং-৬৩/এ, এস/পি নং- ৫১/১, আরএস দাগ নং-১৩(পি) ও ১০৮(৮), প্রেমিসেস নং- ৫৩৩, বিধান পল্লী, ওয়ার্ড নং-১১২, কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত, থানা- রিজেন্ট পার্ক, বর্তমানে বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০ ০৮৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **সীমানা: উত্তরে-** ই/পি নং-৬৩/বি দ্বারা, **দক্ষিণে-** ই/পি নং-৬৩ দ্বারা, **পূর্বে-** ১২' ফুট চওড়া কেএমসি-র রাস্তা, **পশ্চিমে-** ই/পি নং-৬২ দ্বারা।	ক) ২৬,১৫,৪০০ টাকা খ) ২,৬২,০০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ১৮.০৭.২০২৬ তারিখে বেলা ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত	বাস্তবিক
৬.	যোধপুর পার্ক শাখা প্রিয় সিং শাখা প্রধান: ৭৮৩৫৮৩১৫৬২	১. আবেদনকারী: মিঃ সজ্জিত দাস ২. সহ-আবেদনকারী: মিসেস চম্পা দাস	ক) ০৮.১০.২০২৫ খ) ০৬.১২.২০২৫ গ) ৬৬,৪০,৬২২.৪২ টাকা	জমির সমস্ত অংশের পরিমাপ প্রায় ৪৯.৪৪৬ একর, যা রয়েছে মৌজা- পারুই, (জেএল নং- ০৩) এবং চক জোটিশিবরামপুর (জেএল নং- ২৫) থানা- মহেশতলা, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ যার ফ্ল্যাট নং -৯এফ, দশম তলায়, ব্লক নং- ২৫, প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমিতে নির্মিত আবাসন প্রকল্পের টাইপ-বি, এলিট (হাই) অংশে নির্মিত, যা 'গ্রিন ফিল্ড সিটি' নামে পরিচিত, জায়গার পরিমাপ ৮২০ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (কমবেশি), একই সঙ্গে সাধারণ জায়গাগুলিতে, অংশগুলিতে, সুযোগ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে অবিভক্ত আনুপাতিক পরিবর্তনশীল ভাগ যার ফলে কার্যকরী পরিমাপ ১০৬৫ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, এছাড়াও ১(এক)টি উন্মুক্ত গাড়ি পার্ক করার জায়গা এবং বাড়ির জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগ, যে সবকিছু ফ্ল্যাট মালিক মিঃ সজ্জিত দাসের নামে রয়েছে। **সীমানায় রয়েছে: উত্তরে:** ব্লক নং-২৪; **দক্ষিণে:** ব্লক নং- ২৬; **পূর্বে:** ব্লক নং-২১; **পশ্চিমে:** ক্লাব হাউস।	ক) ৪৮,৩৬,০০০ টাকা খ) ৪,৮৪,০০০ টাকা গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) ১৮.০৭.২০২৬ তারিখে বেলা ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত	প্রতীকী
৭.	অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা, কলকাতা অরুণ কুমার পাত্র ৭৮৯৪৯৪২০২৪	ক) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স নিউ রায়কো খ) স্বত্বাধিকারী: মিসেস সুরভি রায় গ) জামিনদাতা: মিস্টার তারক রায়	ক) ০৬.০৯.২০২৪ খ) ২১.১১.২০২৪ গ) ২,০৫,৫১,৭০৫.৪৮ টাকা	সম্পূর্ণ সম্পত্তি একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২জি, ৩য় তলে অবস্থিত পরিমাপে সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৪২৫ বর্গফুট। তার সাথে জমির আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশে কমবেশি প্রায় ১ বিঘা ২ কাঠা মৌজা সোদপুর জে এল নং ১০, আর এস নং ৩২, তৌজি নং ১৫৫ সিএস খতিয়ান নং ৬৪৭/১, আরএস খতিয়ান নং ২৬৫৬, সিএস এবং আর এস দাগ নং ১১০৩ থানা - খড়দহ এ.ডি.এস.আর.ও. ব্যারাকপুর, পানিহাটি পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬, ওয়ার্ড নং ১২ (পুরানো), ওয়ার্ড নং ১৩ (নতুন), জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১০। সম্পত্তিটি মিস্টার তারক রায় এর নামে নথিভুক্ত।	ক) ১৪,৮০,০০০ টাকা খ) ১,৪৮,০০০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা ঘ) ১৮.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত	বাস্তবিক
৮.	অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শাখা, কলকাতা অরুণ কুমার পাত্র ৭৮৯৪৯৪২০২৪	ক) আবেদনকারী: ১) মেসার্স মা সন্তোষী ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড অংশীদার: মিস্টার অসিত বরণ রায় সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় চন্দ্রাণী রায় জামিনদাতা: অসিত বরণ রায় সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় চন্দ্রাণী রায়	ক) ০৪.০৫.২০২১ খ) ১৪.০৭.২০২১ গ) ৯২,৫৯,৭২৩.০৪ টাকা	সমস্ত সম্পত্তির জমি পরিমাপে কমবেশি প্রায় ১ কাঠা ০৮ ছটাক এবং বিদ্যমান দ্বিতল আবাসিক বাড়ি (বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহৃত) ৪১/২৩/১ মাকড়দহ রোড, পোস্ট অফিস - কদমতলা, থানা - ব্যাঁটরা, ওয়ার্ড নং ২২, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত, মৌজা - ব্যাঁটরা, জে এল নং ২০, আর এস খতিয়ান নং ৮৬, দাগ নং ২৩/১০৯ বন্ধু মিলন সংঘ ক্লাবের কাছে, জেলা - হাওড়াতে অবস্থিত। সীমানা: উত্তরে: ক্যালকাস্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর ফ্যাক্টরি, দক্ষিনে: কমন রাস্তা এবং মিনতি বকশির জমি, পূর্বে: কমন রাস্তা এবং মাকড়দহ রোড এবং মিনতি বকশীর জমি, পশ্চিমে: মিনতি বকশির জমি এবং কমন রাস্তা।	ক) ৫১,৫০,০০০ টাকা খ) ৫,১৫,০০০ টাকা গ) ৫০,০০০ টাকা ঘ) ১৮.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত	বাস্তবিক

নিয়ম ও শর্তাবলী:
১. নিলামের বিক্রয় 'অনলাইন ই-নিলামের পোর্টাল'-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, পোর্টাল- **https://www.baanknet.com**।
২. উৎসাহী দরদাতা/ক্রেতাদের তাঁদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি দিয়ে পোর্টালে (**https://www.baanknet.com**) রেজিস্টার করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সাথে তাদের কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। একবার ই-নিলামের পরিষেবা দাতা দ্বারা কেওয়াইসি নথি যাচাই হয়ে গেলে (২টি কার্য দিবস লাগতে পারে) দরদাতা/ক্রেতারা অগ্রিম মূল্য (ইএমডি) অনলাইন মাধ্যমে তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে পোর্টালে উল্লেখ করা ওই নির্দিষ্ট সম্পত্তির নিলামের দিনের আগে পাঠিয়ে দিতে পারবেন। কেওয়াইসি নথির নথিভুক্তিকরণ এবং যাচাইয়ের এবং অগ্রিম মূল্যের পাঠানোর প্রক্রিয়া নিলামের আগে সম্পূর্ণ হতে হবে।
৩. দরদাতাদের গ্লোবাল ওয়ালেটের উপরে উল্লেখ করা অগ্রিম জমা দেওয়ার মূল্য (ইএমডি) এনইএফটির মাধ্যমে পাঠাতে হবে (**https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইট থেকে চালান তৈরি হওয়ার পর)। যে কোনও নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি করা যেতে পারে। চেক বা অন্য কোনও উপায়ে ইএমডি জমা গ্রাহ্য হবে না। অনলাইনে ইএমডি জমা না করা দরদাতারা ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। জমা করা অগ্রিম মূল্যের উপর কোনও সুদ লাগু হবে না।
৪. ই-নিলামের প্ল্যাটফর্মে (**https://www.baanknet.com**) ই-নিলামের পরিষেবাটি দেবে নিলামের পরিষেবাদাতা। আগ্রহী দরদাতাগণ/ ক্রেতাগণকে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের জন্য ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com**-এ যান। এই পরিষেবাদাতাই পোর্টালে ই-নিলামের অনলাইন প্রদর্শন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করবেন।
৫. বিক্রির শর্তাবলী-সহ বিক্রির বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে/ ওয়েব পেজ পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে/ পাওয়া যাচ্ছে- ক) **https://www.baanknet.com**।
৬. ই-নিলামের আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা বিক্রির বিজ্ঞপ্তি, ই-নিলামের শর্তাবলী, ই নিলামের কার্যকরী অংশের হেল্প ম্যানুয়ালের বিনামূল্যে অনলাইন কপি ডাউনলোড করতে পারেন ই-অকশন পোর্টাল থেকে (**https://www.baanknet.com**)।
৭. নিলামের সময় দরদাতাদের গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত অর্থ থাকতে হবে। (ইএমডি মূল্যের সমান বা বেশি)
৮. নিলামের সময় দরদাতাদের উচ্চ দর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। ইন্টার-সে বিডিং-এর সময় দরদাতাকে আগের নথিভুক্ত দরের থেকে বেশি মূল্যের দর দিতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর দর দেওয়ার জন্য দরদাতাদের ১০ (দশ) মিনিট সময় দেওয়া হবে। দশ মিনিট পূর্ণ হওয়ার পর যদি কোনও দরদাতার থেকে কোনও উচ্চতর দর পাওয়া না যায় সে ক্ষেত্রে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. বিক্রির বিজ্ঞপ্তি, ই-নিলামের শর্তাবলী, ই-নিলামের কার্যকরী অংশের হেল্প ম্যানুয়াল ভালো করে পড়া এবং কঠোরভাবে সেখানে নির্দেশিত পদ্ধতি পালন করা আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ই-নিলামের আগে অথবা ই-নিলাম চলাকালীন কোনও রকম অসুবিধা হলে সাহায্যের জন্য পরিষেবা দাতার অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে (**https://www.baanknet.com**)। বিশদ তথ্য ই-নিলামের পোর্টালে পাওয়া যাবে।
১০. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই-নিলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার পরে শুধুমাত্র সফল দরদাতাদের এসএমএস বা ই-মেলের মাধ্যমে উপরে দেওয়া পরিষেবাদাতার পক্ষ থেকে ফলাফল জানানো হবে। (দরদাতাদের দেওয়া এবং পরিষেবাদাতার কাছে রেজিস্টার হওয়া মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি-তে)।
১১. সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি সংরক্ষিত মূল্যের কম দামে বিক্রি হবে না।
১২. সফল দরদাতাদের সেই দিন অথবা একটি কাজের দিনের মধ্যে চূড়ান্ত দরের ২৫ শতাংশ, ইএমডি-র জমা দেওয়া টাকা বাদ দিয়ে জমা করতে হবে এবং বাকি মূল্য নিলামের ১৫ দিনের মধ্যে জমা করতে হবে। যদি ব্যাঙ্কারস চেক বা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে উল্লিখিত মূল্য দেওয়া হয় তবে তা **'UCO Bank' payble at KOLKATA ZONAL OFFICE** নামে হতে হবে। যদি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনও দরদাতা উক্ত মূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হন তবে দরদাতার আগে দেওয়া সমস্ত মূল্য বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ওই সম্পত্তির নতুন করে নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হবে। সংশ্লিষ্ট দরদাতার ওই মূল্যের এবং সম্পত্তিটির উপরে কোনও রকম দাবি থাকবে না।
১৩. বিক্রয়ের সমস্ত অর্থ ও নিয়ম সম্পন্ন হওয়ার পর অনুমোদিত আধিকারিক নিয়ম অনুসারে বিক্রয়ের শংসাপত্র দেবেন।
১৪. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং বিক্রয় শংসাপত্রের রেজিস্ট্রেশনের বা লেনদেনের খরচ যদি কিছু থাকে তবে তা সফল দরদাতারা বহন করবেন।
১৫. ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক সম্পত্তিগুলি (ই-নিলাম হওয়া) সংক্রান্ত ব্যাঙ্কের অজানা কোনও সরকারি বকেয়া অর্থ বা অন্য দায়ের জন্য দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী দরদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তারা নিজস্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমে সম্পত্তির সংবিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বা বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি কিছু রয়েছে কি না জেনে নিন।
১৬. কোনও প্রশাসনিক প্রয়োজন অনুযায়ী ই-নিলামের দিন ও সময় পরিবর্তনের দরকার হলে পরিষেবাদাতা দ্বারা দরদাতাদের দেওয়া এবং পরিষেবাদাতার কাছে রেজিস্টার হওয়া মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি-তে এসএমএস বা ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
১৭. অনুমোদিত আধিকারিক কোনও কারণ না দেখিয়ে কোনও দর নেওয়া বা বর্জন করার অথবা নিলাম স্থগিত / পিছানো / বাতিল করবার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এটা উল্লেখ করা দরকার এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কোনও ভাবে সম্পত্তিটি বিক্রি করবার অঙ্গীকার করা হচ্ছে না।
১৮. সম্পত্তির ব্যাপারে এবং প্রদত্ত তথ্যে তাঁরা খুশি কিনা তা যাচাই করে দেখা দরদাতাদের কর্তব্য। দরদাতার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিকের সাথে আলোচনা করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত।
১৯. নিলামের সময়ে ইন্টারনেটের সঠিক কানেকশন, এবং বিদ্যুৎ সংক্রান্ত জরুরি ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যাপারে দরদাতার সুনিশ্চিত হওয়া উচিত। কোনও রকম ইন্টারনেট বা বিদ্যুৎ যোগাযোগ বা প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য ই-নিলামে প্রভাব পড়লে সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।
২০. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী দরদাতারা সংশ্লিষ্ট ইউকো ব্যাঙ্কের শাখায় অফিসের সময়ে ক্রম নং ১৮.০৭.২০২৬ তারিখের আগে বা ওই দিন যোগাযোগ করতে পারেন।
২১. **এটি ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতা / বন্ধকদাতাদের জন্যও উপরিউক্ত ঋণ ও নির্দিষ্ট দিনে সম্পত্তি বিক্রয় বন্ধ করবার জন্য ১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি হিসাবেও ধরা যেতে পারে।**
২২. সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে সেখানে, যা কিছু আছে তাই'** এবং **'কোনও অবলম্বন ছাড়া'** শর্তে বিক্রি হবে। দরদাতারা নিজস্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমে সম্পত্তির সংবিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি কর বা বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি কিছু রয়েছে কিনা তা নিলামের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে জেনে নিন। নিলামের পরে এই জাতীয় কোনও খরচ দিতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ থাকবেন না।
২৩. উপরে দেওয়া তথ্যগুলি ব্যাঙ্ক এবং অনুমোদিত অফিসারদের পাওয়া সর্বোৎকৃষ্ট তথ্য। ব্যাঙ্ক বা অনুমোদিত অফিসার এতে কোনও রকম ভুল বা তথ্যগত ত্রুটি বা তথ্যের অনুপস্থিতির জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেন না।

তারিখ: ২২.০৬.২০২৬
স্থল: কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতা

অনিশ্চয়তার ধাক্কা ভারতীয় শেয়ার বাজারে

সেনসেক্স পড়ল প্রায় ৬০০ পয়েন্ট

মঙ্গলবার ভারতের শেয়ার বাজারে বড় ধরনের পতন লক্ষ্য করা গেল। দিনের শুরু থেকেই বাজার ছিল দুর্বল, তবে বেলা গড়াতেই সেই পতন আরও তীব্র আকার নেয়। দুপুর দেড়টা নাগাদ বিএসই পয়েন্টের আশেপাশে অবস্থান করে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই পতনের পিছনে একাধিক কারণ কাজ করছে। প্রধান কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতা এবং প্রযুক্তি খাতে চাপ। আন্তজার্তিক

সেনসেক্স ৫০০ পয়েন্টের বেশি পড়ে যায় এবং পরে প্রায় ৬৪৮ পয়েন্ট পর্যন্ত নেমে আসে। সূচক ঘোরাফেরা করে প্রায় ৭৬,৪৫২ পয়েন্টের কাছাকাছি। একই সঙ্গে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটি ৫০ সূচকও প্রায় ২১২ পয়েন্ট পড়ে গিয়ে প্রায় ২৩,৮৯০ পয়েন্টে দাঁড়ায়। ব্যাঙ্ক নিফটিতেও বড় পতন দেখা যায়, যা প্রায় ৬১২ পয়েন্ট কমে ৫৭,৩১৬ বাজারে বিশেষ করে এশিয়ার প্রযুক্তি শেয়ারগুলিতে বড় ধরনের বিক্রি দেখা গেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতীয় বাজারেও।

টেক সেক্টরে সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর প্রবৃদ্ধির কারণে শেয়ার বাজারে উত্থান দেখা গেলেও বর্তমানে সেই খাতে মুনাফা তোলার প্রবণতা ও বিক্রির চাপ বাড়ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পি সূচকেও বড় পতন দেখা গেছে, যা প্রায় ৯ শতাংশ পর্যন্ত নেমেছে বলে জানা গেছে। স্যামসাং এবং এসকে হাইনিক্সের মতো বড় প্রযুক্তি সংস্থার শেয়ারেও চাপ পড়েছে।

ভারতের বাজারেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নিফটি আইটি সূচক প্রায় ২ শতাংশের কাছাকাছি পড়ে যায়, যার ফলে সামগ্রিক বাজারেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আইটি খাতের দুর্বলতা বিনিয়োগকারীদের মনোভাবকে আরও সতর্ক করে তোলে।

অন্যদিকে, আন্তজার্তিক স্তরে ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাও বাজারকে প্রভাবিত করছে। আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য শান্তি আলোচনার ফলে তেলের দাম কমার আশা তৈরি হলেও, সেই স্থিতিশীলতা কতটা টেকসই হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এই অনিশ্চয়তার কারণেও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সতর্কতা বেড়েছে।

সব মিলিয়ে, বৈশ্বিক বাজারের চাপ, প্রযুক্তি খাতে বিক্রির ঝোঁক এবং অনিশ্চিত আন্তজার্তিক পরিস্থিতির কারণে ভারতীয় শেয়ার বাজারে এই বড় পতন দেখা গেছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

ইনফোসিস-টিসিএসে বড় পতন

বিশ্বের প্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারে বিক্রির চাপের প্রভাব পড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজারেও। বৃহস্পতিবার বাজার খোলার পর থেকেই দেশের প্রথম সারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারে উল্লেখযোগ্য পতন দেখা যায়। ইনফোসিস, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস), উইপ্রো, এইচসিএল টেক এবং টেক মাহিন্দ্রার মতো সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম একসময় প্রায় ৩ শতাংশ পর্যন্ত নেমে যায়।

এই পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে নিফটি আইটি সূচকেও। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ইনফোসিসের শেয়ার প্রায় ৩ শতাংশ কমে ১০৩৫ টাকার আশেপাশে লেনদেন করছিল। একই সময়ে টিসিএস ও উইপ্রোর শেয়ারেও পতন দেখা যায়। দুপুরের আগে নিফটি আইটি সূচক প্রায় ২ শতাংশ নেমে যায়। আইটি খাতের এই দুর্বলতার প্রভাব সেনসেক্স ও নিফটির উপরও পড়েছে, যদিও প্রধান সূচকগুলির পতন তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কিন প্রযুক্তি নির্ভর সূচক নাসড্যাকে মুনাফা তোলার প্রবণতা বেড়ে যাওয়াই এই পতনের অন্যতম কারণ। গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেটের শেয়ার প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে। পাশাপাশি মেটা, অ্যামাজন ও মাইক্রোসফ্টের শেয়ারেও উল্লেখযোগ্য চাপ দেখা গিয়েছে। এর আগে অ্যাকসেঞ্চার তাদের রাজস্ব বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে দেওয়ায় গোটা আইটি খাতে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-কে কেন্দ্র করে প্রযুক্তি শিল্পে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। অনেক বড় সংস্থা ভবিষ্যতে আইটি খাতে ব্যয় কমাতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিনিয়োগকারীরা। ফলে আইটি শেয়ার থেকে বিনিয়োগ তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে, যার প্রভাব পড়ছে গোটা সেক্টরের উপর।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েকদিনে মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলির আর্থিক ফলাফল এবং আন্তজার্তিক বাজারের পরিস্থিতি ভারতের আইটি খাতের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। বর্তমানে বিনিয়োগকারীরা সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন এবং বিশ্ববাজারের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।

রাজ্য বাজেটে 'ত্রিশক্তি' নীতিতে কর্মসংস্থানের রোডম্যাপ

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে কর্মসংস্থানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সোমবার বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেন। বাজেটের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি জানান, রাজ্যে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলতে সরকার 'ত্রিধারা' বা 'ত্রিশক্তি' নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতির মূল লক্ষ্য সরকারি চাকরি, শিল্পে বিনিয়োগ এবং স্বনির্ভর উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি করা।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, চলতি অর্থবর্ষে রাজ্যে ১ লক্ষ নতুন নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে ৫০ হাজার শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। পুলিশ বিভাগে নিয়োগ করা হবে ২০ হাজার কর্মী। পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি দপ্তরের শূন্যপদ পূরণে আরও ৩০ হাজার নিয়োগ হবে। ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস বা ইএফআর-এও নতুন নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে নিয়োগ কমিটিতে রাখা হবে না এবং কেন্দ্রীয় ইউপিএসসির ধাঁচে কাঠামো গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছে সরকার।

কর্মসংস্থানের দ্বিতীয় স্তম্ভ হিসেবে বেসরকারি শিল্প ও ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ফুড প্রসেসিং শিল্পে নতুন বিনিয়োগ টানতে একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করা হয়েছে। ১০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে স্থানীয় স্তরের নানা অনুমোদন

প্রক্রিয়ার জটিলতা থেকে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পাশাপাশি শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের কথাও বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রিশক্তির তৃতীয় ধাপে রয়েছে যুবকদের স্বনির্ভর করে তোলা। দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী যুবক-যুবতীদের জন্য ঋণ ও ভর্তুকির সুবিধা বাড়ানো হবে। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা ও বিশ্বকর্মা প্রকল্পের মতো বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

এছাড়াও শিক্ষিত বেকারদের জন্য 'ভরসা কর্মসূচি' চালুর ঘোষণা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে গ্র্যাজুয়েট বেকার যুবকদের মাসে ৩ হাজার টাকা এবং অন্যান্য যোগ্য বেকারদের ২ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। সরকারের আশা, এই পদক্ষেপগুলির ফলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যের কর্মসংস্থানের পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে ওরাকলে ২১ হাজার কর্মী ছাঁটাই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের ফলে বিশ্বজুড়ে কর্মসংস্থানের চিত্র বদলে যাচ্ছে। এরই সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে বড়সড় ছাঁটাই করল আন্তজার্তিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওরাকল। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১২ মাসে সংস্থাটি প্রায় ২১ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে, যার বড় অংশই বিভিন্ন প্রযুক্তি ও ব্যাক-অফিস সংক্রান্ত কাজে যুক্ত ছিলেন।

ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, বর্তমানে ওরাকল ওপেনএআই-এর মতো প্রতিষ্ঠানের জন্য এআই ডেটা সেন্টার তৈরিতে বিপুল বিনিয়োগ করছে। এই বড় প্রকল্পগুলির কারণে কোম্পানির মোট ব্যয়ও বেড়েছে, যার ফলে খরচ কমানোর অংশ হিসেবে কর্মী ছাঁটাইকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংস্থার পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, এআই

সংস্থার সাম্প্রতিক আর্থিক ও কর্মীসংখ্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, ওরাকলের পূর্ণকালীন কর্মীর সংখ্যা এক বছরের ব্যবধানে ১ লক্ষ ৬২ হাজার থেকে কমে প্রায় ১ লক্ষ ৪১ হাজারে নেমে এসেছে। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী হ্রাস করা হয়েছে এই সময়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ছাঁটাই কেবল ব্যয় সংকোচনের অংশ নয়, বরং সরাসরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর অটোমেশনের দিকে কোম্পানির বড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত। সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, যে সব কাজ আগে মানব কর্মীদের দ্বারা সম্পন্ন করা হতো, তার অনেকাংশই এখন এআই-চালিত সিস্টেম দিয়ে করা হচ্ছে। এর ফলে পরিচালন ব্যয় কমানোর পাশাপাশি দ্রুত ও দক্ষ পরিষেবা দেওয়ার দিকে জোর দিচ্ছে ওরাকল। তবে এই পরিবর্তনের ফলেই বহু কর্মীর চাকরি চলে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতেও এই ধরনের পুনর্গঠন চলতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে সেরনার নামক একটি স্বাস্থ্য প্রযুক্তি সংস্থা অধিগ্রহণ করার পর ওরাকলে বড় আকারে নিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই অধিগ্রহণের সময়কার কর্মীসংখ্যার তুলনায় এখন মোট কর্মী সংখ্যা আরও কমে গেছে।

এই পরিস্থিতি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তাঁদের মতে, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এআই-এর দ্রুত অগ্রগতি ভবিষ্যতে আরও বহু চাকরিকে প্রভাবিত করতে পারে। এমনকি কিছু অর্থনৈতিক বিশ্লেষকের মন্তব্য, আইটি ও ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক বহু পদে মানব নির্ভরতা দ্রুত কমে যাচ্ছে, যা বিশ্ব শ্রমবাজারে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আধুনিক পিতৃত্বের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

সন্তানকে শুধু সুরক্ষা দেওয়াই নয়, তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সাহস ও আত্মবিশ্বাস জোগানোও একজন বাবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এই বার্তাকেই সামনে রেখে ফাদার্স ডে উপলক্ষে '#পাপা হ্যায় না' প্রচারের আওতায় নতুন ডিজিটাল ফিল্ম প্রকাশ করল এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স।

ছবিটিতে আধুনিক পিতৃত্বের পরিবর্তিত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে এক বাবা উপলব্ধি করেন, সন্তানকে সবসময় আগলে রাখাই প্রকৃত সুরক্ষা নয়; বরং তাকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শেখার, ভুল করার এবং আবার ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেওয়াই ভবিষ্যতের জন্য তাকে প্রস্তুত করে।

একটি পারিবারিক ভ্রমণের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ছবিতে দেখা যায়, হঠাৎ বাস বিকল হয়ে যাওয়ায় এক কিশোর তার মোবাইলের জগৎ ছেড়ে স্থানীয় শিশুদের সঙ্গে মিশে নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়। খেলাধুলা ও নানা ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে সে শেখে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাঠ। সন্তানের এই পরিবর্তন দেখে বাবা উপলব্ধি করেন, প্রতিটি ব্যর্থতা এড়িয়ে যাওয়ায় নয়, বরং ব্যর্থতার পর আবার উঠে দাঁড়ানোর মধ্যেই নিহিত থাকে প্রকৃত বিকাশ।

এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ব্র্যান্ড, কর্পোরেট কমিউনিকেশন ও সিএসআর বিভাগের প্রধান রবীন্দ্র শর্মা বলেন, বর্তমান সময়ে পিতৃত্বের ধারণা নতুন মাত্রা পাচ্ছে। সন্তানকে নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি তাকে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাবনা সংস্থার 'অপনে লিয়ে অপনো কে সাথ' দর্শনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংস্থার মতে, এই প্রচারের মাধ্যমে এমন বাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে, যাঁরা সন্তানকে শুধু সুরক্ষা নয়, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও স্বনির্ভরতার পথেও এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেন।

তরুণ প্রজন্মের কাছে বাড়ি কেনা এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ

ভারতের ছোট ও মাঝারি শহরগুলোতে বাড়ি কেনার প্রবণতা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আগে যেখানে নিজের বাড়ির স্বপ্নকে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হিসেবে দেখা হতো, এখন তা অনেক ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক ও অপরিহার্য সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে মহানগর ও শহরগুলি আবাসন চাহিদার নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠছে।

সিআইআই-নাইট ফ্রাঙ্ক ইন্ডিয়ার ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে এই ঘাটতির সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ইউনিটের। যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৩ কোটিরও বেশি হতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘাটতি দেখা যাচ্ছে সাশ্রয়ী আবাসন বা অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং সেগমেন্টে।

প্রদীপ বি, বিজনেস হেড, হাউজিং অ্যান্ড মাইক্রো মর্টগেজেস জানান, দেশ এখনও গুরুতর আবাসন ঘাটতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। চাহিদার ধরনও দ্রুত বদলাচ্ছে। এখন মেট্রো শহর নয়, মোট আবাসন চাহিদার প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ আসছে ছোট এবং আধা

শহরগুলি থেকে। উন্নত পরিকাঠামো, আয় বৃদ্ধি এবং কোভিড-পরবর্তী শহর থেকে ছোট শহরে প্রত্যাবর্তনের প্রবণতা এই পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো প্রথমবার বাড়ি কেনা ক্রেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মধ্যে এই ধরনের ক্রেতাদের প্রায় ৬৪ শতাংশই ৩৫ বছরের কম বয়সী, যেখানে ২০১৯ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩৮ শতাংশ। ফলে তরুণ প্রজন্ম এখন আগের চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়ি কেনাকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে গ্রহণ করছে।

এই বাজারে ক্রেতাদের আচরণও আলাদা। অনেকেই স্ব-নির্মিত বাড়ি বা পরিচিত এলাকায় তৈরি ফ্ল্যাটকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। পাশাপাশি ২৫ লাখ টাকার কম হোম লোনের চাহিদা এখনও অত্যন্ত বেশি, যা এই খাতে শক্তিশালী ভিত্তি নির্দেশ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁরা বাড়ির আকার এবং অবস্থানের ব্যাপারে সমঝোতা করলেও নিজের নিজের বাড়ি বা ফ্ল্যাট চাইছেন।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মত নীতি বাড়ির মালিকানায় মহিলাদের অংশগ্রহণে উৎসাহ জুগিয়েছে। সম্পত্তির নথিতে একজন মহিলার নাম পরিবারের কাছেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই স্বপ্ন পূরণে গৃহঋণ শুধু একটা ব্যবসায়িক সুযোগ না হয়ে এখন মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় সুযোগ।

রাজ্য বাজেটের প্রশংসা শিল্পমহল ও অর্থনীতিবিদদের

সোমবার বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। রাজ্যের বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটে শিল্পোন্নয়ন, কর্মসংস্থান, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী সরকারের এই বাজেটকে ইতিবাচক বলেই মনে করছে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য মহল। অর্থনীতিবিদদের মতে, পশ্চিমবঙ্গকে দীর্ঘমেয়াদে বিকশিত অর্থনীতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রূপরেখা রয়েছে এই বাজেটে। তাই এই বাজেট স্বাগত।

রাজ্যের বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে বণিক সংগঠন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি)। সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব সিং বলেন, 'সামাজিক কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেঙ্গল এআই মিশন-এর মতো ভবিষ্যতমুখী উদ্যোগ এই বাজেটের অন্যতম আকর্ষণ।' পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্র বন্দর, পুরুলিয়া, মালদা, কোচবিহার ও কল্যাণীতে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর, সেমিকন্ডাক্টর ও বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগের পরিকল্পনা শিল্পোন্নয়নে নতুন গতি আনবে বলেই মনে করছে বণিক সংগঠন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স বা আইসিসি। একই সঙ্গে ১০০ কোটি টাকার স্টার্টআপ তহবিল এবং কৃষি ক্ষেত্রে শস্যবিমা, কোল্ড স্টোরেজ ও ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কার্যকর করার উদ্যোগকেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে বণিক সংগঠনগুলি। অম্বুজা নেওটিয়া গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার মতে, এই বাজেটের সবচেয়ে বড় শক্তি হল উন্নয়নকে বিচ্ছিন্ন প্রকল্প হিসেবে নয়, বরং একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক ইকোসিস্টেম হিসেবে দেখা হয়েছে। পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের উপর সমান জোর দেওয়ায় ভবিষ্যতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। আরপিএসজি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং ভাইস চেয়ারম্যান শাশ্বত গোয়েঙ্কাও রাজ্য বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উৎপাদন শিল্প, নবায়নযোগ্য শক্তি, লজিস্টিকস,

বিমান চলাচল ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পে বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গকে আরও প্রতিযোগিতামূলক রাজ্যে পরিণত হতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি 'পিএম সূর্য ঘর' প্রকল্পের আওতায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ নতুন উন্নয়নের দিশা দেখাবে।

শিল্পপতি পঙ্কজ ধানুকা মনে করেন, বিপুল ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও প্রথম বাজেটেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগোনোর দিশা দেখিয়েছেন রাজ্যের নতুন অর্থমন্ত্রী। এআই মিশন, দুর্গাপুরে সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট এবং নতুন বিমানবন্দরের মতো ঘোষণাগুলিতে সরকারের দূরদর্শিতার পরিচয় রয়েছে। ফিউশন সিএক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা কিশোর সারাওগি বলেছেন, এআই-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে রাজ্যের এই পদক্ষেপ সময়োপযোগী এবং শিল্পের ভবিষ্যতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অ্যাসোচ্যামের পূর্বাঞ্চলীয় চেয়ারম্যান তরনজিৎ সিং রাজ্যের বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের রূপরেখা বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে পূর্তি রিয়েলটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেশ আগরওয়ালের মতে, চিংড়িঘাটা-নিউ টাউন এলিভেটেড করিডোর, কল্যাণী বিমানবন্দর এবং ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি রিয়েল এস্টেট ও বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।

লেজার পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্রার চেয়ারম্যান দীপক গোয়েল বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং এআই-চালিত ডেটা সেন্টারের পরিকল্পনাকে যুগান্তকারী উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে কেভেন্টার গ্রুপের চেয়ারম্যান মায়াঙ্ক জালান বলেছেন, 'কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিল্প ও পরিকাঠামোয় সরকারের গুরুত্ব দেওয়া পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, শিল্পমহল সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে এই উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী।

অপরিশোধিত তেলের দামের পতন ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ফেরায় আশার সঞ্চার বাজারে

পার্থ প্রতীম চট্টোপাধ্যায়

ভু-রাজনৈতিক পরিস্থিতি হালকা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনিয়োগকারীরা খুঁজে পাচ্ছেন তাঁদের হারানো আত্মবিশ্বাস। ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি গত সপ্তাহ জুড়ে বাজারে বুলদের দাপাদাপি। যদিও সারা সপ্তাহের উত্থানের পর গত শুক্রবার বাজার বন্ধ হয়েছিল একটু নিচে, কিন্তু মোটের উপর সাপ্তাহিক বন্ধের ভিত্তিতে নিফটি এবং সেনসেক্স প্রায় ১.৬ শতাংশ উপরে বন্ধ হয়েছে। আরও ভালো খবর এসেছে, মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ সূচকের দিক থেকে। সাপ্তাহিক বন্ধের ভিত্তিতে মিড ক্যাপ ছিল ২.৮৮ % এবং স্মল ক্যাপের সূচক ছিল ৩.২৩ % উপরে। এর ফলে মার্কেটের গঠন হয়েছে শক্তিশালী। গত সপ্তাহে তাক লাগিয়ে দিয়েছে জাপানের সূচক, প্রায় ৭% এরও বেশি বেড়েছে জাপানের সূচক। যদিও সম্প্রতি জাপানের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের রেট বাড়ানোর ফলে জাপানের ইন্টারেস্ট রেট পৌঁছেছে ৩০ বছরের সর্বোচ্চ উচ্চতায়। আমেরিকার প্রধান প্রধান সূচকগুলির মোটের ওপর পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো, তবে তাক লাগিয়েছে NASDAQ, মূলত নতুন যুগের প্রযুক্তি কোম্পানি গুলি এবং SPACEX-এর দৌলতে। গত সপ্তাহে ভারতের সূচক বাড়ার ফলে মার্কেট ক্যাটালাইজেশন ও পৌঁছেছে প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে, আমাদের স্থান এখন ষষ্ঠ, দক্ষিণ কোরিয়ার ওপরে। এশিয়ার প্রধান প্রধান সূচকগুলির মধ্যে জাপানের পারফরম্যান্স ভালো হলেও হংকংয়ের সূচক সেই অর্থে ভালো পারফর্ম করতে পারেনি। খারাপ খবর আসতে শুরু করেছে ইন্দোনেশিয়া থেকেও। তাদের

কারেন্সির ক্রমাগত পতন, সুদের হার এবং মুদ্রাস্ফীতির ক্রমাগত বাড়তে থাকা এবং লাগামছাড়া দুর্নীতির ফলে বেশ খারাপ অবস্থায় এশিয়ার এই দেশটি। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের বাজারে সব থেকে ভালো খবর গত সপ্তাহে এসেছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের থেকে। গত সপ্তাহে তারা ক্যাশ মার্কেটে প্রায় ৩৩০০ কোটি টাকার মতো শেয়ার কিনেছেন।

গত দু'বছরে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন, সেখানে গত সপ্তাহে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্রেতায় ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াকে বিশেষজ্ঞরা যথেষ্ট ভালো চোখে দেখছেন। যথারীতি ক্রেতার ভূমিকায় দেশীয় বিনিয়োগ-কারীরাও, তাঁদের মোট কেনার পরিমাণ গত সপ্তাহে ছিল ৭,১০০ কোটি টাকার মতো।

গত সপ্তাহে বিদেশি বিনিয়োগ-কারীদের কেনার ফলে যেমন বাজারের উত্থান হয়েছে, তেমনি সরকারের সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্ত বাজারের পক্ষে গেছে। যেমন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখন সরাসরি ভারতের বাজার থেকে শেয়ার কিনতে পারেন। এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হবে ভারতের শেয়ার বাজারের দিকে। এর আগে বন্ড মার্কেট এর উপর নেওয়া সিদ্ধান্তে যথেষ্ট খুশি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। তথাপি এখনো বলা যায় বাজারের আসন্ন উত্থান সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল সুইজারল্যান্ডে হওয়া আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির উপর। অনেকে মনে করছেন যুদ্ধ বন্ধের এই চুক্তির ফলে ইরানের সুবিধা। এখন দেখার বিষয় এই চুক্তিপত্রের কোনও পরিবর্তন হয় কিংবা আমেরিকায় এটা মেনে নেয় কিনা। যদিও আলোচনার মাঝেই এসেছে ট্রাম্পের হুঙ্কার।

অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু ৮৬ ডলারের কাছে বন্ধ হয়েছে গত সপ্তাহে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, আগামী দিনে অপরিশোধিত তেলের দাম আরো কিছুটা নিচে যেতে পারে। যার ফলে মুদ্রাস্ফীতির নিচে আসার সম্ভাবনা থাকার জন্য কোম্পানির ইনপুট কস্ট কম হবে, ফলে আসন্ন ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলে কোম্পানিগুলির প্রফিট অ্যান্ড লসে মুনাফার পরিমাণ বাড়তে পারে। এই কারণেই আগামী কোয়ার্টারে কোম্পানিগুলি আর্থিক ফলাফল ভালো হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা, যা বাজারকে জোগাবে ওপরে ওঠার অক্সিজেন। যদিও মুদ্রাস্ফীতি যে এখনই কম হবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা দ্বিধা-বিভক্ত। সম্প্রতি আমেরিকার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সুদের হার অপরিবর্তিত রেখেছে এবং ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে সেই আশঙ্কা করে ফেড রেট বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। অন্যদিকে চিনের রিটেল সেলস এর তথ্য বিনিয়োগকারীদের হতাশ করেছে, যা এসেছে তিন বছরের সর্বনিম্ন।

সোনা এবং রুপো এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম গত সপ্তাহে কিছুটা কম হলেও, রুপোর দাম কমেছে অনেকটা। দামের পতনের সুযোগ নিয়ে ছোট ছোট করে এই দুই মূল্যবান ধাতুতে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ বাড়াতে পারেন। Nifty এর মধ্যে গত সপ্তাহে রিয়ালিটি, ইনফ্রা, পিএসইউ ব্যাঙ্ক এবং এনার্জি সেক্টরের পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। যথারীতি বিনিয়োগকারীদের হতাশ করেছে তথ্য প্রযুক্তির শেয়ারগুলি। গত সপ্তাহে INDIAVIX-এর পতন হয়েছে এক ধাক্কায় অনেকটা, যা গত শুক্রবার ১৩-র আশেপাশে বন্ধ হয়েছে।

বিনিয়োগের দিক থেকে বলা যায়, শেয়ারে সরাসরি বিনিয়োগ করলে ETF-এর মাধ্যমে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করা সবচেয়ে সহজ এবং যুক্তিযুক্ত। তাছাড়াও কোনও বিনিয়োগকারী ভালো শেয়ার কিনতে চাইলে অবশ্যই বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো কিনতে পারেন। মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ করার জন্য SIP (সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান) এবং STP (সিস্টেমেটিক ট্রান্সফার প্ল্যান)-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ বর্তমান পরিস্থিতিতে সবথেকে ভালো রাস্তা। SIP-এর দিকে নজর রাখুন। সুযোগ থাকলে এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বাড়িয়ে নিন নিজের SIP বুক, ভবিষ্যতে ভালো লাভের আশায়।

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ইরানে ৩৩০০-র বেশি গ্রেপ্তার

তেহরান, ২৩ জুন— ইজরায়েলের বিরুদ্ধে চলমান সংঘর্ষের সময় দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র এবং শত্রুপক্ষকে সহায়তার অভিযোগে ইরানে ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়েছে। দেশটির বিচার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ৩ হাজারেরও বেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয়েছে। ইরানের বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গির জানিয়েছেন, মোট ৩২৯২ জনকে দেশদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৮৪ জনের বিরুদ্ধে সরাসরি ইজরায়েলকে সহায়তা করার অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রবিরোধী অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে আরও ১২৫৮ জনকে আটক করা হয়েছে।

প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ১০৬১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এবং বহু সন্দেহভাজনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিচার বিভাগের সূত্রে আরও জানা গেছে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কিছু নাগরিক ইজরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক কর্মকাণ্ডকে সহায়তা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের পরিচয় বা অভিযোগের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি প্রশাসন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত কয়েক মাসে ইরানে এ ধরনের দমনমূলক পদক্ষেপ আরও বেড়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইসফাহান প্রদেশে সম্প্রতি প্রায় ১০০ জনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যাদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

'চুক্তি ভাঙলে কড়া জবাব', ইরানকে সতর্কবার্তা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন,২৩ জুন— ইরানের সঙ্গে হওয়া সমঝোতা চুক্তির শর্ত কার্যকর করতে তেহরানের উপর চাপ বজায় রাখতে চাইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইরান যদি চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে বা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আচরণ না করে, তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তিনি পিছপা হবেন না। সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৈঠকের পর আমেরিকা ও ইরান আগামী ৬০ দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছনোর বিষয় নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।

সেই লক্ষ্যেই পরবর্তী দফার আলোচনা এগোবে। ইতিমধ্যেই ইরানের প্রতি কিছু ছাড়ও দিয়েছে আমেরিকা। ইরানি তেলের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় সাময়িক শিথিলতা আনা হয়েছে। পাশাপাশি, তেহরানের দাবি অনুযায়ী, প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার মূল্যের আটকে থাকা সম্পদ ও তহবিল মুক্ত করার বিষয়েও অগ্রগতি হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে চুক্তির শর্ত মেনে চলার প্রশ্নে ইরানকে সতর্ক করেছেন ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, ইরান যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহলে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিশেষ করে ইরানের মুক্ত হওয়া তহবিল কীভাবে ব্যবহার হবে, সেই প্রসঙ্গেই তিনি এই মন্তব্য করেন। ট্রাম্পের দাবি, ওই অর্থ মূলত আমেরিকা থেকে খাদ্যপণ্য কেনার কাজে ব্যবহার করার কথা ছিল। তাঁর মতে, ইরানের বিপুল জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা মেটাতে এই পদক্ষেপ জরুরি এবং এর ফলে মার্কিন কৃষকরাও লাভবান হবেন।

এর আগে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ভি ভান্স নিয়েছিলেন, মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতারের সঙ্গে যৌথভাবে একটি প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছে আমেরিকা। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী, ইরানের মুক্ত হওয়া সম্পদের ব্যবহারের উপর নজরদারি থাকবে আমেরিকা ও কাতারের। ওই অর্থ দিয়ে ইরান আমেরিকা থেকে সয়াবিন, ভুট্টা এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য কিনতে পারবে। ভান্সের মতে, এতে যেমন ইরানের খাদ্যসঙ্কট মোকাবিলায় সহায়তা হবে, তেমনই মার্কিন কৃষকরাও অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবেন। তিনি এই পরিকল্পনাকে ক্লাসিক ট্রাম্প ডিল বলেও উল্লেখ করেছেন।

তবে এই শর্ত মেনে নিতে নারাজ তেহরান। আব্দুলনাসের হেম্মাতির দাবি, বর্তমান সমঝোতা অনুযায়ী আমেরিকার কাছ থেকে কৃষিপণ্য কেনার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাঁর বক্তব্য, মুক্ত হওয়া সম্পদ শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পণ্য কেনার জন্য ব্যয় করতে হবে, এমন শর্তও চুক্তিতে উল্লেখ নেই। ফলে এই ইস্যুতে ট্রাম্পের সতর্কবার্তা নতুন করে কূটনৈতিক গুরুত্ব পাচ্ছে।

৪২ ডিগ্রিতে পুড়ছে গোটা ইউরোপ, গরমে মৃত ২ শিশু-সহ ২০

প্যারিস, ২৩ জুন— গরমের ব্যাটিংয়ে হাফ সেঞ্চুরি পার হতে আর বাকি মাত্র ৮ ডিগ্রি। গোটা ইউরোপ এখন যেন চুল্লির উপর দাঁড়িয়ে। কোথাও তাপমাত্রা ৩৮ তো কোথাও ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ব্রিটেন, পর্তুগাল-সহ ইউরোপের বিস্তর দেশে এখন গরমে ত্রাহিমাম রব। তবে ফ্রান্সের অবস্থা অন্যদের তুলনায় বেশি খারাপ। এখানে বেশিরভাগ স্থান তীব্র গরমে নাজেহাল। স্কুল, কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আপাতত ছুটি ঘোষণা করেছে ফ্রান্স সরকার। গরমে পুড়তে থাকা ফ্রান্সের বন্ধ ৮৪৫টি স্কুল বন্ধ। ১৮০০টি স্কুলের পঠনপাঠনের সময় পাল্টে করা হয়েছে সকালে। প্রশাসন সূত্রে খবর, তীব্র গরমে লাফিয়ে বাড়ছে প্রাণহানি।

ইতিমধ্যে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ২ শিশুও। সোমবার ফ্রান্সের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দাঁড়িয়েছে ৪২ ডিগ্রিতে। শহর বদলাতে তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪২ ডিগ্রিতে। অন্যদিকে মধ্যে ফ্রান্সের পাইটিয়ার্স তাপমাত্রা ৪১.২ ডিগ্রি। তীব্র গরমে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জারি করেছে ইতালি। পর্তুগালেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ইতালির ১২ টি শহর যেমন— মিলান, ভেনিস, তুরিন, বলোগনা, ফ্লোরেন্সে এবং রোমে তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফ্রান্সের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে তাপমাত্রা আগামী এক দুই দিনের মধ্যেই আরও বাড়বে। তবে শুধু ফ্রান্স নয় একই ছবি দেখা গিয়েছে জার্মানিতেও। সেখানে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রির ঘর ছাড়িয়ে এগোতে শুরু করেছে।

केनरा बैंक Canara Bank
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস্ হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০১৬
ই-মেল : cb2364@canarabank.com

ই-অকশন তারিখ : ১০.০৭.২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর অধীনে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ, নিম্নলিখিতমতো ই-অকশনের মাধ্যমে অনলাইনে বিক্রি করা হবে : নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী পূরণসাপেক্ষে নিম্নে বর্ণিত সিকিউরড অ্যাসেট বিক্রির জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	ক) সিকিওরড ক্রেডিটরের নাম এবং ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	ক) দায়বদ্ধতা (এবং বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারার অধীনে ডিম্যান্ড নোটিসের তারিখ গ) ১৩(৪) ধারার অধীনে পজেশন নোটিসের তারিখ	সম্পত্তিসমূহের বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি শাখা এবং রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মি. অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস পিতা প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস গ্রাম-ভেটকি, পোঃ কঙ্কনবেড়িয়া, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ৫০৩ মিসেস অনিতা বিশ্বাস স্বামী শ্রী অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস গ্রাম-ভেটকি, পোঃ কঙ্কনবেড়িয়া, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ৫০৩	ক) ৩১,০১,৫৯০.৮৩ টাকা (একত্রিশ লাখ এক হাজার পাঁচশো নব্বই টাকা ও তিরাশি পয়সা মাত্র) তৎসমেত ০১.০৬.২০২৬ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ০৪.০২.২০২৩ গ) ০৪.০৭.২০২৩	[illegible] যার পরিমাপ কমবেশি ৫ (পাঁচ) শতক তৎসহ একত্রে সেখানে দাঁড় করানো দ্বিতল এবং ত্রিতল আবাসিক বিল্ডিং, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে কঙ্কনবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিক্ষেত্রে, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিস - বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, যার সন্নিহিত মৌজা-কঙ্কনবেড়িয়া, পরগনা-মাগুরা, জে.এল. নং ৪১, যার অধীনে এল.আর. খতিয়ান নং ১৪২৭, যা সম্বলিত আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৮৯৯, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তৎসমেত **ইজমেন্ট রাইট যার চারদিকের পরিসীমা :** উত্তরে—এল.আর. দাগ নং ২৮৯৫-এর জমি, দক্ষিণে—৮ ফুট চওড়া জিপি রোড, পূর্বে—৮ ফুট চওড়া জিপি রোড, পশ্চিমে—এলআর দাগ নং ২৮৯৬-এর জমি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ১৪,৮০,০০০.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ আশি হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৪৮,০০০.০০ টাকা (এক লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ১,৪৮,০০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মি. তন্ময় বর্মণ (ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী প্রণবেশ বর্মণ গ্রাম-নারিকেলদহ, পোঃ আসনান, থানা -ময়না, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৬৪২ মি. তরুণ মাল গ্রাম-বলভদ্র চক, পোঃ - আড়ংকিয়ারানা, থানা-ময়না, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৬৪২	ক) ৭৯,৩৪,৮৩৬.৬৫ টাকা (উনআশি লাখ চৌত্রিশ হাজার আটশো ছত্রিশ টাকা ও পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) তৎসমেত ০১.০৬.২০২৬ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ০৪.০২.২০২২ গ) ৩১.০৫.২০২২	ল্যান্ডেড প্রপার্টির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে দাগ নং ১৮০৪ এবং ২৬৩৫, জে.এল. নং ২৪৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮০২ এবং ১৫৫৬, থানা - ময়না, মৌজা- নারিকেলদহ, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, **চারদিকের পরিসীমা :** উত্তরে : শ্রী দীনেশ বর্মণের পুকুর, দক্ষিণে : শ্রী ভবেশ বর্মণের একতলা বিল্ডিং, পূর্বে : ভিলেজ রোড, পশ্চিমে : শ্রী প্রণবেশ বর্মণ এবং রোহিণী রঞ্জন দাসের খালি জমি। **(সম্পত্তি আমাদের প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ১০,২০,০০০.০০ টাকা (দশ লাখ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,০২,০০০.০০ টাকা (এক লাখ দুই হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ১,০২,০০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet. com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
৩.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মেসার্স 3 স্টার কোল্ড স্টোরেজ অ্যান্ড ফিশ প্রসেসিং মৌজা-ইটিন্ডা, ইটিন্ডা পানিটাড় গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-বসিরহাট, পোঃ ইটিন্ডা, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩ ২৯২ বাপী সরদার কারিগর পাড়া, ইটিন্ডা বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, বসিরহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ২৯২	ক) ৬,৪১,৩৩,৫৭৩.২২ টাকা (ছয় কোটি একচল্লিশ লাখ তেত্রিশ হাজার পাঁচশো তিয়াত্তর টাকা ও বাইশ পয়সা মাত্র) তৎসমেত ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ এবং চার্জসমূহ খ) ২৬.১১.২০২৪ গ) ০৭.০২.২০২৫	**সম্পত্তি ১ :** ২০ ডেসিমেল যার সমতুল ৮৭১২ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির সমগ্র অংশ তৎসমেত আংশিক জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিং, বিশাল পরিমাণে জমির মধ্যে, যা সম্বলিত আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ১০২০, এল.আর. খতিয়ান নং ১৯৯৭, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মৌজা ইটিন্ডা, জে.এল. নং ১২১, পোঃ ইটিন্ডা, থানা বসিরহাট, ইটিন্ডা পানিটোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার অন্তর্গত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ :** উত্তরে : রজ্জাক সরদারের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে : সাবিত্রী সরকারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : হারানের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ২ :** সিজিআই শেড সহ ১৯.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার মধ্যে ১১ ডেসিমেল জমি যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মৌজা : ইটিন্ডা, জে.এল. নং ১২১, তৌজি নং ৩৪৯৯, খতিয়ান নং এল.আর. ১৯৯৭, দাগ নং আর.এস. এবং এল.আর. ১০২০ এবং অন্য জমি ৮.৫০ ডেসিমেল যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মৌজা : ইটিন্ডা, জে.এল. নং ১২১, তৌজি নং ২০, খতিয়ান নং এল.আর. ৩৭৬০, দাগ নং আর.এস. এবং এল.আর. ১০২৫/১৬২৮, ইটিন্ডা পানিটাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ ইটিন্ডা, থানা বসিরহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ :** উত্তরে : বাদশা মিদ্দের-এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : নিজস্ব সম্পত্তি, পূর্বে : মুক্তা সরদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া রাস্তা। **(সম্পত্তিসমূহ প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ১। ১,৭৭,০০,০০০.০০ টাকা (এক কোটি সাতাত্তর লাখ টাকা মাত্র) ২। ৪৮,১০,০০০.০০ টাকা (আটচল্লিশ লাখ দশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ১। ১৭,৭০,০০০.০০ টাকা (সতেরো লাখ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) ২। ৪,৮১,০০০.০০ টাকা (চার লাখ একাশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা (মোবাইল) : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ১. ১৭,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ৪,৮১,০০০.০০ টাকা যা BAANKNET.COM (https://baanknet.com) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
৪.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মিসেস তাপসী দাস ভুঁইয়া (ঋণগ্রহীতা) স্বামী দেবব্রত ভুঁইয়া চকসাগর, ভগবানপুর-২, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৪৫৪ মি. দেবব্রত ভুঁইয়া (সহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা) প্রযত্নে গৌতম কুমার ভুঁইয়া চকসাগর, ভগবানপুর-২, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৪৫৪	ক) ৩১,২৯,৪৭৯.৩৫ টাকা (একত্রিশ লাখ উনত্রিশ হাজার চারশো উনআশি টাকা ও পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ২৮.০৪.২০২৫ গ) ২২.০৭.২০২৫	সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যেখানে স্থিত মৌজা - চকসাগর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, এ.ডি. এস.আর. - পটাশপুর, খতিয়ান নং ৭০৯, জে.এল. নং ১৫৯, প্লট নং ১৪৯, ২.৫ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমি **দেবব্রত ভুঁইয়ার নামে** যা অনুযায়ী **ডিড নং ৯৬৯ অফ ২০২২। পরিসীমা :** উত্তরে : এজমাল রোড, দক্ষিণে : মনীন্দ্রনাথ ভুঁইয়ার সম্পত্তি, পূর্বে : সুনীল ভুঁইয়ার সম্পত্তি, পশ্চিমে : কংক্রিট রোড। **(সম্পত্তি প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ১৪,৫১,০০০.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ একান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৪৫,১০০.০০ টাকা (এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ১,৪৫,১০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet. com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
৫.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মি. স্বপন কুমার ভুঁইয়া (ঋণগ্রহীতা) পিতা প্রয়াত যুধিষ্ঠির ভুঁইয়া গ্রাম-কালাপেনিয়া, পোঃ-ধান্যঘর, থানা-নন্দকুমার, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ৬৪৩	ক) ১,০০,৮৪,৪৯৭.৪২ টাকা (এক কোটি চুরাশি হাজার চারশো সাতানব্বই টাকা ও বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ০৪.১২.২০১৯ গ) ০৯.০৯.২০২০	১৭ ডেসিমেল পরিমাপের সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যেখানে স্থিত সার্ভে নং ১৩৯০, জে.এল. নং ৭০, তৌজি নং ১৮৫০, খতিয়ান নং ১১৯, ২৬৬/১, ১৮৬, ৪৭৮৮, এলআর কেএইচ নং ২০৩৫, ৫৬৪২, ৩৩৩০, হাল খতিয়ান নং ৯০৩৯, প্লট নং ৫৯, ২৭৩, ২৭৪ ও ২৭৫, তৎসহ সংশ্লিষ্ট হাল প্লট নং ১৩৯, ৩৪২, ৩৪৩ ও ৩৪৪, মৌজা-জলপাই ওরফে কালাপেনিয়া জলপাই, পোঃ-ধান্যঘর, থানা-নন্দকুমার, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর। **সম্পত্তি চারদিকের পরিসীমা, প্লট নং ৫৯, হাল প্লট নং ১৩৯-এর জন্য :** উত্তরে— প্লটের বাকি অংশ, দক্ষিণে—শম্ভু সিএইচ. ভুঁইয়া, পূর্বে — রাস্তা, পশ্চিমে — নাড়ুগোপাল জানা। **সম্পত্তির পরিসীমা, প্লট নং ২৭৩, হাল প্লট নং ৩৪২-এর জন্য :** উত্তরে — প্লটের বাকি অংশ, দক্ষিণে — ব্যাপ্পু গোড, পূর্বে — সতীশ বর্মণ, পশ্চিমে — মোরাম পাথ। **সম্পত্তির পরিসীমা, প্লট নং ২৭৪, হাল প্লট নং ৩৪৩-এর জন্য :** উত্তরে — প্লটের বাকি অংশ, দক্ষিণে — মোরাম পাথ, পূর্বে — কানাইলাল বর্মণ, পশ্চিমে — শম্ভু ভুঁইয়া। **সম্পত্তির পরিসীমা, প্লট নং ২৭৫, হাল প্লট নং ৩৪৪-এর জন্য :** উত্তরে — প্লটের বাকি অংশ, দক্ষিণে — সন্ধ্যা ভুঁইয়া, পূর্বে — কানাইলাল বর্মণ, পশ্চিমে — সন্ধ্যা ভুঁইয়া। **(সম্পত্তি প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ১৮,৬৫,০০০.০০ টাকা (আঠারো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৮৬,৫০০.০০ টাকা (এক লাখ ছিয়াশি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ১,৮৬,৫০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet. com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
৬.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) এস. কে. সামির আলি (ঋণগ্রহীতা) পিতা এস. কে. মওলা বক্স ১/ই, ইব্রাহিম রোড, এইচ ১২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০২৩ এস. কে. মামুদা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার) ১৪বি, পঞ্চদশ তল, বিএল ১, হেরিটেজ সৃজন পার্ক, কলকাতা-৭০০০১৭ শেখ আজিজুল রহমান (গ্যারান্টার) পিতা মতলব আলি কারবেড়িয়া মোড়, বাসুদেবপুর, বাগনান-২, হাওড়া-৭১১ ৩১২	ক) ১২,৭৬,৬১,৬৯৭.৯০ টাকা (বারো কোটি ছিয়াত্তর লাখ একষট্টি হাজার ছয়শো সাতানব্বই টাকা ও নব্বই পয়সা মাত্র), তৎসমেত ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ১৩.১১.২০২৪ গ) ০৭.০৭.২০২৫	**সম্পত্তি ১ :** ৩য় তলে সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ২এ-র সমগ্র অংশ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ ১১২৫ বর্গফুট তৎসহ একতলায় দুটি ওপেন কার পার্কিং স্পেস যেগুলির পরিমাপ ২৭০ বর্গফুট জমির আয়তন ৫ কাঠা ৩ ছটাক ২০ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ১৪১৬, মাদুরদহ, কলকাতা-৭০০১০৭, মৌজা - মাদুরদহ, জে.এল. নং ১২, আর.এস. দাগ নং ৪১৭, খতিয়ান নং ১৫৩/১, থানা তিলজলা, ওয়ার্ড নং ১০৮, কলকাতা পৌরসংস্থা, **যার চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ :** উত্তরে - কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে - আর.এস. দাগ ৪১৭, পূর্বে - আর.এস. দাগ ৪১৭(পি), পশ্চিমে - কমন প্যাসেজ। **টাইটেল হোল্ডারের নাম : এস. কে. সামির আলি।** **সম্পত্তি ২ :** ৪র্থ তলে সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০২-এর সমগ্র অংশ যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ ১১৭৫ বর্গফুট তৎসহ একতলায় দুটি কার পার্কিং এরিয়া যেগুলির পরিমাপ ২৭০ বর্গফুট, যেখানে স্থিত ১৪৭৩, মাদুরদহ, থানা - তিলজলা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ১০৭, জে.এল. নং ১২, আর.এস. দাগ নং ২১২, তৌজি নং ২৯৯৮, পরগনা-খাসপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৮-এর অধীন, **যার চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ :** উত্তরে - ২০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে - প্লট নং জে/৫, পূর্বে - প্লট নং জে/২, পশ্চিমে - ৩০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ। **(সম্পত্তিসমূহ প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ১. ৪৬,০০,০০০.০০ টাকা (ছেচল্লিশ লাখ টাকা মাত্র) ২. ৪৮,০০,০০০.০০ টাকা (আটচল্লিশ লাখ টাকা মাত্র) খ) ১. ৪,৬০,০০০.০০ টাকা (চার লাখ ষাট হাজার টাকা মাত্র) ২. ৪,৮০,০০০.০০ টাকা (চার লাখ আশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ১. ৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ১. ৪,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ৪,৮০,০০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
৭.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মি. অমিত সাহা (ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী অপু সাহা, ১৩এইচ/৫৪, পাইকপাড়া রাজা মনীন্দ্র রোড, বেলগাছিয়া, কলকাতা-৭০০০৩৭ মেসার্স অমিত ফ্যাশন (স্বত্বাধিকারী : মি. অমিত সাহা) ৭৯২/এফ, জগৎপুর, থানা - বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২০, কলকাতা-৭০০০৫৯	ক) ৪৪,৯৫,২৭০.৫৩ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ পঁচানব্বই হাজার দুইশো সত্তর টাকা ও তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র), তৎসমেত ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ১৩.১১.২০২৪ গ) ১৫.০১.২০২৫	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪বি-র সমগ্র অংশ, পঞ্চম তলে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, যার কার্পেট এরিয়ার পরিমাপ ৭১৯ বর্গফুট অর্থাৎ সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ কমবেশি ৮৬৩ বর্গফুট যাতে রয়েছে ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি, টাইলস্ ফ্লোর এবং উক্ত বিল্ডিংয়ে লিফ্টের সুবিধা রয়েছে, তৎসহ একত্রে সামান্য কমবেশি ৩ (তিন) কাঠা ০ ছটাক ২০ (কুড়ি) বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ তৎসহ একত্রে সেখানে দাঁড় করানো জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিং, যেখানে অবস্থিত এবং রয়েছে মৌজা - গোরুই, যা সম্বলিত দাগ নং ৪১৩, যার অধীন খতিয়ান নং ৩৭৮ ও ৩৭৭, যার সংলগ্ন আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৭১৮, ৭১৯ এবং ৭৭৯, আর.এস. খতিয়ান নং ২১৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৭৮০ ও ৩৭৮১, যেখানে স্থিত এবং রয়েছে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৮, পঞ্চানন সরকার রোড, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ৪, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার স্থানীয় সীমার অন্তর্গত, কাশীপুর দমদমে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের অধীনে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, **যার চারদিকের পরিসীমা :** উত্তরে : দাগ নং ৪১৪ ও ৪১১, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে : সুভাষ কুমার দাসের প্লট। **(সম্পত্তি প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ২৪,০০,০০০.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ টাকা মাত্র) খ) ২,৪০,০০০.০০ টাকা (দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ২,৪০,০০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
৮.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মন্টু মণ্ডল, পিতা ব্রজেন্দ্র নাথ মণ্ডল পোঃ - মহেশ্বরা, পোঃ - উস্থি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৯৪	ক) ৩১,২৮,৬৯৮.৫৫ টাকা (একত্রিশ লাখ আঠাশ হাজার ছয়শো আটানব্বই টাকা ও পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র), তৎসমেত ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ১৩.০৩.২০২৫ গ) ১৯.০৫.২০২৫	একটি সেল্ফ-কন্টেনড্ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩এ-র সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মার্বেল ফ্লোরিং সহ, তৃতীয় তলে (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে) যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ সামান্য কমবেশি প্রায় ৬৮০ বর্গফুট যাতে রয়েছে ২ (দুই) বেডরুম, ১ (এক) ডাইনিং-কাম-ড্রইং, ১ (এক) কিচেন, ১ (এক) টয়লেট, উক্ত ত্রিতল আবাসিক বিল্ডিংয়ে যেটি যে বাস্তু জমিতে নির্মিত তার পরিমাপ সামান্য কমবেশি প্রায় ২ কাঠা যেখানে স্থিত এবং রয়েছে কলকাতা এম কর্পোরেশনের সীমার অন্তর্গত, প্রেমিসেস নং ১৩, সৃজনী, মৌজা - পূর্ব বড়িশা, জে.এল. নং ২৩ এখন-১২৩, তৌজি নং ২৩৫, ২৩৭-২৪০, যা সম্বলিত আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৩৭৩৯, যার অধীন আর.এস. খতিয়ান নং ১৮২২, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৬৬৫, কলকাতা পৌরসংস্থার সীমার অন্তর্গত, কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে, যার অ্যাসেসি নং ৭১১৪৩২৫০০৩৯৫, থানা বেহালা তারপরে ঠাকুরপুকুর এখন হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০১০৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর. বেহালা, ডি.আর. আলিপুর তৎসহ একত্রে যে জমিতে বিল্ডিংটি নির্মিত তার রাইট, টাইটেল, ইন্টারেস্ট-এর অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ তৎসহ একত্রে উক্ত বিল্ডিংয়ে এবং/বা উক্ত পরিসরে এবং "ফ্ল্যাট" অভিমুখী প্যাসেজ ব্যবস্থিত বা ব্যবস্থা করা হবে এরূপ কমন এরিয়া এবং ফেসিলিটি, লায়াবিলিটিতে সকল রাইট, প্রিভিলেজ যা এই ডিড্-এর সংলগ্ন প্ল্যানে লাল রং দিয়ে চিহ্নিত ও সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, লিফ্টের সুবিধা ব্যতিরেকে। **সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ :** উত্তরে : আর.এস. দাগ নং ৩৭৫২-এর জমি, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, পূর্বে : আর.এস. দাগ নং ৩৭৩৯-এর জমি, পশ্চিমে : আর.এস. দাগ নং ৩৭৩৯-এর জমি। **(সম্পত্তি প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ১৫,৪৫,০০০.০০ টাকা (পনেরো লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৫৪,৫০০.০০ টাকা (এক লাখ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ১,৫৪,৫০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet.com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
৯.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মেসার্স কবিতা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী - কবিতা চক্রবর্তী স্বামী শিবাজী চক্রবর্তী ১৮/৩ সতীশ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২০১ **এছাড়াও যেখানে :** ৭/১এ, গ্রান্ট লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০১২ মি. শিবাজী চক্রবর্তী পিতা প্রয়াত ললিত কুমার চক্রবর্তী ১৮/৩ সতীশ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২০১	ক) ১,১৮,৬৪,১৯৬.৭৫ টাকা (এক কোটি আঠেরো লাখ চৌষট্টি হাজার একশো ছিয়ানব্বই টাকা ও পঁচাত্তর পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ২৭.০২.২০১৯ গ) ২৯.০৫.২০১৯	প্রায় ০১ কাঠা ১৪ ছটাক পরিমাপের জমিতে নির্মিত বিল্ডিংয়ের সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, জেলা - হাওড়া, থানা - বালী, জে.এল. নং ১৪, আর.এস. দাগ নং ১১৭৭৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৪৮, হোল্ডিং নং ১৮/৩, সতীশ চক্রবর্তী লেন, হাওড়া পৌরনিগম, ওয়ার্ড নং ৫৪, **মিসেস কবিতা চক্রবর্তীর নামে। সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা :** উত্তরে : রাসবিহারী পান-এর পুকুর, দক্ষিণে : ৫ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পূর্বে : ললিত মোহন চক্রবর্তীর জমি, পশ্চিমে : পূর্ণিমা চক্রবর্তীর বাড়ি। **(সম্পত্তি বাস্তব অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ৩১,৩২,০০০.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ বত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৩,১৩,২০০.০০ টাকা (তিন লাখ তেরো হাজার দুইশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ৩,১৩,২০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet. com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
১০.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মেসার্স খান অটোমোবাইলস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী - আপতার খান গ্রাম - নেগুয়া, পোঃ - নেগুয়া, থানা - এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৪৮ **আপতার খান (স্বত্বাধিকারী),** পিতা সোজাত খান গ্রাম - আমদাই, পোঃ-কল্যাণপুর, থানা - এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৪৭ **সিরাজুল খান (গ্যারান্টার ও বন্ধকদাতা),** পিতা সোজাত খান গ্রাম - আমদাই, পোঃ-কল্যাণপুর, থানা - এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৪৭ **আব্দুল সাত্তার খান (গ্যারান্টার ও বন্ধকদাতা),** পিতা আব্দুল রাজ্জাক খান, গ্রাম - আমদাই, পোঃ-কল্যাণপুর, থানা - এগরা, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১ ৪৪৭	ক) ৭১,১৬,৯৬৫.৪০ টাকা (একাত্তর লাখ ষোল হাজার নয়শো পঁয়ষট্টি টাকা ও চল্লিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ২০.০১.২০২৪ গ) ০৮.০৪.২০২৪	জমি ও বিল্ডিং নামিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে মৌজা-নেগুয়া, প্লট নং ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩ ও ১০৮৪ (আরএস), ১০৮১, ১০৮২, ১০৮৩ ও ১০৮৪ (এলআর), খতিয়ান নং ১০৫৮/১, (এসআর), ২৫১৩ ও ২৫০৯ (এল আর), জে.এল. নং ১১৯, শ্রেণী-বাস্তু ও দোকান, ঋষি বঙ্কিম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ - নেগুয়া, থানা-এগরা, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১ ৪৪৮, পশ্চিমবঙ্গ, **মি. আব্দুল সাত্তার খান ও মি. সিরাজুল খানের নামে। পরিসীমা (প্লট নং ১০৮২-এর জন্য) :** উত্তরে - প্লট নং ১০৯৩, দক্ষিণে - সেল্ফ কনভার্টেড দোকান জমি যেটি রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত এবং প্লটের বাকি অংশ, পূর্বে - প্লটের অংশ, পশ্চিমে - উক্ত প্লটের বাকি অংশ। **পরিসীমা (প্লট নং ১০৮১-এর জন্য) :** উত্তরে- প্লট নং ২৬০৪, দক্ষিণে-প্লটের বাকি অংশ, পূর্বে-পিত্তবুড়ির জমি, পশ্চিমে - প্লটের অংশ। **(সম্পত্তি প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ৫০,৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৫,০৫,০০০.০০ টাকা (পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ৫,০৫,০০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet. com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
১১.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মি. রফিকুল আলম (ঋণগ্রহীতা) পিতা মহঃ মোজাফ্ফর হোসেন মেসার্স এম. টি. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : রফিকুল আলম, পিতা মহঃ মোজাফ্ফর হোসেন মিসেস আয়েষা সিদ্দিকা (গ্যারান্টার), স্বামী রফিকুল আলম মেসার্স আর.এ. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : আয়েষা সিদ্দিকা, স্বামী রফিকুল আলম মি. রফিকুল আলম (গ্যারান্টার), পিতা মহঃ মোজাফ্ফর হোসেন **সকলের ঠিকানা যেখানে :** গ্রাম-বাবুপুর, পোঃ - মুথিয়া, জেলা - মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩২ ১২৮	ক) ৩,৬৮,৩৪,৭১৭.৩২ টাকা (তিন কোটি আটষট্টি লাখ চৌত্রিশ হাজার সাতশো সতেরো টাকা টাকা ও বত্রিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ১৮.০৭.২০২৩ গ) ২৬.০৯.২০২৩	জমি এবং দ্বিতল বিল্ডিং নামিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যেখানে মৌজা-জোতবসন্ত, সাত-ঘরিয়া, জে.এল. নং ৪৭, এলআর দাগ নং ৩০৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৫২৮১, থানা-ইংলিশবাজার, মালদা, পিন-৭৩২ ১২৮, নারহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, আয়তন-১১.৫ ডেসিমেল। **টাইটেল হোল্ডারের নাম : রফিকুল আলম। পরিসীমা :** পূর্বে : বাহাদুর মুনশির সম্পত্তি, পশ্চিমে - ১৩ ফুট চওড়া পিত্তবুড়ি রোড, উত্তরে - মোমেনা বিবির সম্পত্তি, দক্ষিণে - বারেকের সম্পত্তি। **(সম্পত্তি প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ১,৪৪,০০,০০০.০০ টাকা (এক কোটি চুয়াল্লিশ লাখ টাকা মাত্র) খ) ১৪,৪০,০০০.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা (এক লাখ টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ১৪,৪০,০০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet. com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
১২.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মেসার্স ভি. এস. লেদার প্রাঃ লিঃ (ঋণগ্রহীতা) ৬০/৪, মঠেশ্বরতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৬ মিসেস প্রিয়াঙ্কা তিওয়ারি (ডিরেক্টর), পি-৩৫, ৩য় তল, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০ ০৭৫ মিসেস কল্যাণী তিওয়ারি (ডিরেক্টর), পি-৩৫, ৩য় তল, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০ ০৭৫ মি. বিদ্যা তিওয়ারি (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা) পিতা রামদুলাল তিওয়ারি, পি-৩৫, ৩য় তল, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০ ০৭৫ মি. শিবশঙ্কর তিওয়ারি (গ্যারন্টার/বন্ধকদাতা) পি-৩৫, ৩য় তল, মডার্ন পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০ ০৭৫	ক) ৬৪,৫৭,৫১৮.৭১ টাকা (চৌষট্টি লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশো আঠারো টাকা ও একাত্তর পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ১০.১২.২০২৫ গ) ২১.০২.২০২৬	ফ্ল্যাট নং বি১, একতলা, অভিষেক-২, বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ ৪০০ বর্গফুট, যাতে রয়েছে এক বেডরুম, এক ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক টয়লেট, তৎসহ একত্রে উক্ত বিল্ডিংয়ের একতলায় একটি কার পার্কিং যার পরিমাপ ১৭০ বর্গফুট যার প্রেমিসেস নং ২০০ কবি সুকান্ত সরণী, সন্তোষপুর, ওয়ার্ড নং ১০৩, থানা-কসবা, জেলা-২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা-৭০০ ০৭৫। **শিডিউলভুক্ত সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা :** উত্তরে - শ্রী অনুপ কুমার পালের ফ্ল্যাট, দক্ষিণে - কমন স্পেস, পূর্বে - কমন স্পেস এবং ব্লক এ বিল্ডিং, পশ্চিমে - কমন স্পেস। **(সম্পত্তি প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ২৪,২৪,০০,০০০.০০ টাকা (চব্বিশ লাখ চব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৪২,৪০০.০০ টাকা (দুই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ২,৪২,৪০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet. com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে
১৩.	ক) কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, বেলস্ হাউস, কলকাতা-৭০০০১৬ খ) মেসার্স জি. এস. মার্বেল, স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিভূতি দাস মুরাগাছা, দোকানতলা, ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩ ২৪৮ শ্রী বিভূতি দাস পিতা বলরাম দাস দিঘা দাসপাড়া, উত্তর দাসপাড়া, দত্তপুকুর, পঃবঃ, পিন-৭৪৩ ২৪৮	ক) ৮৯,৮১,৬০৯.৫২ টাকা (উননব্বই লাখ একাশি হাজার ছয়শো নয় টাকা ও বাহান্ন পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে পুনরায় প্রযোজ্য সুদ ও চার্জসমূহ খ) ২২.০৬.২০২২ গ) ২১.১০.২০২২	প্রায় ০২ কাঠা ৬ ছটাক পরিমাপের জমি নামিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যেখানে মৌজা-দিঘা, জে.এল. নং ৯৪, তৌজি নং ১৪৬, দাগ নং ৮৩৬, সি.এস. খতিয়ান নং ১৩৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১৩৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩৪, থানা-বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কাশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, তৎসহ জি.১ তলবিশিষ্ট আবাসিক বিল্ডিং, যাঁর নামে **শ্রী বিভূতি দাস (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)। সম্পত্তির চারদিকের পরিসীমা নিম্নরূপ :** উত্তরে - ৪ ফুট কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে - দাগ নং ৮৭৩-এর জমি, পূর্বে - শ্রী বিভূতি দাসের খাস জমি, পশ্চিমে - স্কিম ৮ নং প্লটের জমি। **(সম্পত্তি বাস্তব অধিগ্রহণের অন্তর্গত রয়েছে)**	ক) ১৬,৩৫,০০০.০০ টাকা (ষোল লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ১,৬৩,৫০০.০০ টাকা (এক লাখ তেষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি : চিফ ম্যানেজার, এআরএম ব্রাঞ্চ, কলকাতা, মোবাইল : ৯০৫১৮ ৮২৩৬৪ ঙ) ইএমডি-র পরিমাণ ১,৬৩,৫০০.০০ টাকা, যা BAANKNET.COM (https://baanknet. com/) পোর্টালে প্রাপ্তব্য ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা করতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ১০.০৭.২০২৬ বেলা ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা, ইএমডি জমার শেষ তারিখ : ০৯.০৭.২০২৬-এ বিকাল ৫টা পর্যন্ত

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

১. "যেখানে যেমন আছে", "যা কিছু যেমনভাবে আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে সম্পদসমূহ বিক্রি করা হবে।
২. সংরক্ষিত মূল্যের নিচে সম্পদ বিক্রি করা হবে না।
৩. একক বিডারের ক্ষেত্রে, বিডারকে/ক্রেতাকে ইনক্রিমেন্ট সহ বিড দিতে হবে।
৪. সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইট, অর্থাৎ BAANKNET.com (https://baanknet.com/)-এর মাধ্যমে কেবলমাত্র "অনলাইন ইলেক্ট্রনিক মোড" দ্বারা অকশন/বিডিং করা হবে।
৫. ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে বিকাল ৫টায় বা তার আগে সরাসরি মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.com (https://baanknet.com)]-এর পোর্টালের ই-ওয়ালেটে সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ইএমডি পরিমাণ জমা করতে হবে অথবা সেখানে তৈরি চালানে উপরিল্লিখিত অ্যাকাউন্টের বিবরণে আরটিজিএস/এনইএফটি মারফত উক্ত চালানে ইএমডি পরিমাণ জমা করতে হবে।
৬. সার্ভিস প্রোভাইডারের যোগাযোগের বিবরণ : মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড [BAANKNET.com (https://baanknet.com/)], যোগাযোগের নম্বর ৭০৪৬৬ ১২৩৪৫ / ৬৩৫৪৯ ১০১৭২ / ৮২৯১২ ২০২২০ / ৯৮৯২২ ১৯৮৪৮ / ৮১৬০২০৫০৫১, ই-মেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com
৭. সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ২২.০৬.২০২৬ থেকে ০৪.০৭.২০২৬ পর্যন্ত বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সম্পদসমূহ পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সর্বোচ্চ/সফল বিড ঘোষণার পর তৎক্ষণাৎ, সফল ক্রেতাকে/সর্বোচ্চ বিডারকে বিক্রয়মূল্যের ২৫% (ইতিমধ্যে জমা করা ইএমডি সমেত) জমা করতে হবে এবং বিক্রয়মূল্যের বাদবাকি ৭৫% বিক্রি নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জমা করতে হবে। যদি সফল বিডার/ক্রেতা উপরোক্তমতো বিক্রয়মূল্য জমা করতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে তাঁর জমা করা পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ, কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া / রেট / ট্যাক্স / রেজিস্ট্রেশন ফি / নানাবিধ ব্যয়সমূহ / সরকারি বকেয়া / কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা বকেয়া ইত্যাদি, প্রযোজ্যমতো, সমস্ত ব্যয় কেবলমাত্র সফল বিডারকে/ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
১০. উপরিল্লিখিত তারিখে, সময়ে এবং স্থানে অকশন সেল আয়োজন সম্পর্কে উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারগণের প্রতি এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবেও গণ্য করতে হবে, যদি তাঁদের বকেয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হয়।
১১. ই-অকশনের তারিখের পূর্বে এ-পর্যন্ত ধার্য সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়সমূহ সমেত উপরোক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে, অন্যথায় সম্পত্তির অকশন/বিক্রি করা হবে এবং বাদবাকি পরিমাণ, যদি থাকে, সুদ ও কস্ট সহ আদায় করা হবে।
১২. কোনও কারণ না দেখিয়ে কোনও একটি বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ/বর্জন করা অথবা এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল বিড গ্রহণ/বর্জন করা বা বিক্রি বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক দ্বারা সংরক্ষিত।
১৩. কানাড়া ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.canarabank.com-এ পুনরায় বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

তারিখ : ২২.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

বিশ্বকাপ মহাযুদ্ধের দামামায় কাঁপছে দুনিয়া

ময়দানী রঙমশাল

মিতালি রাজের পরামর্শ

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর বিশ্বকাপে টিকে থাকতে হলে শেষ দুটি ম্যাচে জিততেই হবে ভারতীয় মহিলা দলকে। এই পরিস্থিতিতে ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মিতালি রাজ।

মিতালির মতে, অধিনায়ক হরমনপ্রীতের উচিত নিজেকে চার নম্বরে তুলে নিয়ে আসা। পাশাপাশি, জেমাইমা রডরিগেজকে পাঁচে নামানো যেতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মতে, প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে এই ফলাফল হতাশাজনক। ম্যাচটা ভারতের জেতা উচিত ছিল বলে জানান তিনি। মিতালির মতে, সামনের লড়াইটা ভারতের জন্য কঠিন। তাই ব্যাটিংয়ে পরিবর্তন দরকার। তাঁর যুক্তি, জেমাইমা পাঁচ নম্বরে আগেও ভালো পারফর্ম করেছেন।

মূলত, এক্ষেত্রে তাঁর স্পিনারদের বিরুদ্ধে খেলতে সুবিধা হবে বলেই মনে করছেন মিতালি। যা তাঁর আত্মবিশ্বাস ফেরাতে সাহায্য করবে বলেও মতপ্রকাশ করেছেন তিনি।

এদিকে, ভারত হারলেও তরুণ স্পিনার শ্রী চরণীর বোলিংয়ের প্রশংসা করেছেন মিতালি। তিনি বলেন, ইংল্যান্ডের কন্ডিশনে অভিষেক হওয়া সত্ত্বেও চরণী স্টাম্প টার্গেট করে ধারাবাহিকভাবে বল করেছেন। একটা সময়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দুই উইকেট দলকে ম্যাচে ফিরিয়েছিল। সেটারও বিশেষ প্রশংসা শোনা যায় তাঁর মুখে। একইসঙ্গে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মতে, রাধা যাদবের দুটি ক্যাচ মিস ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ওই সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারলে ফল ভিন্ন হতে পারত বলেই মত তাঁর।

র‍্যাকেট হাতে ৪ বছরের বিহান

বিহানকুমার সরকার। বয়স মাত্র চার বছর। এই বয়সে স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে খেলনা নিয়ে ছোটাছুটি করা উচিত। তবে বিহান র‍্যাকেট হাতে ইতিমধ্যেই কোর্টে নেমে পড়েছেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস ও লড়াই দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছেন। সম্প্রতি আউট্রাম ক্লাব আয়োজিত গ্রাসরুট বিটিএ র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে অংশ নিল বিহান। রাজ্য র‍্যাঙ্কিং টেনিস প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ৮ বিভাগে খেলতে নেমে বড়দের সঙ্গে সমানতালে লড়াই করে গেল বিহান। এবারের এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে কমবয়সী প্রতিযোগী সে। বিহান লা মার্টিনিয়ার বয়েজ স্কুলের কেজি শ্রেণির ছাত্র। মাত্র তিনমাস আগে গ্যারি ও ব্রায়ান একাডেমি অব টেনিস স্কুলে প্রশিক্ষণ নিয়েছে সে। তার আগ্রহ দেখে এই বয়সে বিহানকে খেলার অনুমতি দেন কোচ। কোচের অভিমত, এত কম বয়সে বিহানের আত্মবিশ্বাস, মনোযোগ এবং অধ্যাবসায় স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তার সামনে এখন কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। যেভাবে সে নিষ্ঠার সঙ্গে টেনিস খেলায় নজর দিয়েছে, তা অবশ্যই প্রশংসা করার মতো। হয়তো বিহানের হাতে এই র‍্যানকেট আগামী দিনে বড় জায়গায় পৌঁছে দেওয়া।

প্রকৃতি ও প্রতিপক্ষকে হারিয়ে নকআউটে ফ্রান্স

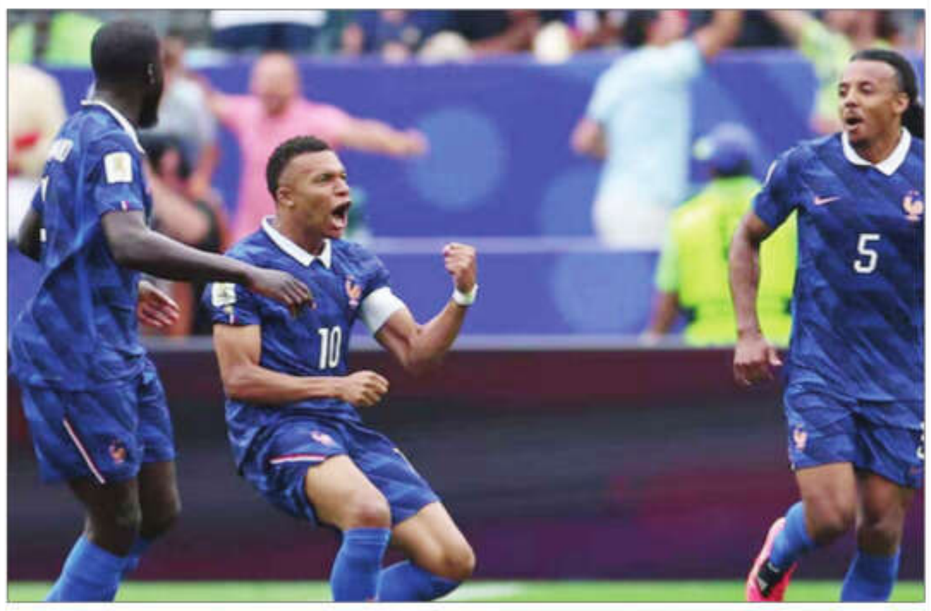

ফিলাডেলফিয়া— বিশ্বকাপে দুরন্ত ছন্দে ফ্রান্স। সেনেগালের পর সোমবার রাতে বৃষ্টি-বিঘ্নিত গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে ইরাককেও ৩-০ সহজেই বশ মানালো তারা। এমবাপের জোড়া গোলের সৌজন্যে গ্রুপ 'আই' থেকে প্রথম দল হিসেবে নক-আউটের ছাড়পত্র আদায় করে নিলো 'লে ব্লুজ'রা। তবে, ফিলাডেলফিয়ায় এদিন ফরাসিদের জন্য লড়াইটা খুব একটা সহজ ছিল না। কারণ, প্রতিপক্ষ ইরাকের পাশাপাশি দিদিয়ের দেশাঁর দলকে লড়তে হল প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গেও। তা সত্ত্বেও, দমানো গেল না ফ্রান্সকে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে দীর্ঘতম ম্যাচ শেষে তিনপয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ল তারা।

জয়ের লক্ষ্যে এই ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে ফ্রান্স। ফলে, একাধিকবার প্রতিপক্ষের গোলের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তারা। ৭ মিনিট নাগাদ মাইকেল ওলিসের শট আটকে দেন ইরাকের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা। পরের মিনিটেই সুযোগ নষ্ট করেন কিলিয়ান এমবাপে। অবশেষে ১৪ মিনিট নাগাদ সেই এমবাপের গোলেই এগিয়ে যায় ফ্রান্স। মাইকেল ওলিসের সঙ্গে পাস খেলে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের জোরাল শটে বল জালে জড়ান তিনি। পিছিয়ে পড়ার পর ইরাকও পালটা আক্রমণ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু, প্রতিআক্রমণ নির্ভর ফুটবলে ফরাসিদের রক্ষণে কোনোরকম চাপ তৈরি করতে পারেনি তারা। যদিও, ২৭ মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন আলি আল হামাদি। তাঁর হেড একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পাশাপাশি, খেলার এই অর্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন আয়মান হুসেন। এই সবকিছুর মাঝে প্রথমার্ধে গোল ব্যবধান আর বাড়েনি।

এদিকে, প্রথমার্ধ চলাকালীনই শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। তার মধ্যে রেফারি খেলা চালিয়ে গেলেও বিরতির পর পর আবহাওয়া আরও খারাপ হলে সাময়িকভাবে ম্যাচ বন্ধ রাখতে হয়। যার ফলে, দেড় ঘণ্টার ম্যাচ চলল প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে। আসলে, এবারের বিশ্বকাপের নিয়ম অনুযায়ী, স্টেডিয়ামের ৮ মাইলের মধ্যে বজ্রপাত হলে অন্তত ৩০ মিনিট খেলা বন্ধ রাখতে হবে। সেই নিয়মেই দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হল প্রায় ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পরে। খেলা পুনরায় শুরু হওয়ার পর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে ফ্রান্স। ৫৪ মিনিটে ইরাকের রক্ষণভাগের ভুলের সুযোগ নিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোল করে যান এমবাপে। এই ম্যাচে জোড়া গোলের ফলে জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজেকে ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। এরপর ৬৬ মিনিটে ওলিসের নিখুঁত পাস থেকে ফরাসিদের হয়ে ব্যবধান ৩-০ করেন উসমান ডেম্বেলে। এই জয়ের ফলে দু'ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে নকআউট নিশ্চিত করল ফ্রান্স।

মেটলাইফে ভাইকিং উল্লাস, হালান্ডের জোড়া গোলে নক আউটে নরওয়ে

নিউ জার্সি— দীর্ঘ ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে প্রত্যাবর্তনটা বেশ স্মরণীয় করে রাখল নরওয়ে। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে সেনেগালের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে সহজ জয় তুলে নিলো তারা। নেপথ্যে সেই আর্লিং হালান্ড। প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলতে নেমেই দু'ম্যাচে ইতিমধ্যেই চার গোল করে ফেলেছেন তিনি। ইরাকের পর সেনেগালের বিরুদ্ধেও জোড়া গোল করলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের তারকা। এই জয়ের ফলে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই নক আউটের ছাড়পত্র আদায় করে নিলো 'ভাইকিং'রা।

এদিনের ম্যাচে প্রথমে এগিয়ে যায় নরওয়ে। ৪৩ মিনিটে নাগাদ সেনেগাল অধিনায়ক কালিদু কুলিবালির ভুল ক্লিয়ারেন্সের সুযোগ নিয়ে গোল করে যান মার্কাস হোমগ্রিন পেডেরসন। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে পেডারসনের পায়ে তুলে দেন তিনি। বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা পেডেরসন তা থেকে গোল করতে ভুল করেননি। বিরতির পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নেয় নরওয়ে। ৫২ মিনিটে অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডের মাপা থ্রু-পাস থেকে দলের হয়ে ব্যবধান বাড়ান হালান্ড।

তবে, নরওয়ের এই স্বস্তি বেশীক্ষন স্থায়ী হয়নি। হালান্ডের গোলের মিনিট পাঁচেক পর ইসমাইলা সার সেনেগালের হয়ে একটি গোল পরিশোধ করেন। ম্যাচ ২-১ হয়ে গেলেও আক্রমণ চালাতে থাকে নরওয়ে। এরপর, ম্যাচের ৫৮ মিনিটে ডান পায়ের দুর্দান্ত ভলিতে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের তৃতীয় গোলটি করে যান হালান্ড। খেলার একেবারে শেষলগ্নে সংযুক্তি সময়ে (৯০+৩) মিনিটে সার আরও একটি গোল করলেও হার এড়াতে পারেনি সেনেগাল। জয়ের পর মেটলাইফ স্টেডিয়ামে দেখা যায় নরওয়ের ঐতিহ্যবাহী 'ভাইকিং নৌকা' সেলেব্রেশন। সমর্থকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাঠেই নৌকা বাওয়ার ভঙ্গিতে উৎসবে মাতেন হালান্ড, ওডেগার্ড ও সতীর্থরা।

এদিকে, এই ম্যাচে হ্যাটট্রিকের সুযোগও পেয়েছিলেন হালান্ড। সেনেগাল গোলরক্ষক এদুয়ার মেন্ডির ভুলের সুযোগে নেওয়া তাঁর শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। তবে, হ্যাটট্রিক হাতছাড়া হলেও নরওয়ের হয়ে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড গড়লেন তিনি। এই ম্যাচে জোড়া গোলের ফলে জাতীয় দলের জার্সিতে ৫২ ম্যাচে হালান্ডের গোলসংখ্যা দাঁড়াল ৫৯। অন্যদিকে, নকআউটের আশা বাঁচিয়ে রাখতে শেষ ম্যাচে ইরাককে হারাতেই হবে সেনেগালকে।

আমেরিকার নীতিতে বিরক্ত মিশর

সিয়াটেল— বিশ্বকাপ চলাকালীন আমেরিকার কড়া নিয়মের ফাঁসে এবার মিশর। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে পরবর্তী ম্যাচের জন্য সরাসরি সিয়াটেলে যেতে চাইলেও সেই অনুমতি পাননি মহম্মদ সালাহ'র দল। রবিবার কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে নিউজিল্যান্ডকে হারানোর পর ইরানের বিরুদ্ধে পরবর্তী ম্যাচ খেলতে সরাসরি সিয়াটেলে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছিল তারা। কিন্তু নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে সেই আবেদন খারিজ করে দেন আমেরিকা। ফলে ভ্যাঙ্কুভার থেকে প্রথমে নিজেদের বেস ক্যাম্প ওয়াশিংটনের স্পোকেনে ফিরতে হচ্ছে মিশরকে। সেখান থেকে আবার সিয়াটেলে পৌঁছতে হবে তাদের। অতিরিক্ত এই যাতায়াত দলের ফুটবলারদের উপর শারীরিক চাপ বাড়াবে বলে মনে করছে তারা। বিষয়টি নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ মিশরের কোচ হোসাম হাসান। তিনি বলেন, খেলোয়াড়দের ক্লান্তি কমানোর জন্যই সরাসরি সিয়াটলে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, এর আগে একইধরনের সমস্যার মুখে পড়েছিল ইরানও। লস অ্যাঞ্জেলেসে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে শহরে পৌঁছতে চাইলেও অনুমতি পায়নি তারা।

হালান্ডদের 'ভাইকিং রো'-তে নরওয়ের ইতিহাস

নিউ জার্সি— সেনেগালকে ৩-২ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের নক আউটে জায়গা করে নিয়েছে নরওয়ে। তবে ম্যাচের পাশাপাশি এদিন আলোচনায় উঠে এলো দলের খেলোয়াড়দের 'ভাইকিং রো' সেলিব্রেশন।

ম্যাচ শেষে নরওয়ের ফুটবলাররা মাঠে হাঁটু গেড়ে বসে বৈঠা চালানোর ভঙ্গিতে উল্লাসে মাতেন। গ্যালারিতে উপস্থিত হাজার হাজার সমর্থকও একইভাবে সেলেব্রেশন করেন। 'ভাইকিং রো' নামে পরিচিত এর শিকড় প্রোথিত রয়েছে নরওয়ের প্রাচীন সামুদ্রিক অভিযানের ঐতিহ্যে। অষ্টম থেকে একাদশ শতকে ভাইকিং যোদ্ধারা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় সমবেত ছন্দে বৈঠা চালাতেন। ঐতিহাসিকদের মতে, সেই দীর্ঘ নৌযাত্রায় বৈঠার সমান তালে চলাই ছিল সাফল্যের চাবিকাঠি। সেই ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবেই আজও সমান জনপ্রিয় এই উদযাপন। বিশ্বকাপ চলাকালীন আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে শুরু করে নরওয়ের সংসদ ভবনেও দেখা গিয়েছে এই সেলিব্রেশন। সেনেগালের বিরুদ্ধে নরওয়ের জয়ের দিনেও নিউ জার্সিতে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রইলো বিখ্যাত 'ভাইকিং রো'।

পিছিয়ে পড়েও জর্ডনের বিরুদ্ধে জিতলো আলজেরিয়া

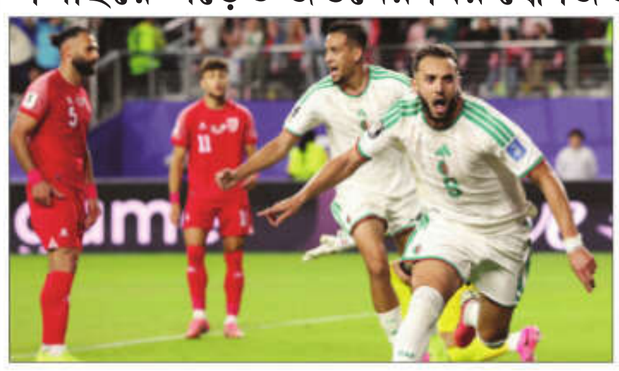

সান্তাক্লারা— নক আউটের স্বপ্ন বেঁচে রইলো আলজেরিয়ার। গ্রুপ 'জে'-এর ম্যাচে জর্ডনের বিরুদ্ধে এক গোল পিছিয়ে থেকেও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে ২-১ গোলে সহজেই ম্যাচ জিতল উত্তর আফ্রিকার এই দলটি। অন্যদিকে, পরপর দু'ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেল জর্ডনের।

এদিন, সান্তাক্লারার বে এরিনা স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে আলজেরিয়া। বলের দখল এবং আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও জর্ডনের সংগঠিত রক্ষণ কোনোভাবেই ভাঙতে পারছিল না তারা। উল্টে, খেলার গতির বিপরীতে ৩৬ মিনিট নাগাদ পাল্টা আক্রমণে এগিয়ে যায় জর্ডন। প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিচু শটে গোল করেন নিজার আল-রাশদান। তাঁর গোলেই ১-০ অবস্থায় শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা । দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোল পরিশোধের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে ওঠে আলজেরিয়া। প্রতিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে তারা। যার ফলও মেলে ৬৯ মিনিটে। রিয়াদ মাহরেজের কর্নার থেকে দুর্দান্ত হেডে তাদের হয়ে সমতা ফেরান পরিবর্ত হিসেবে নামা নাধির বেনবৌলি। এরপর জয়সূচক গোলের খোঁজে মরিয়া হয়ে ওঠে আলজেরিয়া। অবশেষে ৮২ মিনিটে সেই কাঙ্ক্ষিত গোল এনে দেন আমিন গুইরি। বক্সের মধ্যে তৈরি হওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। শেষপর্যন্ত ওই ২-১ ব্যবধানে জিতেই মাঠ ছাড়ে আলজেরিয়া।

চোটের জন্য ছিটকে গেলেন নীতীশ

মুম্বাই— আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগেই চোটের কারণে পুরো সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। তবে শুধু আয়ারল্যান্ড সিরিজই নয়, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও সম্ভবত তাঁকে পাবে না ভারতীয় দল। যা নিঃসন্দেহে গৌতম গম্ভীরের দলের জন্য বিরাট ধাক্কা।

জানা গিয়েছে, নীতীশের বাঁ পায়ের কোয়াড্রিসেপসে চোট ধরা পড়েছে। ধরমশালায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে বোলিং করার সময় চোট পান তিনি। সেজন্য, লখনউ ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। এরপর চেন্নাইয়ে সিরিজের শেষ ম্যাচে মাঠে নামার পাশাপাশি ৬ ওভার বলও করেন তিনি। কিন্তু, তারপর ফের একবার চোটের জায়গা অস্বস্তি অনুভব করলে এমআরআই করা হয় নীতীশের। সেই রিপোর্টে পেশিতে ফোলাভাব দেখা যাওয়ায় তাঁকে নিয়ে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। তাঁকে আপাতত মাসখানেকের জন্য বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে তাঁর অন্তত চার সপ্তাহ সময় লাগবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের অন্যতম প্রিয় ক্রিকেটার হলেন নীতীশ। সাম্প্রতিক সময়ে তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত সুযোগ পেয়েছেন তিনি। হার্দিক পান্ডিয়া চোটের জন্য দলে না থাকায় এই দুই সিরিজে পেসার-অলরাউন্ডার হিসেবে দক্ষিণী এই ক্রিকেটারের উপর বাড়তি দায়িত্ব ছিল। এদিকে, নীতীশের পরিবর্ত হিসেবে তরুণ অলরাউন্ডার সূর্যাংশ শেরগেকে দলে নেওয়া হয়েছে। আইপিএল এবং ভারত 'এ' দলের হয়ে ধারাবাহিক ভাল পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই জাতীয় দলে সুযোগ পেলেন তিনি।

মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য নয়া উদ্যোগ আইসিসি-র

দুবাই— মহিলা ক্রিকেটারদের মাতৃত্বের পর ক্রিকেটজীবন যাতে ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যে নতুন নির্দেশিকা চালু করল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা তথা আইসিসি। নতুন নিয়মে মা হওয়ার পর মাঠে ফিরতে সংশ্লিষ্ট মহিলা ক্রিকেটারের জন্য ১৬ সপ্তাহের বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্রিকেটারদের শারীরিক সুস্থতা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি ফের অনুশীলন শুরু করা এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির মতো বিষয়গুলোর উপর নজর রাখা হবে।

এক্ষেত্রে, প্রতিটি ক্রিকেটারের জন্য একজন চিকিৎসক বা ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা। সেই চিকিৎসক সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি পর্যবেক্ষণ করে নিয়মিত রিপোর্ট দেবেন। একইসঙ্গে, খেলোয়াড়ের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষ নজর রাখা হবে। মাঠে ফেরার আগে খেলোয়াড়ের পেশির সক্ষমতা পরীক্ষা করা হবে। সেই পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই মাঠে নামার অনুমতি পাবেন সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার।

বিষয়টি নিয়ে আইসিসির মেডিক্যাল পরামর্শদাতা কমিটির প্রধান অস্ট্রেলিয়ান চিকিৎসক ফিলিপ ইঙ্গে জানিয়েছেন, সদস্য দেশগুলির মাতৃত্ব বিষয়ক আইন মেনেই এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

অন্য দিকে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা জানিয়েছেন, মাতৃত্ব ও পেশার মধ্যে যেন কোনও একটি আর ক্রিকেটারকে বেছে নিতে না হয়, সেজন্যই আইসিসি এই পদক্ষেপ করেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, অতীতে একাধিক মহিলা ক্রিকেটার মাতৃত্বের পর সফলভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার ড্যানি ওয়াট তার অন্যতম উদাহরণ।

মা হওয়ার তেইশ দিনের মাথায় শুধু বিশ্বকাপে ম্যাচ খেলতে নামাই নয়, ব্যাট হাতে শতরানও করেছেন ওয়াট।

এবারের বিশ্বকাপে রূপকথার নায়ক হতে চলেছেন মেসি

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

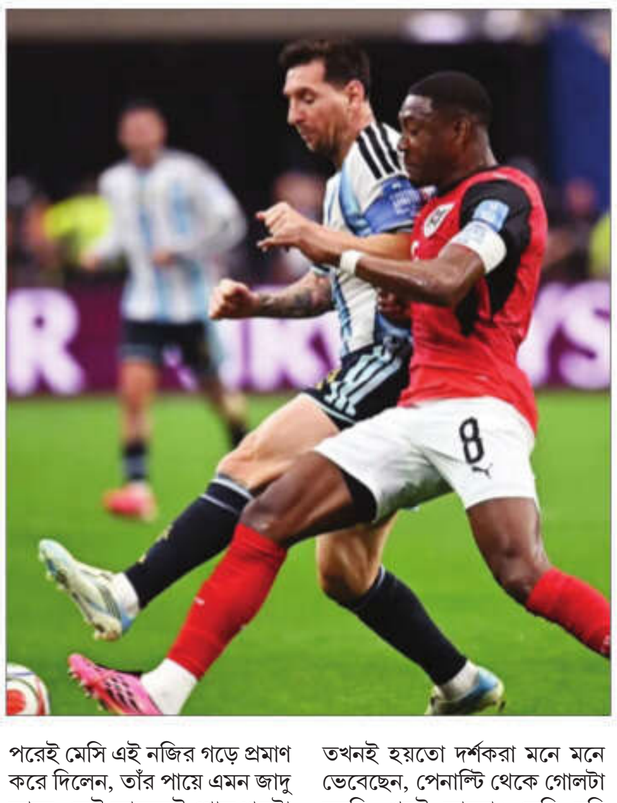

সারা দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে বিশ্বকাপে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে কাকে দেখতে পাওয়া যাবে? ফুটবল বিশেষজ্ঞরা এমন কোনও ধারণা দিতে পারছেন না প্রথম স্থানে কার নামটা উঠে আসবে। আর এই প্রতিযোগিতায় পেলে, মারাদোনা ও লিওনেল মেসির নামটা উঠে আসছে। বর্তমানে বিশ্বকাপ ফুটবলে ধরনটা অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে। সেই কারণে এই তিন তারকা ফুটবলারকে নিয়ে বেশি চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। সোমবার অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে অধিনায়ক মেসির আর্জেন্টিনার জয় পাওয়ার পরেই। আর্জেন্টিনা ২-০ গোলে জয় তুলে নিয়েছে অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে। এদিন মেসির পায়ের জাদুতে আবার ঝলক দেখতে পাওয়া গেল। দু'টি গোলই এসেছে তাঁর পা থেকে। ছবির মতো গোল, যা দেখে মেসিভক্তরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

আর মেসির পায়ের এই দুটো গোল দেখার পরেই সবাই মেসির দিকেই বেশি ভোট দিয়ে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচন করতে চাইছেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এদিন নতুন রেকর্ড গড়ে ফেললেন মেসি। তিনি জোড়া গোল করে জার্মানির খেলোয়াড় মিরোস্লাভ ক্লোজের রেকর্ডকে টপকে গেলেন। প্রথম গোলটি হওয়ার পরেই মেসি এই নজির গড়ে প্রমাণ করে দিলেন, তাঁর পায়ে এমন জাদু আছে, সেই জাদুতেই গোল শব্দটা সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম গোল করার সুযোগ এসেছিল পেনাল্টি থেকে মেসির। মেসি কিন্তু গোল করতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি অসাধারণ শিল্পকলার মধ্য দিয়ে গোল করে দর্শকদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা কুড়িয়ে নিয়েছেন। আর তখনই হয়তো দর্শকরা মনে মনে ভেবেছেন, পেনাল্টি থেকে গোলটা হয়নি, খুবই ভালো। মেসি যদি পেনাল্টি থেকে গোল করতেন, তাহলে এই রেকর্ড অনেকটাই অন্য কথা বলত। তাই মেসি নিজের দক্ষতায় গোল এবং ইতিহাস রচনা করলেন। তা থেকে বড় প্রাপ্তি আার কিছুই হতে পারে না। অবশ্য দ্বিতীয় গোলটিও তাঁর। মেসি একাই যে আর্জেন্টিনার মতো দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে গেল। একটা সময় ব্রাজিল বলতেই পেলেকে নিয়ে কথা উঠত। পেলে নাকি পুরো দলটাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার দক্ষতা রাখতেন। পাঁচবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল। ব্রাজিলের এই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই পেলের নামটা উঠে আসবে। কিন্তু একটা বিশ্বকাপের ফাইনালে পেলে খেলেননি। আর সেই ফাইনালে অভাবনীয় খেলা খেলে গ্যারিঞ্চা ব্রাজিলকে বিশ্বখেতাব এনে দিয়েছিলেন। আবার পরবর্তীতে দিয়াগো মারাদোনা একাই আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন।

এখন আর্জেন্টিনাকে টেনে নিয়ে চলেছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। তাই বলতে পারা যায়, সবাইকে ছাপিয়ে গিয়ে লিওনেল মেসি এখন শিরোনামে। মেসি ছাড়া এবারের বিশ্বকাপে সেইভাবে কোনও তারকা সবার মন জয় করে নিতে পারেনি। মেসি মাঠে নামেন। গোল করেন। দলকে জেতান। এটাই বুঝি তাঁর সাধনা। তা না হলে ৪০ বছর বাদে আর্জেন্টিনার হয়ে মারাদোনার মতো জোড়া গোল করে মেসি বুঝিয়ে দিলেন আর্জেন্টিনাই আমাদের শক্তি। আমাদের সম্পদ। ভাবতে অবাক লাগে, মেসি মাঠে নামতেই দলের সতীর্থ খেলোয়াড়দের অন্য অনুভূতি জন্ম নেয়।

লিওনেল মেসি ইতিমধ্যেই ছ'টি বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছেন। তবে প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে নেমে একটাও গোল পাননি তিনি। তারপরে ধীরে ধীরে তাঁর চমক দেখতে পাওয়া গেছে বিশ্বকাপে। তবে সবচেয়ে কম বিশ্বকাপ খেলে জার্মানির গার্ড মুলার ১৪টি গোল করেছিলেন। খেলেছিলেন মাত্র দু'টি বিশ্বকাপ। আবার এই মুহূর্তে মেসির গোলসংখ্যা স্পর্শ করার জন্য এগিয়ে চলেছেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে।

অবশ্য তিনি ইতিমধ্যেই তিনটি বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছেন। তাঁর গোলসংখ্যা এখনও পর্যন্ত ১৪-তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্রাজিলের রোনাল্ডো নাজারিও চারটি বিশ্বকাপ খেলেছেন। গোল করেছেন ১৫টি। বিশ্বকাপ ফুটবলে গোলের মহাকাব্য লিখতে গেলে প্রধান নায়ক হবেন অবশ্যই আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি। প্রায় ৪০ বছরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। তবুও তাঁর পায়ের ঝলকানি যে কোনও তরুণ প্রতিভার কাছে বিস্ময়। তাই তাঁরা মেসিকে নিয়ে আরাধনা করেন। আবেগে ভরিয়ে দিতে চান আর বিস্ময় চোখে মেসির প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করেন।

মেসি তাঁদের কাছে আরাধ্য দেবতা। মেসির জয়ধ্বনিতে তাঁরা মুখর হয়ে থাকতে চান। তাই বলতে দ্বিধা নেই, এবারের বিশ্বকাপে রূপকথার নায়ক হতে চলেছেন ফুটবলের মহারাজা লিওনেল মেসি।

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। মুদ্রক ও প্রকাশক ·. বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক শেখর সেনগুপ্ত। কনসালটিং এডিটর : সৈয়দ হাসমত জালাল। Reg No. WBBEN/2004/13865.